বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন : ২০১৩-২০১৪

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৩-২০১৪

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা -১০০০।

www.btc.gov.bd

E-mail : info@btc.gov.b

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

মুখবন্ধ

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার পটভূমিতে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আইনানুগভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছে। আইনের শর্তানুযায়ী কমিশন নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে সরকারের নিকট পেশ করে থাকে । এরই ধারাবাহিকতায় বক্ষমান প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে মূলতঃ কমিশনের ২০১৩-২০১৪ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলী বিবৃত হয়েছে এবং পরবর্তী ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনার একটি রূপরেখাও প্রদান করা হয়েছে।

দ্রুত শিল্পায়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকারের অগ্রাধিকার কৌশলকে সমর্থন যুগিয়ে কমিশন বিগত বছরেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানিকর অসাধু বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিরোধ, দেশীয় শিল্প বিকাশে শুল্কহার হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে যৌক্তির শুল্কহার নির্ধারণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ বিদ্যমান চুক্তির আওতায় শুল্ক সুবিধা আদায় ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণে নিমিত্ত নেগোশিয়েশন কৌশল নির্ধারণেও কমিশন সরকারকে কার্যকর সুপারিশ প্রদান করেছে।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করে দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী কৌশল নির্ধারণ একটি সমীক্ষা বা গবেষণাধর্মী বিষয়। কমিশন তার সীমিত সম্পদ, জনবল ও প্রাপ্ত দক্ষতা দিয়ে আন্তরিকতার সাথে এই চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিশনকে আরও শক্তিশালী করা গেলে ভবিষ্যতে কমিশন অর্পিত দায়িত্ব আরও গতিশীল ও কার্যকরভাবে পালনে সমর্থ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কমিশনের এ অনন্য প্রচেষ্টায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, বিভিন্ন শিল্প ও বনিক সমিতি, অগ্রণী শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সকল অংশীজনের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

(ড. মোঃ আজিজুর রহমান)
চেয়ারম্যান

মার্চ, ২০১৫ খ্রিঃ

সূচিপত্র

ভূমিকা ঃ ১
১.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা ১
১.২ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গঠন ১
১.৩ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো..১
১.৪ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অনুমোদিত জনবল ও বেতনক্রম নিম্নে দেখানো হল ঃ................................ ২
কমিশনের প্রশাসন ঃ.. ৪
২.১ কমিশনের বাজেট ঃ.. ৪
২.১.১ কমিশনের ব্যয় ঃ ৪
২.১.২ কমিশনের আয় ঃ... ৫
২.১.৩ ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ... ৫
২.১.৪ কমিশনের গ্রন্থাগারঃ ৬
কমিশনের কার্যাবলী ৭
৩.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ.. ৭
৩.১.১ দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা ৮
৩.১.২ শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদান ৮
৩.১.৩ শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ.. ৮
৩.১.৪ দেশিয় পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন.. ৮
৩.১.৫ দ্বি-পাক্ষিক আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে দেশিয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন ৯
৩.১.৬ ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ.................... ৯
বিভাগওয়ারী কর্মবন্টন ১৬
৪.১ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ (Trade Remedy Division) ১৬
৪.২ বাণিজ্য নীতি বিভাগ (Trade Policy Division)...১৬
৪.৩ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ (International Cooperation Division).................................১৬
বিভাগওয়ারী সম্পাদিত কার্যাবলী এবং বিভিন্ন বিভাগের ২০১৪ - ২০১৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা.......................১৭
৫.১ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ঃ ১৭
৫.২ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণঃ...................................১৭
৫.৩ রংপুরে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিঃ ২৫
৫.৪ Study on Melamine Industries of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ...........................৩১
৫.৫ বাংলাদেশের পাট শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ একটি সমীক্ষা-শীর্ষক সাব-সেক্টর স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ.................৩১
ESCAP Resolution 68/3 on Corss-Border Paperless Trade facilitation বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে National Focal Point ঃ...৩১

দেশীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকারি শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ৩২
দেশীয় টুথপেস্ট শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন ৩৩
Study on milk (liquid) and milk powder in Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ ৩৪
দেশীয় সিমেন্ট উৎপাদনকারী শিল্পের উপর সাব-সেক্টর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ ৩৫
বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ৩৫
৫.২ বাণিজ্য নীতি বিভাগ ঃ ৩৬
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ ঃ ৩৬
২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন থেকে নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ ৩৭
২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের 'মনিটরিং সেল' এর কার্যক্রম নিম্নরূপঃ ৬৬
বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনাসমূহ ৬৮
৫.৩ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ ৬৯
২০১৩ - ২০১৪ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণঃ ৬৯
৬.১ South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) ৭০
৭.১ Asia-Pacific Trade Agreement (APTA) ৭২
৭.২ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি ৮০
৭.৩ অন্যান্য কার্যাদি ৮৪
৭.৪ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ এর ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ঃ ৮৫
৬. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সমাধানের সুপারিশসমূহঃ ৮৬
৭. পরিশিষ্ট ৮৮
পরিশিষ্ট- ১ .... ৮৮
পরিশিষ্ট- ২ .... ১
পরিশিষ্ট- ৩ .... ৯৪
পরিশিষ্ট- ৪ .... ১০০
পরিশিষ্ট- ৫ .... ১০২
পরিশিষ্ট- ৬ .... ১০৮

ভূমিকা ঃ

১.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা

বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থসুরক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতা উৎসাহিতকরণসহ আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম ও চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) মোতাবেক ১৯৭৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশিয় শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থার স্বার্থ সংরক্ষণের মৌলিক দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে কমিশন আন্তর্জাতিক, দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক সম্পৃক্ত বিষয়াবলীর উপর সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আসছে। এছাড়া, বর্হির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার শুল্কমুক্ত সুবিধা আদায় ও অবাধে মানব সম্পদ প্রবেশাধিকারের লক্ষ্যে কর্মপন্থা প্রণয়নে কমিশন সরকারকে অব্যাহত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

১.২ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গঠন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন ১৯৯২ এর ৫ ধারা অনুসারে একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন করেন। তাছাড়া আইনের ১২ ধারা মতে কমিশনের একজন সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এবং সদস্যগণ সরকারের অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

১.৩ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব ব্যতিত বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৪ জন কর্মকর্তা এবং ৭৬ জন কর্মচারীর অনুমোদিত পদ রয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত কর্মরত, লোকবল এবং শূন্য পদের বিবরণী নিম্নরূপঃ

শ্রেণী বিন্যাস	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	কর্মরত লোকবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	৩২	০৭
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩৬	০৭
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	২৮	০৫
মোট	**১১৫**	**৯৬**	**১৯**

১.৪ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অনুমোদিত জনবল ও বেতনক্রম নিম্নে দেখানো হল ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	জাতীয় বেতন স্কেল-২০০৯ অনুযায়ী বেতনক্রম
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১ (এক)	টাঃ ৪০,০০০/- (নির্ধারিত)
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত/ যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদা)	৩ (তিন)	টাঃ ২৯,০০০-১১০০ X ৬-৩৫,৬০০
০৩।	যুগ্ম-প্রধান	৪ (চার)	টাঃ ২৯,০০০-১১০০ X ৬-৩৫৬০০
০৪।	সচিব	১ (এক)	টাঃ ২২,২৫০-৯০০ X ১০-৩১২৫০
০৫।	সিস্টেম এনালিষ্ট	১ (এক)	টাঃ ২২,২৫০-৯০০ X ১০-৩১২৫০
০৬।	উপ-প্রধান	৮ (আট)	টাঃ ২২,২৫০-৯০০ X ১০-৩১২৫০
০৭।	সহকারী প্রধান	৮ (আট)	টাঃ ১৮,৫০০-৮০০ X ১৪-২৯৭০০
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮ (আট)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
০৯।	একান্ত সচিব	১ (এক)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১ (এক)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
১২।	লাইব্রেরীয়ান	১ (এক)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
১৩।	পাবলিক রিলেশনস এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১ (এক)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
১৪।	প্রধান সহকারী	১ (এক)	টাঃ ৫৯০০-৩৮০ X ৭-৮৫৬০-ইবি-৪১৫ X ১১-১৩১২৫

১৫ ।	একান্ত সহকারী	৪ (চার)	টাঃ ৫৫০০-৩৪৫ x ৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০ x ১১-১২০৯৫
১৬ ।	সাঁট-লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫ (পাঁচ)	টাঃ ৫৫০০-৩৪৫ x ৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০ x ১১-১২০৯৫
১৭ ।	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)	টাঃ ৫২০০-৩২০ x ৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫ x ১১-১১২৩৫
১৮ ।	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)	টাঃ ৫২০০-৩২০ x ৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫ x ১১-১১২৩৫
১৯ ।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১ (এক)	টাঃ ৫২০০-৩২০ x ৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫ x ১১-১১২৩৫
২০ ।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)	টাঃ ৫২০০-৩২০ x ৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫ x ১১-১১২৩৫
২১ ।	কেয়ার-টেকার	১ (এক)	টাঃ ৫২০০-৩২০ x ৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫ x ১১-১১২৩৫
২২ ।	অভ্যর্থনাকারী	১ (এক)	টাঃ ৪৭০০-২৬৫ x ৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০ x ১১-৯৭৪৫
২৩ ।	হিসাব সহকারী	২ (দুই)	টাঃ ৪৭০০-২৬৫ x ৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০ x ১১-৯৭৪৫
২৪ ।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯ (নয়)	টাঃ ৪৭০০-২৬৫ x ৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০ x ১১-৯৭৪৫
২৫ ।	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)	টাঃ ৪৭০০-২৬৫ x ৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০ x ১১-৯৭৪৫
২৬ ।	গাড়িচালক	৮ (আট)	টাঃ ৪৭০০-২৬৫ x ৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০ x ১১-৯৭৪৫
২৭ ।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১ (এক)	টাঃ ৪৪০০-২২০ x ৭-৫৯৪০-ইবি-২৪০ x ১১-৮৫৮০
২৮ ।	অফিস সহায়ক	২৬(ছাব্বিশ)	টাঃ ৪১০০-১৯০ x ৭-৫৪৩০-ইবি-২১০ x ১১-

			৭৭৪০
২৯ ।	নিরাপত্তা প্রহরী	২ (দুই)	টাঃ ৪১০০-১৯০ x ৭-৫৪৩০-ইবি-২১০ x ১১-৭৭৪০
৩০ ।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২ (দুই)	টাঃ ৪১০০-১৯০ x ৭-৫৪৩০-ইবি-২১০ x ১১-৭৭৪০
মোট-১১৫ (কর্মকর্তা=৩৯, কর্মচারী=৭৬)			

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন ।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট- ১ এ দেখানো হল ।

কমিশনের প্রশাসন ঃ

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন সচিব রয়েছেন । সচিব কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন, কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন । কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা তাঁর দায়িত্ব । প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে সচিব কে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী সচিব (প্রশাসন) , একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এবং একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন ।

২.১ কমিশনের বাজেট ঃ কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড নং ১৭০৫-স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কোড নং ২৯৩১-বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ৫৯০০-সাহায্য, মঞ্জুরী এর অন্তর্ভুক্ত ।

২.১.১ কমিশনের ব্যয় ঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কমিশনের বাজেট ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরুপঃ

কোড নম্বর ও ব্যয়ের খাত	**বাজেট বরাদ্দ (টাকা) ২০১৩-২০১৪**	**সংশোধিত বরাদ্দ (টাকা) ২০১৩-২০১৪**	**২০১৩-২০১৪ সালের প্রকৃত খরচ (টাকা)**
১	২	৩	৪
৫৯০১-সাধারণ মঞ্জুরী	৪,৪৮,২০,০০০.০০	৪,৭৭,২০,০০০.০০	৪,১৯,১৭,৪০৭.৪৮
৫৯৯৮-মূলধন মঞ্জুরী	১১,৮০,০০০.০০	১২,৮০,০০০.০০	৯,৮৫,০০০.০০

সর্বমোট ঃ	**৪,৬০,০০,০০০.০০**	**৪,৯০,০০,০০০.০০**	**৪,২৯,০২,৪০৭.৪৮**

প্রাপ্ত বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪,২৯,০২,৪০৭.৪৮ (চার কোটি উনত্রিশ লক্ষ দুই হাজার চারশত সাত টাকা আটচল্লিশ পয়সা) টাকা । অব্যয়িত ৬০,৯৭,৫৯২.৫২ (ষাট লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত বিরানব্বই টাকা বায়ান্ন পয়সা) মাত্র ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দেয়া হয়েছে। কর্মকর্তা পর্যায়ের ৫টি এবং কর্মচারী পর্যায়ের ৯টি পদ খালি থাকায়, বৈদেশিক ভ্রমণ কম হওয়ায়, নতুন ৪টি গাড়ি ক্রয়ের প্রেক্ষিতে মেরামত ব্যয় কম হওয়ায়, মোবাইল প্রযুক্তির কারণে টেলিফোনের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ায়, নতুন কম্পিউটার ক্রয়ের ফলে মেরামত ব্যয় কম হওয়ায় এবং জ্বালানী বিল ও থমসন রয়টারের বিল সময়মত না পাওয়াসহ সেমিনার ও কনফারেন্স করতে বিলম্ব হওয়ায় বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি ।

২.১.২ কমিশনের আয় ঃ

সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি ঃ কমিশনের কর ব্যতীত প্রাপ্তি ও কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব প্রাপ্তির বিবরণী নিম্নে দেখানো হলো ঃ

কোড নম্বর ও আয়ের খাত	বাজেট (লক্ষ্যমাত্রা) (টাকা) ২০১৩-২০১৪	সংশোধিত (লক্ষ্যমাত্রা) (টাকা) ২০১৩-২০১৪	২০১৩-২০১৪ সালের প্রকৃত আয় (টাকা)
১	২	৩	৪
সেবা বাবদ প্রাপ্তি			
২০৩৭- সরকারি যানবাহনের ব্যবহার	৬০,০০০.০০	৬০,০০০.০০	৬৯,০৮৪.৩৭
কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি			
২৬৭১- অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়	২০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০	৪৬,৪৬,৯৬৮.৭২
২৬৮১-বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	৫০,০০০.০০
সর্বমোট ঃ	**৮৫,০০০.০০**	**৫০,৬৫,০০০.০০**	**৪৭,৬৬,০৫৩.০৯**

২.১.৩ ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একজন সিস্টেম এনালিষ্ট রয়েছে। তাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনও আইটি সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরুপ ঃ

১। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্পীড বর্তমানে সংযোজিত ২.৫ Mbps Bandwidth এর স্থলে 4 Mbps Bandwidth এ উন্নীত করা হয়েছে যা কমিশনের ডাটা সংগ্রহে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

২। কমিশনের পুরাতন ওয়েবসাইডটির ডোমেন নেইম www.bdtariffcom.org পরিবর্তন করে www.btc.gov.bd সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সংযোজন প্রদান করা হয়েছে।

৩। কমিশনে স্থাপিত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে Bandwidth ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন করে ইউজার রোল অনুসারে Bandwidth এর সম ব্যবহারে বন্টন নিরবিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪। ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার স্থাপন করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক টিকে আরও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

৫। কমিশনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপনন মনিটরিং সেলে স্থাপিত আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণের জন্য THOMSON REUTERS সফটওয়্যারটির পুরাতন ভার্সন থেকে নতুন ভার্সনে upgrade করা হয়েছে।

৬। অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ৩ দিন ব্যাপী Unicode এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭। অফিসের সকল কর্মকর্তাকে আই.টি এনাবেল সার্ভিস, ডাটা এনালাইসিস ও ডাটা মাইগ্রেশন এর কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

২.১.৪ কমিশনের গ্রন্থাগারঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের একটি সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কমিশন সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন গ্রন্থগারিকের উপর ন্যস্ত রয়েছে। গ্রন্থাগারে সংগ্রহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপঃ

১। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন গ্রন্থাগারে প্রধান প্রধান সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি।

২। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন গ্রন্থাগারে কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের উপর প্রণীত প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা হয়।

৩। কমিশনের গ্রন্থাগারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আমদানি ব্যয়, বার্ষিক রপ্তানি আয়, ত্রৈমাসিক ব্যাংক বুলেটিন, Economic Trends(Monthly), Balance of Payments, Schedule Bank Statistics ইত্যাদি প্রকাশনা ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়।

৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তর এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হয়।

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি এস.আর.ও, ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক এর গেজেট নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

৬। WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যি তথ্য ভিত্তিক প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

৭। FBCCI, DCCI, MCCI, ইত্যাদি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

৮। বিভিন্ন সাময়িকী/জার্নাল যেমন -Development Dialogue, The Economist, SAARC News (Monthly), ADB Newsletters (Quarterly), Commercial News (Monthly), BCI News Bulletin (Monthly), PPS-B-News(Quarterly), CUTS (Quarterly) নিয়মিতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

কমিশনের কার্যাবলী

৩.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(১) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ সনের ৭ ধারা মোতাবেক কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকেঃ

(ক) দেশিয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা ;

(খ) শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতার উৎসাহ ;

(গ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;

(ঘ) দেশি পণ্য রপ্তানীর উন্নয়ন ;

(ঙ) দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশিয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন ;

(চ) ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানী ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থার প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ ;

(ছ) দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয় ;

(২) উপরের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কার্য সম্পাদনে কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করে থাকে, যথা ঃ-

(ক) বাজার অর্থনীতি ;

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ ;

(গ) দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি ;

(ঘ) জনমত ।

(৩) ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয়, বক্তব্য ও সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করে থাকে।

(৪) কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিবে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করবে।

৩.১.১ দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায় যৌক্তিক শুল্ক কাঠামো বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে। সাধারণতঃ প্রাথমিক কাঁচামালের জন্য নিম্নতম শুল্কহার, মাধ্যমিক পণ্য সামগ্রীর জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ অথচ অভিন্ন শুল্কহার এবং সকল সম্পূর্ণায়িত পণ্যের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পণ্যে আরোপিত শুল্কহারের চেয়ে বেশী শুল্কহার আরোপের সূত্রাবলী কমিশন অনুসরণ করে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে দেশিয় শিল্পের বিকাশ ও যথাযথ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সাদৃশ্যমূলক স্বতন্ত্র শুল্কহার প্রয়োগ ও শুল্কমুক্তকরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। সুপারিশ প্রণয়নকালে দেশিয় শিল্পের স্বার্থ, সরকারের গৃহীত নীতিমালা, আন্তর্জাতিক বাস্তবতা, ভোক্তার স্বার্থ, পণ্যসমূহের চাহিদা ও সরবরাহ, দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহে বিদ্যমান শুল্ক/কর কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনায় আনা হয়। অধিকন্তু, দেশিয় শিল্পকে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের উৎপাদন ব্যয়, উৎপাদনশীলতা ও প্রাসংগিক তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে সহায়তার মাত্রা নির্ণয় করা হয়।

৩.১.২ শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদান

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্য উদারীকরণের যৌক্তিকতা বিবেচনায় রেখে শিল্প-সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদানের জন্য নিম্নরূপ নীতি প্রণয়ন ও সুপারিশ করে থাকে ঃ

(i) নীতিগতভাবে ধর্ম, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তাজনিত কারণ ব্যতীত সাধারণভাবে আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং স্থানীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে কতিপয় স্পর্শকাতর আমদানি পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখা ;

(ii) রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য রপ্তানিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল প্রাথমিক কাঁচামাল ও মাধ্যমিক উপকরণের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক হ্রাস/ মওকুফ করা ; এবং

(iii) দেশে অনুৎপাদিত সকল প্রকার মূলধনী যন্ত্রপাতি, বিশেষত রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক রহিতকরণের সুপারিশ করা।

৩.১.৩ শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

ধর্মীয়, স্বাস্থ্যগত, পরিবেশগত বা নিরাপত্তাজনিত কারণে অনুসরণীয় আমদানি নিষেধাজ্ঞা ছাড়া অন্যান্য সকল পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে শুল্কায়নের মাধ্যমে আমদানি নিষেধাজ্ঞা বিলোপের নীতি কমিশন সমর্থন করে। কমিশন সাধারণভাবে দেশিয় উৎপাদনের অনুকূলে ৩০%-৫০% কার্যকর সহায়তা দেয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে। তবে, কার্যকর সহায়তা প্রদানের হার ৫০% এর বেশি হলে তা সংশ্লিষ্ট শিল্পের উৎপাদনকে অনিপুণ ও প্রযুক্তিকে উন্নয়নবিমুখ করতে পারে যা ভোক্তা ও ব্যবহারকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি বলে কমিশন মনে করে। এভাবে কার্যকর সহায়তা প্রদানের হার নির্ণয়ের মাধ্যমে কমিশন শিল্প-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে।

৩.১.৪ দেশিয় পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন

তত্ত্বগত দিক দিয়ে একটি রপ্তানি পণ্যের উপর কর আরোপ করা কেবলমাত্র তখনই যুক্তিসংগত হয় যখন আন্তর্জাতিক বাজার ঐ পণ্যের যোগানের উপর সংশ্লিষ্ট দেশের সম্পূর্ণ একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকে। অন্যথায় কর আরোপ করা হলে রপ্তানি আয় হ্রাস

পাওয়ার আশংকা থাকে। বাংলাদেশের এমন কোনো রপ্তানি পণ্য নেই যার আন্তর্জাতিক বাজারের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের কোনো রপ্তানি পণ্যের উপর করারোপ করা যুক্তিসংগত নয় বলে কমিশন মনে করে। অন্যদিকে, রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপাদানের ক্ষেত্রে সকল প্রকার কর হ্রাস বা ক্ষেত্র বিশেষে মওকুফ করা উচিত বলে ট্যারিফ কমিশন মনে করে। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস করা, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে এ পণ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ফলশ্রুতিতে রপ্তানি আয়ও বাড়ে। উল্লেখ্য যে, এ নীতি অনুসরণ করা হলে হয়তো স্বল্প মেয়াদে সরকারের রাজস্ব আয় কমে যেতে পারে, কিন্তু মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। কারণ রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে এবং এর ফলে আয়কর ও অন্যান্য কর বাবদ রাজস্ব বাড়বে। বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল বিধায় আশা করা যায় যে, আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করা হলে সাধারণভাবে সকল শিল্প খাতে বিশেষতঃ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এ নীতি অনুসরণ করে আমদানিকৃত সকল মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ন্যুনতম শুল্কহার ধার্য করার জন্য ট্যারিফ কমিশন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৩.১.৫ দ্বি-পাক্ষিক আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে দেশিয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন

(ক) দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি

কোনো দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সুবিধা চাওয়া যাবে সে ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে কমিশন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

(খ) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি

বর্তমানে বাংলাদেশ SAPTA, SAFTA, APTA, BIMSTEC, D-8, TPS-OIC-এর সদস্য। এসব চুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নয়ন, বিনিয়োগবান্ধব সম্পর্ক গড়ে তোলা, রপ্তানি বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও মানবসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কমিশন যথোপযুক্ত কৌশলপত্র প্রণয়ন করে।

(গ) বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে উক্ত সংস্থার বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অব্যাহত অংশগ্রহণ এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় এ দেশসমূহের একটি অভিন্ন অবস্থান গ্রহণের বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অবদান রাখছে।

৩.১.৬ ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ

(ক) এন্টি-ডাম্পিং

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর এ সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী কোন দেশে উৎপাদিত পণ্য দেশের স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে সেই পণ্য বাংলাদেশে ডাম্পিং করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18B এর Sub-Section (6) (সংযুক্তি পরিশিষ্ট-১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ৩০-১১-১৯৯৫ ইং তারিখে বহিঃশুল্ক (ডাম্পকৃত পণ্য সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আদায় এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ নামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে। একই তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে ।

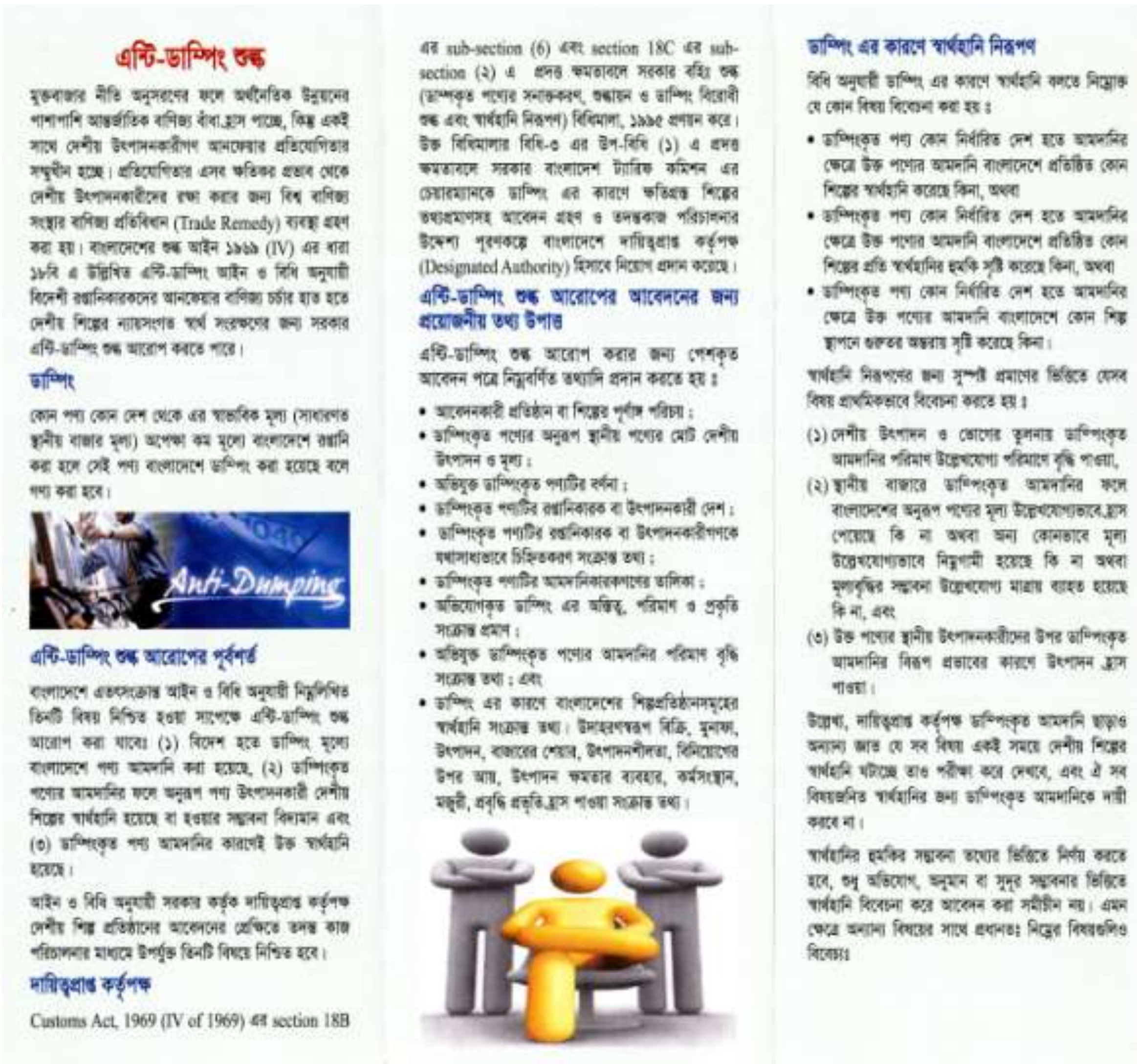

এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক

মুক্তবাজার নীতি অনুসরণের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাঁধা হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু একই সাথে দেশীয় উৎপাদনকারীগণ অনভেয়ার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিযোগিতার এসব ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশীয় উৎপাদনকারীদের রক্ষা করার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য প্রতিবিধান (Trade Remedy) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের শুল্ক আইন ১৯৬৯ (IV) এর ধারা ১৮বি এ উল্লিখিত এন্টি-ডাম্পিং আইন ও বিধি অনুযায়ী বিদেশী রপ্তানিকারকদের আনফেয়ার বাণিজ্য চর্চার হাত হতে দেশীয় শিল্পের ন্যায়সংগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকার এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করতে পারে।

ডাম্পিং

কোন পণ্য কোন দেশ থেকে এর স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে সেই পণ্য বাংলাদেশে ডাম্পিং করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের পূর্বশর্ত

বাংলাদেশে এতদসংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুযায়ী নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যাবেঃ (১) বিদেশ হতে ডাম্পিং মূল্যে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি করা হয়েছে, (২) ডাম্পিংকৃত পণ্যের আমদানির ফলে অনুরূপ পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং (৩) ডাম্পিংকৃত পণ্য আমদানির কারণেই উক্ত স্বার্থহানি হয়েছে।

আইন ও বিধি অনুযায়ী সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে তদন্ত কাজ পরিচালনার মাধ্যমে উপর্যুক্ত তিনটি বিষয়ে নিশ্চিত হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ

Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 18B এর sub-section (6) এবং section 18C এর sub-section (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বহিঃ শুল্ক (ডাম্পকৃত পণ্যের সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ প্রণয়ন করে। উক্ত বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর চেয়ারম্যানকে ডাম্পিং এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের তথ্যপ্রমাণসহ আবেদন গ্রহণ ও তদন্তকাজ পরিচালনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (Designated Authority) হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেছে।

এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত

এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করার জন্য পেশকৃত আবেদন পত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রদান করতে হয়ঃ

- আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়;
- ডাম্পিংকৃত পণ্যের অনুরূপ স্থানীয় পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদন ও মূল্য;
- অভিযুক্ত ডাম্পিংকৃত পণ্যটির বর্ণনা;
- ডাম্পিংকৃত পণ্যটির রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী দেশ;
- ডাম্পিংকৃত পণ্যটির রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীগণকে যথাসাধ্যভাবে চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত তথ্য;
- ডাম্পিংকৃত পণ্যটির আমদানিকারকগণের তালিকা;
- অভিযোগকৃত ডাম্পিং এর অস্তিত্ব, পরিমাণ ও প্রকৃতি সংক্রান্ত প্রমাণ;
- অভিযুক্ত ডাম্পিংকৃত পণ্যের আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য; এবং
- ডাম্পিং এর কারণে বাংলাদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য। উদাহরণস্বরূপ বিক্রি, মুনাফা, উৎপাদন, বাজারের শেয়ার, উৎপাদনশীলতা, বিনিয়োগের উপর আয়, উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, কর্মসংস্থান, মজুরী, প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি হ্রাস পাওয়া সংক্রান্ত তথ্য।

ডাম্পিং এর কারণে স্বার্থহানি নিরূপণ

বিধি অনুযায়ী ডাম্পিং এর কারণে স্বার্থহানি বলতে নিম্নোক্ত যে কোন বিষয় বিবেচনা করা হয়ঃ

- ডাম্পিংকৃত পণ্য কোন নির্ধারিত দেশ হতে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পের স্বার্থহানি করেছে কিনা, অথবা
- ডাম্পিংকৃত পণ্য কোন নির্ধারিত দেশ হতে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পের প্রতি স্বার্থহানির হুমকি সৃষ্টি করেছে কিনা, অথবা
- ডাম্পিংকৃত পণ্য কোন নির্ধারিত দেশ হতে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানি বাংলাদেশে কোন শিল্প স্থাপনে গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি করেছে কিনা।

স্বার্থহানি নিরূপণের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে যেসব বিষয় প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করতে হয়ঃ

(১) দেশীয় উৎপাদন ও ভোগের তুলনায় ডাম্পিংকৃত আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া,

(২) স্থানীয় বাজারে ডাম্পিংকৃত আমদানির ফলে বাংলাদেশের অনুরূপ পণ্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে কি না অথবা অন্য কোনভাবে মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নগামী হয়েছে কি না অথবা মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যাহত হয়েছে কি না, এবং

(৩) উক্ত পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনকারীদের উপর ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরূপ প্রভাবের কারণে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া।

উপরন্তু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ডাম্পিংকৃত আমদানি ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞাত যে সব বিষয় একই সময়ে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটাচ্ছে তাও পরীক্ষা করে দেখবে, এবং ঐ সব বিষয়জনিত স্বার্থহানির জন্য ডাম্পিংকৃত আমদানিকে দায়ী করবে না।

স্বার্থহানির হুমকির সম্ভাবনা তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে, শুধু অভিযোগ, অনুমান বা সুদূর সম্ভাবনার ভিত্তিতে স্বার্থহানি বিবেচনা করে আবেদন করা সমীচীন নয়। এমন ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রধানতঃ নিম্নের বিষয়গুলিও বিবেচ্যঃ

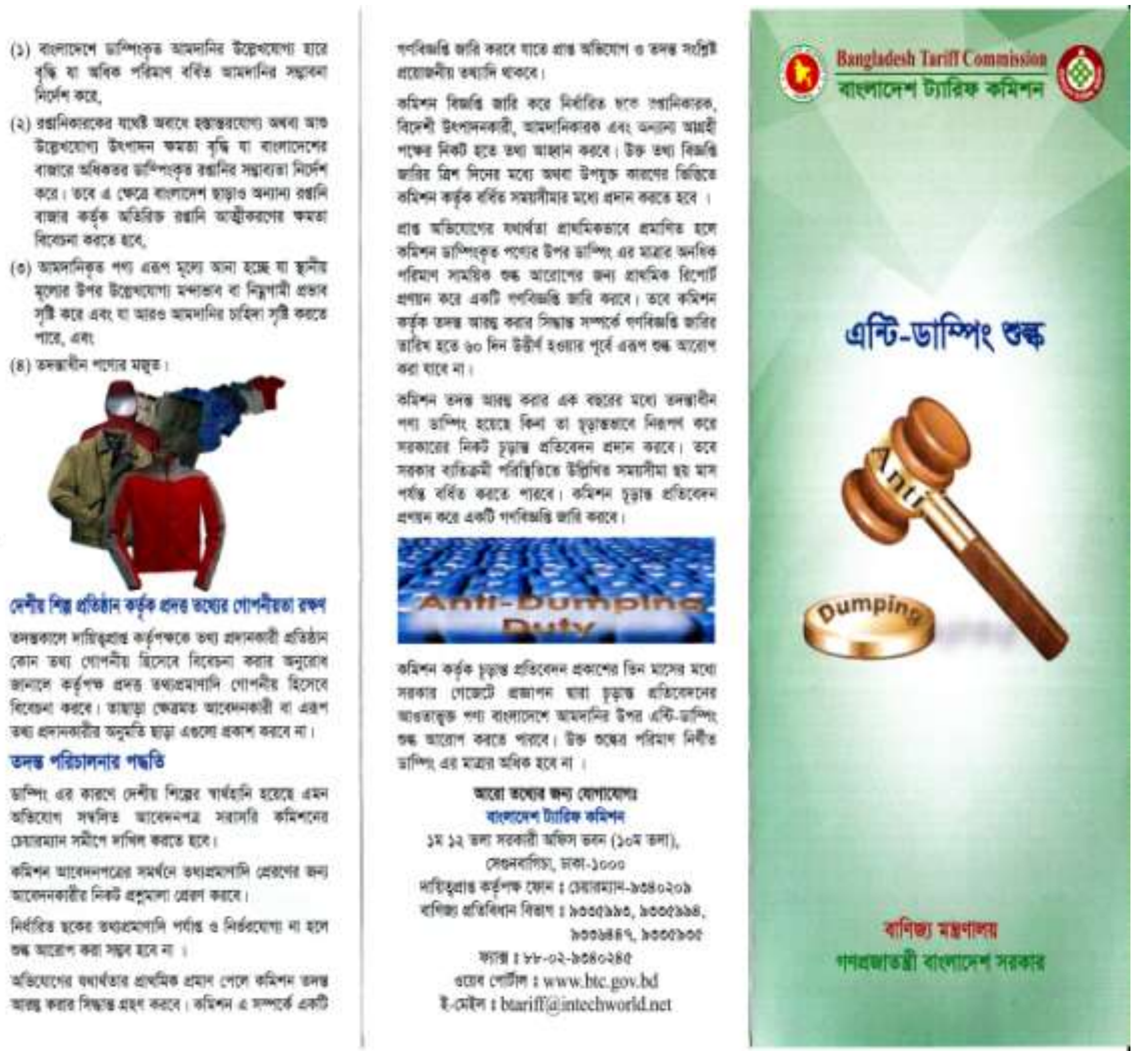

এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ক ব্রোশিওর

(খ) কাউন্টারভেইলিং

কোনো পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি পর্যায়ের যে কোনো এক বা একাধিক ক্ষেত্রে কোনো দেশের সরকার বা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে আর্থিক সহায়তা যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়ে থাকে, তা-ই ভর্তূকি হিসেবে গণ্য। অনেক দেশই তাদের নিজস্ব শিল্পের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকি প্রদান করে থাকে যা বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশ করলে বাংলাদেশের স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ ধরণের অসাধু প্রতিযোগিতা হতে স্থানীয় শিল্পকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Agreement on Subsidies and Countervailing duties-এর আলোকে বাংলাদেশ সরকার Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18A- এর Sub-section (7) (সংযুক্তি পরিশিষ্ট-১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বহিঃশুল্ক (ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য সনাক্তকরণ ও শুল্কায়ন এবং কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আদায়করণ এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৬ প্রণয়ন করে। এ

বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ১২ই এপ্রিল ১৯৯৭ইং তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে (সংযুক্তি পরিশিষ্ট -১)।

কাউন্টারভেইলিং শুল্ক

বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন দেশে আমদানি শুল্কহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও আমদানি শুল্কহার হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে আমদানি শুল্ক আরোপের মাধ্যমে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের সুযোগ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। বাণিজ্য উদারিকরণের ফলে রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক ভর্তুকী প্রদত্ত পণ্য আমদানির কারণে দেশীয় শিল্প অনফেয়ার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। তাই দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য বাণিজ্য প্রতিবিধান সম্পর্কিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তির আলোকে সরকার কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ (IV) এ কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের বিধান সংযোজন করেছে এবং এর আওতায় বিধিমালা জারি করেছে।

ভর্তুকি

কোন পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি পর্যায়ের যে কোন এক বা একাধিক ক্ষেত্রে কোন দেশের সরকার বা অন্য কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা প্রদান করে তাকে ভর্তুকি বলা হয়।

কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের পূর্বশর্ত

বাংলাদেশে এতদসংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুযায়ী নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা যাবে: (১) বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যে রপ্তানিকারক দেশ ভর্তুকি প্রদান করছে, (২) ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ফলে অনুরূপ পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং (৩) ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির কারণেই উক্ত স্বার্থহানি হয়েছে।

আইন ও বিধি অনুযায়ী সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে তদন্ত কাজ পরিচালনার মাধ্যমে উপর্যুক্ত তিনটি বিষয়ে নিশ্চিত হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ

Customs Act, 1969 (IV) এর Section 18A এর Sub-Section (7) এবং Section 18C এর Sub-Section (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বহিঃ শুল্ক (ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৬ প্রণয়ন করে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর চেয়ারম্যানকে ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের তথ্য-প্রমাণসহ আবেদন গ্রহণ ও তদন্তকাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (Designated Authority) হিসেবে নিয়োগ করেছে।

কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত

কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করার জন্য পেশকৃত আবেদন পত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রদান করতে হয়:

- আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়;
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যের অনুরূপ স্থানীয় পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদন ও মূল্য;
- অভিযুক্ত ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যাদির বর্ণনা;
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটির রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী দেশ;
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটির রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীগণকে যথাসাধ্যভাবে চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত তথ্য;
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটির আমদানিকারকগণের তালিকা;
- অভিযোগকৃত ভর্তুকির অস্তিত্ব, পরিমাণ ও প্রকৃতি সংক্রান্ত প্রমাণ;
- অভিযুক্ত ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যের আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য; এবং
- ভর্তুকি এর কারণে বাংলাদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য। উদাহরণস্বরূপ বিক্রি, মুনাফা, উৎপাদন, বাজারের শেয়ার, উৎপাদনশীলতা, বিনিয়োগের উপর আয়, উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, কর্মসংস্থান, মজুরী, প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি হ্রাস পাওয়া সংক্রান্ত তথ্য।

'ভর্তুকি'র কারণে স্বার্থহানি নিরূপণ

নিম্নোক্ত যে কোন ধরনের স্বার্থহানিকে 'ভর্তুকি'র কারণে স্বার্থহানি বলা হয়ে থাকে

- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ফলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোন শিল্পের স্বার্থহানি হয়েছে কী না, অথবা
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ফলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোন শিল্পের প্রতি স্বার্থহানির হুমকি সৃষ্টি হয়েছে কী না, অথবা
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ফলে বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত কোন শিল্প স্থাপনে গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে কী না।

স্বার্থহানি নিরূপণের জন্য প্রমাণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী বিবেচনা করতে হয়:

(১) দেশীয় উৎপাদন ও ভোগের তুলনায় ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া,

(২) স্থানীয় বাজারে ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ফলে বাংলাদেশের অনুরূপ পণ্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে কী না অথবা অন্য কোনভাবে মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নগামী হয়েছে কী না অথবা মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যাহত হয়েছে কী না, এবং

(৩) উক্ত পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনকারীদের উপর ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির পরবর্তী প্রভাব।

উল্লেখ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানি ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞাত যে সব বিষয় একই সময়ে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটাচ্ছে / ঘটাচ্ছে কী না তা পরীক্ষা করে দেখবেন, এবং ঐ সব বিষয়জনিত স্বার্থহানির জন্য ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানিকে দায়ী করবেন না।

কাউন্টারভেইলিং বিষয়ক ব্রোশিওর

(গ) সেইফগার্ড

কোনো পণ্য আমদানির পরিমাণ যদি অপ্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি পায় তবে তা দেশিয় অনুরূপ পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানির কারণ অথবা স্বার্থহানির হুমকির কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদনকারীদের ক্ষতির/লোকসানের হাত থেকে রক্ষা করতে সাময়িক সংরক্ষণ ব্যবস্থা হিসেবে সরকার সেইফগার্ড মেজারস গ্রহণ বা

সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করে থাকে। Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18E- এর Sub-section (5) (সংযুক্তি পরিশিষ্ট-১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ৭ই জুন ২০১০ইং তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে ।

সেইফগার্ড বিষয়ক ব্রোশিওর

সেইফগার্ড বিষয়ক ব্রোশিওর

উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনে এবং এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Advisory body) হিসেবে কাজ করে। কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড কার্যক্রম বিষয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিশন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নে বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক নীতি এবং জনমত বিবেচনা করে থাকে।

- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের প্রশাসন শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলী

(১) সভা

(২) প্রশিক্ষণ (দেশে ও বিদেশে)

বিভাগওয়ারী কর্মবন্টন

কমিশনের কাজে কাংক্ষিত গতিশীলতা আনয়ন ও প্রাত্যহিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশনকে নিম্নোক্ত তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ (১) বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ, (২) বাণিজ্য নীতি বিভাগ এবং (৩) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগে একজন করে সদস্য বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কাজ করেন। এ তিন বিভাগের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করা হয়।

৪.১ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ (Trade Remedy Division)

১) এন্টি-ডাম্পিং (Antidumping);

২) কাউন্টারভেইলিং (Countervailing);

৩) সেইফগার্ড মেজার্স (Safeguard Measures);

৪) স্যানিটারী এন্ড ফাইটোস্যানিটারী মেজার্স (SPS) এবং

৫) টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস্ টু ট্রেড (TBT) সম্পর্কিত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.২ বাণিজ্য নীতি বিভাগ (Trade Policy Division)

১) শিল্প সহায়তা বিশ্লেষণ (Industrial Assistance Analysis) ;

২) শিল্প খাতের উপর সমীক্ষা পরিচালনা (Sectoral Study and Survey) ও প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং

৩) বাণিজ্য নীতি মডেলিং ও উপাত্ত ব্যবস্থাপনা (Trade Policy Modeling & Data Management) বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.৩ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ (International Cooperation Division)

১) দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত (SAPTA, SAFTA, BIMSTEC, APTA, D-8, TPS-OIC, GSTP) বিষয়াদি;

৩) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত বিষয়াদিঃ GATT & Other issues; TRIPS, TRIMs, Dispute Settlement, Regional Integration, Trade Policy Review Mechanism (TPRM),

GATS ইত্যাদি ও

৪) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের নিমিত্ত Feasibility study

৫) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদিঃ UNCTAD, UNDP, ITC, G-77 ইত্যাদি ।

বিভাগওয়ারী সম্পাদিত কার্যাবলী এবং বিভিন্ন বিভাগের ২০১৪ - ২০১৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

৫.১ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার কাজে নিয়োজিত । যদি কোন বিদেশী পণ্য এর স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়, তবে তা ডাম্পিং । ইহা স্থানীয় শিল্পের জন্য ক্ষতিকারক এবং অসাধু বাণিজ্য হিসেবে পরিগণিত । এরূপ ক্ষেত্রে দেশিয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করা যেতে পারে । একইভাবে কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে তা স্থানীয় প্রতিযোগী পণ্যকে দেশিয় বাজারে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে এর কার্যক্রম সংকোচন বা বন্ধ করতে বাধ্য করে । ফেয়ার বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে । এছাড়া, কোন পণ্যের আমদানি যদি এমন পরিমাণ হয়, যে তা স্থানীয় শিল্পসমূহের ক্ষতির কারণ হতে পারে, তখন সেইফগার্ড কার্যক্রম নেয়া হয় । বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাযথ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপ ও সেইফগার্ড মেজার্জ গ্রহণের সুপারিশ করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত অভিযোগকারী স্থানীয় শিল্পের আবেদন গ্রহণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত । এ ধরণের আবেদনের শুনানির জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে । অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে অসাধু বাণিজ্য চর্চার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তদন্ত করা, বস্তুত স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি-না তা প্রতিষ্ঠা করা ।

এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারির কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে । যদি কোন বাংলাদেশী রপ্তানিকারক উল্লিখিত চুক্তিসমূহে বর্ণিত যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ সংশ্লিষ্ট শিল্পকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে ।

৫.২ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণঃ

৫.২.১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সম্পাদিত বাণিজ্য প্রতিবিধান বিষয়ক চুক্তি যথা- এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে সচেতনতা কর্মসূচিঃ

রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিঃ

৫.২.২ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ঐতিহাসিক পটভূমি, সার্বিক কার্যক্রম, বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড বিষয়ক কার্যাবলির উপর রাজশাহীতে উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক, মহিলা উদ্যোক্তা ও বণিক সমিতিসমূহের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিতে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে ৬০ (ষাট) জন স্টেকহোল্ডার অংশগ্রহণ করেন। দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং বিশ্ব বাণিজ্যের অসাধু প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশিয় শিল্পসমূহের প্রতিবিধান লাভের উপায়, আবেদন ও তদন্ত পদ্ধতি সম্পর্কে সেমিনারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে সেমিনারটি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একইভাবে সার্বিক কার্যক্রম যেমন এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সাথে যৌথ উদ্যোগে রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির

সেমিনার কক্ষে গত ২১-০৯-২০১৩ তারিখে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী চেম্বারের সভাপতি জনাব আবু বাক্কার আলী।

দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও শিল্প বিকাশে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং কার্যাবলী ➤ ৭-পাতায়, ৮-কলাম

<u>**বিভিন্ন পত্রিকায় সচেতনতা কর্মসূচির প্রচারিত খবর**</u>

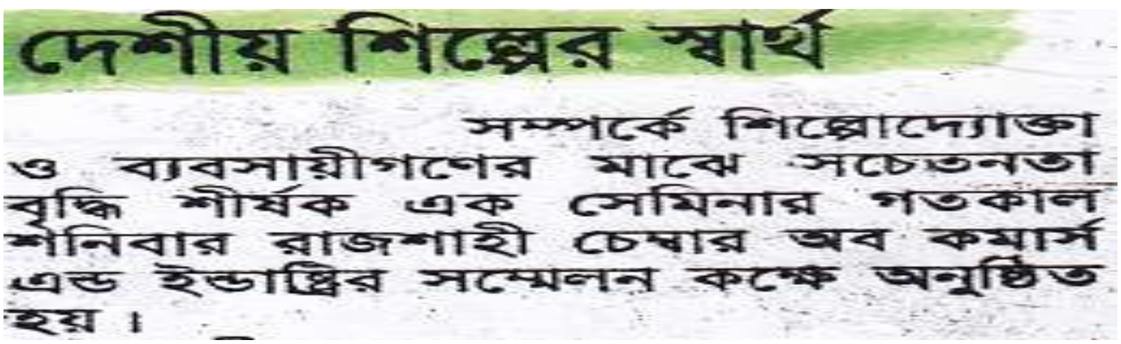

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ

সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক এক সেমিনার গতকাল শনিবার রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী চেম্বার এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ঢাকা যৌথভাবে এই সেমিনারের আয়োজন করে। রাজশাহী চেম্বারের সভাপতি আবু বাক্কার আলীর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ট্যারিফ কমিশনের সদস্য যুগ্ম সচিব শেখ আব্দুল মান্নান। প্রধান অতিথি ট্যারিফ কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য, কমিশনের কার্যাবলী ও দেশীয় শিল্প স্বার্থ সংরক্ষণে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। সেমিনারে এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ট্যারিফ কমিশনের সহকারী প্রধান বেল্লাল হোসেন, কাউন্টারভেইলিং মেজার্স বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রধান ইউসুফ আলী মজুমদার, সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চেম্বারের পরিচালক হারুনুর রশীদ, এম শরীফ, শামসুর রহমান ও এসএম আইয়ুব, সাবেক পরিচালক ও এফবিসিসিআই'র সদস্য সাদরুল আলম, বেনেতী ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সেকেন্দার আলী এবং উইমেন চেম্বারের সভাপতি দিলারা আমজাদ।

বিভিন্ন পত্রিকায় সচেতনতা কর্মসূচির প্রচারিত খবর

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য জনাব শেখ আবদুল মান্নান, আলোচক ছিলেন সহকারী প্রধান জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা, সহকারী প্রধান জনাব ইউসুফ আলী মজুমদার এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মহিনুল করিম খন্দকার।

সেমিনারে রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর বর্তমান ও সাবেক অনেক অফিস বেয়ারার, নিয়মিত কর্মকর্তা, স্থানীয় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, এবং গণমাধ্যম কর্মীসহ প্রায় ৬৫ (পয়ষট্টি) জন অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারের প্রারম্ভে রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সভাপতি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে রাজশাহী চেম্বারে এসে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ কমিশনের কার্যক্রমের উপর বক্তব্য উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি

আমদানি হ্রাস করে অর্থনীতিকে সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ট্যারিফ কাঠামো আরো বেশি দেশিয় শিল্পবান্ধব হওয়া প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বলে মত প্রকাশ করেন।

সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে কমিশনের সদস্য শেখ আব্দুল মান্নান বলেন বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কোন পণ্যের অতিরিক্ত আমদানি, রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক ভর্তুকি প্রদত্ত পণ্য আমদানি, রপ্তানিকারক দেশের বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য আমদানি ইত্যাদি কারণে অনেক ক্ষেত্রেই দেশিয় শিল্প অসম/অসাধু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনা। তাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন বিধি-বিধানের আলোকে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার্থে সরকার এ সকল ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের প্রতিরক্ষণকল্পে কাষ্টমস্ এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর আওতায় বিভিন্ন বিধিমালা জারী করেছেন এবং সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে এ সকল বিধিমালার আওতায় শিল্পের ক্ষতি নিরূপণ ও প্রতিবিধানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ করেছেন। দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও স্বার্থ রক্ষার্থে ট্যারিফ কমিশন প্রয়োজনীয় তদন্ত ও সমীক্ষা চালিয়ে প্রতিবিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে থাকে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা হয়, শিল্পের কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ঘটে এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প প্রয়োজনীয় প্রতিকার পেয়ে থাকে। কিন্তু দেশীয় শিল্প সুরক্ষার জন্য সরকারের জারীকৃত ঐ বিধিমালার আলোকে প্রতিবিধান প্রদানে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং সর্বোপরি প্রতিবিধান লাভের নিয়মাবলী সম্পর্কে অনেক শিল্পপতি, আমদানী-রপ্তানীকারক ভালভাবে অবহিত না থাকায় তারা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিবিধান লাভের জন্য কোন আবেদন করেন না। এ সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত শিল্পায়ন, রপ্তানি বৃদ্ধি তথা সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনই আলোচ্য সেমিনার আয়োজনের মূল লক্ষ্য বলে তিনি জানান।

নগরীতে শিল্পোদ্যোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধিতে চেম্বারের সেমিনার

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উদ্যোগে "দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষন ও শিল্প বিকাশে কমিশনের ভূমিকা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার চেম্বার ভবনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। চেম্বার সভাপতি আবু বাক্কার আলির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য ও যুগ্ম সচিব শেখ আব্দুল মান্নান। বক্তব্য রাখেন বালাংদেশ ট্যারিফ কমিশনের সহকারি প্রধান বেল্লাল হোসেন, সহকারি প্রধান ইউসুফ আলি মজুমদার, গবেষনা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার। উপস্থিত ছিলেন চেম্বার পরিচালক হারুনুর রশিদ, এম শরীফ, শামসুর রহমান শাহিন, এসএম আইয়ুব আলি, এফবিসিসিআই-এর সদস্য সাদরুল ইসলাম, রাজশাহী বেনেতী ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার আলি এবং উইমেন চেম্বার এন্ড কমার্সের সভাপতি ফিরোজা আমজাদ প্রমুখ।

বিভিন্ন পত্রিকায় সচেতনতা কর্মসূচির প্রচারিত খবর

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সামগ্রিক কার্যাবলি সম্পর্কে তিনি আরও জানান যে, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রসারে কমিশন সরকারকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা, উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি, বিদেশী পণ্য আমদানি ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অসাধুপন্থা অবলম্বনকারীদের প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে কমিশন কাজ করে থাকে মর্মে সেমিনারে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। তিনি জানান ট্যারিফ কমিশন দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে এবং শিল্পের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করতেও কাজ করে যাচ্ছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে কমিশনে পৃথক একটি বাজার মনিটরিং সেল কাজ করছে।

সেমিনারে কমিশনের সহকারী প্রধান জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা এন্টিডাম্পিং মেজার্সের উপর, সহকারী প্রধান জনাব ইউছুফ আলী মজুমদার কাউন্টারভেইলিং এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মহিনুল করিম খন্দকার সেইফগার্ড মেজার্সের উপর পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যম বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা ডাম্পিং বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়ার পাশাপাশি এন্টি-ডাম্পিং এর জন্য আবেদন ও তদন্ত প্রদ্ধতি এবং এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স গ্রহণ কার্যক্রমের উপর সবিস্তারে আলোচনা করেন। সহকারী প্রধান ইউছুফ আলী মজুমদার কাউন্টারভেইলিং মেজার্সের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি কাউন্টারভেইলিং মেজার্স গ্রহণের ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করেন এবং উক্ত মেজার্স গ্রহণের জন্য আবেদন ও তদন্ত পদ্ধতি সম্পর্কে সকলকে বিষদ ধারণা প্রদান করেন। গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মহিনুল করিম খন্দকার একইভাবে সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণের ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে ধারণা দেন।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর পর্বে সভাপতি কোন মন্তব্য/প্রশ্ন থাকলে তা উত্থাপনের জন্য সেমিনারে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দকে অনুরোধ জানান।

সাংবাদিক জনাব গোলাম জিলানী জানতে চান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পণ্য আমদানিতে জিএসপি স্থগিত করেছে,বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন থেকে এই স্থগিত আদেশ প্রত্যাহারে কোন ভূমিকা রাখতে পারে কিনা। তিনি আরও জানতে চান দেশীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারী শিল্প সংরক্ষণে সরকারের কোন ভর্তুকি দেয়ার পরিকল্পনা আছে কি না।

ন্যায্য মূল্যের দোকান ব্যবসায়ি জনাব মোঃ সেকেন্দার আলী জানতে চান পণ্যের মূল্য যেমন সয়াবিন তৈলের পাত্রের গায়ে এমআরপি লেখা হয়। এটি কিসের ভিত্তিতে লেখা হয় এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এটি পরীক্ষা করে কি না। পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে পন্য বিক্রয় করা হয়। এটি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় মোড়কের গায়ে লেখা আছে ১(এক) কেজি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পণ্য থাকে ৯০০ গ্রাম এটিও অনৈতিক। তিনি আরও বলেন শুধু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার নয় আরও পণ্যের মনিটর হওয়া উচিত যেমন সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি যার মূল্য অনেক গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

এফবিসিসিআই এর জেনারেল বডির সদস্য জনাব মোঃ সাজবুল ইসলাম তাঁর এক মন্তব্যে বলেন, যে সকল পণ্য আমদানিতে শুল্ক বেশি সে সকল পণ্যই ডাম্পিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রাজশাহী চেম্বার ও ট্যারিফ কমিশনের সেমিনার অনুষ্ঠিত

গতকাল শনিবার রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সম্মেলন কক্ষে রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ঢাকা-এর যৌথ উদ্যোগে "দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও শিল্প বিকাশে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য, যুগ্ম সচিব শেখ আবদুল মান্নান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী চেম্বারের সভাপতি আবু বাক্কার আলী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী চেম্বারের পরিচালকবৃন্দ হারুনুর রশীদ, এম শরীফ, শামসুর রহমান শাহিন ও এসএম আইয়ুব, সাবেক পরিচালক ও এফবিসিসিআই-এর জেনারেল বডির সদস্য সাদরুল ইসলাম,

বিভিন্ন পত্রিকায় সচেতনতা কর্মসূচির প্রচারিত খবর

রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালক জনাব এস.এম. আইয়ুব আলী জানান তিনি একটি মুদ্রন শিল্প স্থাপন করেছেন। এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাচাঁমালের ডিউটি প্রায় ২৫% অথচ সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি শুল্ক মাত্র ২%। এ অসঙ্গতি দূর করা প্রয়োজন।

সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ট্যারিফ কমিশনের উদ্যোগটি দ্বারা তারা উপকৃত হয়েছেন। তাদের পক্ষে এখন কমিশনের অন্যান্য কার্যাবলীর সঙ্গে এন্টি ডাম্পিং/কাউন্টারভেইলিং/সেইফগার্ড মেজার্স লাভের নিমিত্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং প্রতিবিধানের জন্য আবেদন প্রস্তুত করা সহজ হবে। দেশের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতির স্বার্থে এ জাতীয় সেমিনার আয়োজন অব্যাহত রাখা আবশ্যক বলে সভায় বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রাপ্ত সকল প্রশ্ন ও মতামতের উপর আলোচনা ও পরামর্শ দেন কমিশনের সদস্য জনাব শেখ আবদুল মান্নান এবং সহকারী প্রধান জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা। কমিশনের এখতিয়াধীন সকল বিষয়ে লিখিত আকারে কমিশনে আবেদন করা হলে কমিশন থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়। চেম্বারের সভাপতি জনাব আবু বাক্কার উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রংপুরে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিঃ

এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর উপর দেশের বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশ হিসাবে রংপুরে উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক, মহিলা উদ্যোক্তা ও বণিক সমিতিসমূহের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিতে ৫০ (পঞ্চাশ) জন স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। গত ১৬ই জুন ২০১৪ খ্রিঃ এ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর যৌথ উদ্যোগে রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর বোর্ডরুমে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমসহ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর সভাপতি জনাব মোস্তফা সোহরাব চৌধুরী টিটু। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী।

সেমিনারে পেপার উপস্থাপন করেন কমিশনের সদস্য (বাণিজ্য প্রতিবিধান), বেগম আফরোজা পারভীন, উপ-প্রধান মিসেস রমা দেওয়ান, সহকারী প্রধান জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা, সহকারী প্রধান জনাব ইউসুফ আলী মজুমদার, সহকারী প্রধান, জনাব মামুনুর রশীদ আসকারী এবং গবেষণা অফিসার জনাব মহিনুল করিম খন্দকার ।

সেমিনারে রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, নিয়মিত কর্মকর্তা, স্থানীয় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যম কর্মীসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুরে সচেতনতা কর্মসূচিতে কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সভাপতি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য প্রতিবিধানের কৌশলসমূহ ও কমিশনের কার্যক্রমের উপর সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে এ ধরণের সেমিনারের আয়োজন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব মোজতোবা হোসেন রিপন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দকে তাদের এই প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে উপস্থিত সকলকে বাণিজ্য প্রতিবিধানের কৌশলসমুহ ও কমিশনের কার্যক্রমের বিষয়ে সচেতন থাকার অনুরোধ করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিওটিও) চালু হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে এ সংস্থা কর্তক প্রণীত বিধি-বিধান মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাছাড়া এ যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া কোন দেশ চলতে পারে না। তিনি আরও বলেন, ২০১৫ সালের পর নিয়ন্ত্রণমুলক শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক না থাকলে তখন দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং কিংবা সেইফগার্ড শুল্ক ছাড়া দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেয়ার আর কোন বিকল্প থাকবে না। এমতাবস্থায় দেশে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে টিকে থাকা বা সক্ষমতা অর্জন করার ক্ষেত্রে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং কিংবা সেইফগার্ড শুল্ক সম্পর্কে ব্যবসায়ি ও শিল্প -উদ্যোক্তাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

রংপুরে সচেতনতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহনকারী সদস্যদের একাংশ

কমিশনের সদস্য (বাণিজ্য প্রতিবিধান) বেগম আফরোজা পারভীন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সামগ্রিক কার্যাবলী বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রসারে কমিশন সরকারকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা, উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি, বিদেশী পণ্য আমদানি ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অসাধু পন্থা অবলম্বনকারীদের প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে কমিশন বিধি বিধানের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তিনি আরও জানান ট্যারিফ কমিশন দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে এবং শিল্পের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করতেও কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে পৃথক একটি মনিটরিং সেল কাজ করছে।

সেমিনারে কমিশনের উপ-প্রধান মিসেস রমা দেওয়ান কাউন্টারভেইলিং মেজার্স বিষয়ে পেপার উপস্থাপন করেন। কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে কাউন্টারভেইলিং সংক্রান্ত শুল্ক আরোপ করা যায় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন । সহকারী প্রধান জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা এন্টি-ডাম্পিং মেজার্সের উপর তার বক্তব্য পেশ করেন। তিনি এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে , জনাব ইউসুফ আলী মজুমদার সেইফগার্ড মেজার্সের উপর তার বক্তব্য পেশ করেন। এ মেজার্সটি অন্য দুইটি মেজার্স হতে ভিন্নতা রয়েছে মর্মে উল্লেখ করে এ বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন, সহকারী প্রধান জনাব মামুনুর রশীদ আসকারী কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী তুলে ধরেন, গবেষণা অফিসার জনাব মহিনুল করিম খন্দকার এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স,

কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদন ও তদন্ত পদ্ধতি সম্পর্কে সেমিনারে উপস্থিত সকলকে বিশদ ধারণা প্রদান করেন ।

রংপুরে সচেতনতা কর্মসূচিতে কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় বক্তব্য প্রদান করছেন

পেপার উপস্থাপন ও বক্তব্য প্রদান শেষে প্রধান অতিথি ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী সেমিনারে উপস্থাপিত বিষয় সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা, মন্তব্য বা কোন প্রশ্ন থাকলে তা উত্থাপনের জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দকে অনুরোধ জানান । এ পর্যায়ে রংপুর ন্যাশনাল ব্যাংকের কর্মকর্তা জনাব মাফুজুল হক উল্লেখ করেন, রংপুরসহ সারাদেশের চিনি শিল্পের মজুত অনেক বেড়ে গেছে । বিদেশ থেকে চিনি আমদানির ফলে দেশীয় চিনি কলসমূহ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় ডাম্পিং শুল্ক আরোপ বা অন্য কোন ভাবে এ শিল্পকে রক্ষা করা যায় কিনা এ মর্মে তিনি প্রশ্ন করেন । উত্তরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, চিনি ডাম্পকৃত মূল্যে আমদানি হলে ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যাবে তবে এ ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে । তিনি আরও উল্লেখ করেন যে কতিপয় চিনি কলের উৎপাদন খরচ খুব বেশী যা প্রতিযোগিতামূলক নয় । তাছাড়া বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হওয়ায় এ সকল শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে এর বিধি- বিধান অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক । জনাব মঈন উদ্দিন, সদস্য, রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি জানতে চান যে, কোন কোন জিনিস আমদানি করা যায় এবং কতটুকু আমদানি করা যায় । জবাবে চেয়ারম্যান মহোদয় জানান যে আমদানি নীতি আদেশে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে । জনাব মামুন ইসলাম, মিডিয়া রিপোর্টার প্রশ্ন করেন যে মুক্ত বাণিজ্য উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছার

পূর্বে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্য সরকারের কি ব্যবস্থা আছে ? জবাবে চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, আমাদের দেশের শিল্প কারখানাকে প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে এ ক্ষেত্রেও এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স প্রোটেকশানের হাতিয়ার হতে পারে। জনাব রাজু পোদ্দার, রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি বলেন যে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ব্যাংক অর্থায়ন করতে চায় কিন্তু প্রোটেকশানের মাত্রা ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগে উৎসাহ পাচ্ছে না । জবাবে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কোন দেশ স্বতন্ত্র নয়। যে দেশের যে সকল পণ্য তৈরিতে তুলনামূলক সুবিধা বিরাজমান সে দেশ সে সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াবে। এতে আতংকিত হওয়ার কিছুই নেই। পণ্যের গুণগত মান আন্তর্জাতিক মানের হলে দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সুযোগ পাবে। জনাব শরিফ উদ্দিন আহমেদ সদস্য রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি তূলার উপর ক্যাশ ইনসেনটিভ কিভাবে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। জবাবে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন ইনসেনটিভের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক জড়িত আছে। বিধি-বিধান পালন সাপেক্ষে যথা নিয়মে ইনসেনটিভের জন্য আবেদন করা যেতে পারে। আরএফএল এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, প্রশ্ন করেন আলু, ভূট্টা, ধান, চাল, পাট সবই বাংলাদেশে উৎপাদন করা হয়, এ গুলো প্রতিরক্ষণের ব্যবস্থা কী ? জবাবে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন বিধি অনুযায়ী এ সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জনাব মইনুল করিম, ট্রেডার, সদস্য রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, বলেন, এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স জটিল প্রকৃতির বিধি- বিধান বিধায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। তিনি রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য সেমিনারের আয়োজনের জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ করেন। জবাবে কমিশনের চেয়ারম্যান বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন। জনাব মন্জুর আহমেদ আজাদ, ডাইরেক্টর, রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি প্রশ্ন করেন যদি শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সকল তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ করা সম্ভব না হয় তখন করণীয় কি? জবাবে চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, বেসিক তথ্য/উপাত্ত শিল্প- প্রতিষ্ঠান কে সরবরাহ করতে হবে এবং সরকার ও প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করবে।

আর কোন প্রশ্ন না থাকায় চেয়ারম্যান মহোদয় পুনরায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রশ্নত্তোর পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রংপুরে সচেতনতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহনকারী সদস্যদের একাংশ

পরিশেষে রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সভাপতি সমাপ্তি বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য (বা:প্র:), সেমিনারে উপস্থিত কমিশনের সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কার্যাবলী বিশেষ করে এন্ট্রি-ডাম্পিং , কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করে রংপুরে ব্যবসায়ী মহলকে সচেতন করাসহ বাণিজ্য সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সম্পর্কে সচেতন না থাকলে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে টিকে থাকা কঠিন। এ জাতীয় সেমিনারের আরও আয়োজনের জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সেইফগার্ড, এন্টিডাম্পিং ও কাউন্টারভেইলিং মেজার্স সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের তেমন কোন ধারণা নেই। তাই এ সেমিনারে এন্টি ডাম্পিং, সেইফগার্ড ও কাউন্টারভেইলিং বিষয়ে ধারণা পাওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারবেন কোন পণ্যটি বাংলাদেশে ডাম্পিং হচ্ছে এবং এর প্রতিকার কি। এছাড়া ব্যবসায়ীরা এন্টি-ডাম্পিং, সেইফগার্ড ও কাউন্টারভেইলিং সুবিধা পেতে হলে তাদের করণীয় বিষয়েও অবগত হয়েছেন। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ট্যারিফ কমিশন এ উদ্যোগটি নেয়ায় তারা উপকৃত হয়েছেন। তাদের পক্ষে এখন এন্টি-ডাম্পিং/কাউন্টারভেইলিং/সেইফগার্ড মেজার্সের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং প্রতিবিধানের জন্য আবেদন প্রস্তুত করা সহজ হবে।

অবশেষে রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

Study on Melamine Industries of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে । সমীক্ষা প্রতিবেদনে মেলামাইন শিল্পের সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক এর প্রবৃদ্ধি ধারা এবং রপ্তানির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে । প্রতিবেদনটিতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে । প্রাথমিক তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । মাধ্যমিক তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সংগ্রহ করা হচেছ । প্রাপ্ত উৎপাদন ব্যয় ব্যবহার করে ERP, NRP এবং DRC হিসাব করা হবে যাতে এর প্রতিরক্ষণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব হয় ।

বাংলাদেশের পাট শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ একটি সমীক্ষা-শীর্ষক সাব-সেক্টর স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

বাংলাদেশে বিশ্বের সেরামানের পাট উৎপন্ন হয় । এ দেশে উৎপাদিত অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাটের স্থান শীর্ষে । বাংলাদেশের পাট শিল্পের সামগ্রিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা পাট শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিহকরণসহ সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশনের স্ব-উদ্যোগে সাব-সেক্টর স্টাডি হাতে নেয়া হয় । পাট শিল্প সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিজেএমএ, বিজেএমসি, বিজেআরআই ইত্যাদি হতে উৎপাদন ও রপ্তানির তথ্য সংগ্রহ করা হয় । এছাড়া এ শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । এ বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদনের খসড়া তৈরীর কাজ চলছে ।

ESCAP Resolution 68/3 on Corss-Border Paperless Trade facilitation বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে National Focal Point ঃ

উল্লিখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের উপ-প্রধান মিসেস রমা দেওয়ানকে মনোনয়ন প্রদান করা হয় ।

ESCAP Resolution 68/3 বাস্তবায়নের জন্য এসকাপ সেক্রেটারিয়েট বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন সমীক্ষা পরিচালনা, এক্সপার্ট রিভিউ মিটিং, সাব-রিজিওনাল মিটিং এবং রিজিওনাল মিটিং প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করে । একই সাথে ট্রেড ফেশিলিটেশন এবং পেপারলেস ট্রেড এর বিষয়ে ২১টি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা করে ।

এক্সপার্ট রিভিউ মিটিং এ সমীক্ষা প্রতিবেদনের findings এবং প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত Regional Arrangement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade for the Asia Pacific Region বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয় । Draft text on Regional arrangement on facilitation of cross –border paperless trade for the Asia pacific region এবং Explanatory note সংশোধন/পরিমার্জনের জন্য ৩টি সাব-রিজিওনাল মিটিং এবং ১টি রিজিওনাল মিটিং অনুষ্ঠিত হয় ।

এ সকল এক্সপার্ট রিভিউ, সাব-রিজিওনাল মিটিং এবং রিজিওনাল মিটিং এর পর গত ২৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে এসকাপ সেক্রেটারিয়েট সর্বশেষ Revised draft text of Agreement (Framework Agreement) on Facilitation of Cross-border Paperless Trade for the Asia Pacific Region এবং এর Explanatory note তৈরি করে। এই Revised draft text টি গত ২০-২২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত Committe on Trade and Investment এর সেশনে উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কমিটির সেশনে এসকাপ সেক্রেটারিয়েটকে কমিশন এর ৭০তম সেশনে উপস্থাপনের পূর্বে draft text টি আরো পরিমার্জনের লক্ষ্যে একটি এড হক ইন্টারগভার্নমেন্টাল মিটিং আয়োজনের জন্য অনুরোধ করা হয়। গত ২২-২৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এড হক ইন্টারগর্ভানমেন্টাল মিটিং এ draft text টি পর্যালোচনার নিমিত্ত ESCAP কর্তৃক প্রণীত Draft Agreement on Facilitation of Cross-Border Paperless Trade for the Asia Pacific Region এবং এর Explanatory note এর উপর মতামত ESCAP এ প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়।

দেশীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকারি শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন

দেশীয় মোটর সাইকেল উৎপাদনকারি এবং সংযোজনকারি শিল্পের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি পরীক্ষান্তে একটি নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয। গঠিত টিম দীর্ঘ দিন যাবত বিষয়টি উপর কাজ করেছে। মোটরসাইকেল শিল্প দেশের পরিবহন খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। যদিও পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় আমাদের দেশে মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী শিল্প অনেক পিছিয়ে আছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর উল্লেখযোগ্য রপ্তানিকারক দেশগুলো হলো চীন, ভারত ও পাকিস্তান।

দেশীয় উৎপাদনকারিগণ দেশের চাহিদা মিটিয়ে মোটর সাইকেল বিদেশে রপ্তানি করতে সক্ষম। দেশীয় এ সকল শিল্প বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত রপ্তানি করতে না পারলেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে কিছূ কিছু দেশে মোটর সাইকেলের নমুনা প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

প্রায় ৫০টি সরবরাহকারীর প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বাজারে মটরসাইকেল সরবরাহ করে আসছে। এর মধ্যে উৎপাদনকারী সংযোজনকারী এবং সম্পূর্ণায়িত অবস্থায় আমদানিকারকও রয়েছে। নিম্নের লেখচিত্রে প্রধান প্রধান সরবরাহকারীদের মার্কেট শেয়ারের অংশ সারণী - ১ দেখান হল।

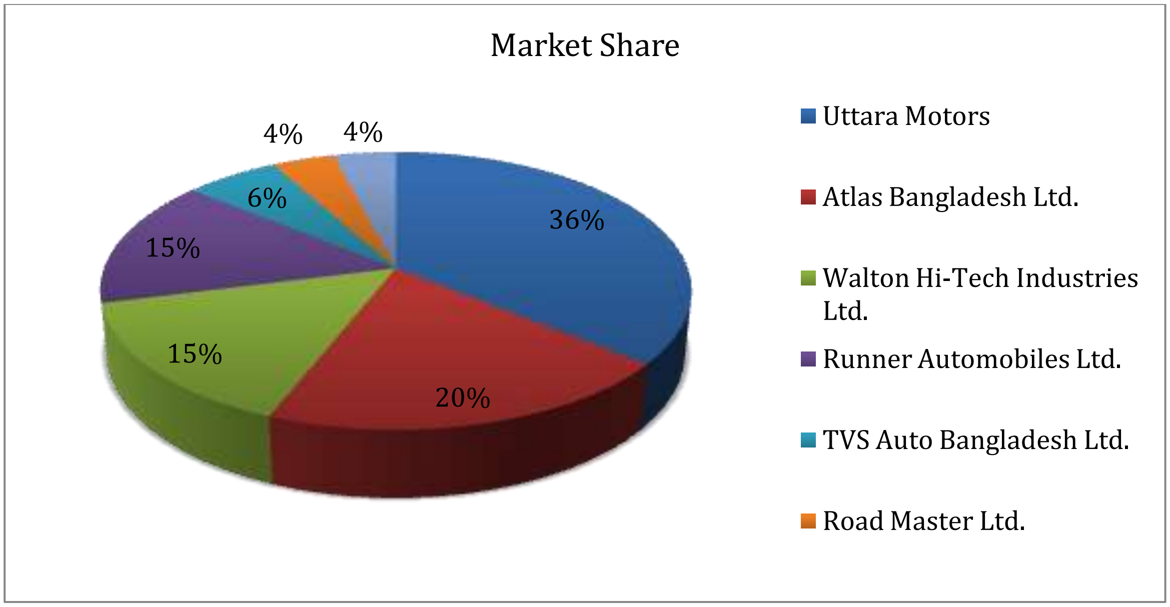

সারণী ঃ ১ বাংলাদেশের বাজারে সরবরাহকারীদের শেয়ার

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সবরাহকারির মার্কেট শেয়ারের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে উত্তরা মোটর লিঃ, যার মার্কেট শেয়ার ৩৬% । এ্যাটলাস বাংলাদেশ লিঃ ২০% মার্কেট শেয়ার নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ওয়ালটন হাইটেক লিঃ এবং রানার অটোমোবাইলস লিঃ এর ১৫% । টিভিএস অটোর মার্কেট শেয়ার ৬% এবং অন্যান্য সকল সরবরাহকারীর মার্কেট শেয়ার হচ্ছে ৪% ।

আলোচ্য সেক্টরটি স্টাডি করার মূল উদ্দেশ্য হলো এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধন যেমন বিরাজমান দেশীয় উৎপাদনকারি শিল্পসমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নিতকরণ, সংযোজনকারি শিল্পসমূহকে উৎপাদনমুখিকরণ এবং পরিবেশক/ডিলারগণকে প্রথমে সংযোজনকারী এবং পরবর্তীতে প্রগ্রেসিভ ম্যানুফ্যাকচারিং-এ আনয়ণ ও একইসঙ্গে আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরিতে নিয়োজিত Vender Develop করণ ।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে সেক্টরটির উপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদনে মোট ১৩টি সুপারিশ করা হয়। এর উপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়। সুপারিশগুলোর আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে।

দেশীয় টুথপেস্ট শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশ প্রাথমিক দৃষ্টিতে আমদানিকৃত টুথপেস্টের আধিক্য পরিলক্ষিত হওয়ায় এবং স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে টুথপেস্ট আমদানি হওয়ায় বা রপ্তানিকৃত দেশে কম মূল্যে টুথপেস্ট বিক্রয় হওয়ায় বিশেষ করে ভারতীয় টুথপেস্ট Colgate brand' এর বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য প্রাথমিক তদন্ত কাজ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন স্ব-উদ্যোগে প্রাথমিক তদন্ত

পরিচালনা করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক মনোনীত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (Designated Authority) হিসেবে কাজ করে। টুথপেস্ট উৎপাদনকারি দেশীয় প্রতিষ্ঠান আমদানির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) বিধি অনুযায়ী প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমদানিকৃত টুথপেস্ট বেশি পরিমাণ আমদানি হলে বা রপ্তানিকারি দেশ পণ্যটি স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা কমমূল্যে রপ্তানি করলে বা রপ্তানিকারি দেশ পণ্যটি উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান করে রপ্তানি করলে এতে দেশীয় উৎপাদনকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি ঘটলে যথাযথ প্রমাণ সাপেক্ষে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড বিধির আওতায় দেশীয় যে কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিরক্ষণ সুবিধা পেতে পারে। এক্ষেত্রে টুথপেস্ট উৎপাদনকারিগণ যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রতিকার বা সংরক্ষণ সুবিধা পেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে আমদানির কারণে দেশীয় প্রতিষ্ঠান বা দেশীয় উৎপাদনকারি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মর্মে উৎপাদনকারিকে বা উৎপাদনকারিগণকে সম্মিলিতভাবে অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে।

ট্যারিফ কমিশনের নিজস্ব উদ্যোগে বাংলাদেশে ভারত হতে রপ্তানিকৃত Colgate Toothpaste এর উপর এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার পরিপেক্ষিতে টুথপেস্ট উৎপাদনকারি স্থানীয় শিল্পকে অসাধু বাণিজ্যের হাত থেকে রক্ষার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনের মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা অনুসারে বিষয়টি পুন:পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং বিষয়টির কাজ অব্যাহত আছে।

আমদানি নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫ এ স্যানিটারি এন্ড ফাইটোস্যানিটারি (এসপিএস) এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার্স টু ট্রেড (টিবিটি) সংক্রান্ত যে সকল মেজার্স আরোপ করা হয়েছে তা চিহ্নিতকরণ ঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের কর্ম পরিকল্পণায় আমদানি নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫ এ স্যানিটারি এন্ড ফাইটোস্যানিটারি (এসপিএস) এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার্স টু ট্রেড (টিবিটি) সংক্রান্ত যে সকল মেজার্স আরোপ করা হয়েছে তা চিহ্নিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে আমদানি নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫ অনুসারে মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে স্যানিটারি এন্ড ফাইটোস্যানিটারি (এসপিএস) এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার্স টু ট্রেড (টিবিটি) সংক্রান্ত যে সকল মেজার্স আরোপ করা হয়েছে তা চিহ্নিত করে একটি Matrix প্রস্তুত করা হয়। এতে দেখা যায় যে, আমদানি নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫ এ মোট ৩৯টি স্যানিটারি এন্ড ফাইটোস্যানিটারি (এসপিএস) এবং ১৪৪টি টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার্স টু ট্রেড (টিবিটি) সংক্রান্ত মেজার্স আরোপ করা হয়েছে।

Study on milk (liquid) and milk powder in Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে দুধের ক্রমাগত উৎপাদন বাড়তে থাকলেও বিশাল চাহিদা পূরণের জন্য গুঁড়ো দুধ এর উপর নির্ভর করতে হয় এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপ;

- উৎপাদন আরও বাড়িয়ে ধীরে ধীরে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা;
- দেশে দুধের চাহিদা নিরূপন;
- শুল্ক কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা;
- কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে এর অবদান চিহ্নিতকরণ;
- সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশমালা প্রণয়ন ইত্যাদি ।

দেশীয় সিমেন্ট উৎপাদনকারী শিল্পের উপর সাব-সেক্টর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

দেশের অর্থনৈতিক এবং স্টেক অবকাঠামো উন্নয়নে দেশিয় সিমেন্ট উৎপাদনকারি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ শিল্প উন্নয়নে আরও কোন সরকারী সহায়তা প্রয়োজন আছে কিনা এবং পর্যাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্বেও কেন তার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার হচ্ছে না এবং বিদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমান রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেক্টরটির উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়। দেশে বর্তমানে উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪.০ কোটি মেট্রিক টন অথচ তৈরি হচ্ছে মাত্র ২.০ কোটি মেট্রিক টন । উৎপাদন ক্ষমতা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হলে উৎপাদন মূল্য কমে আসবে এবং বিদেশে রপ্তানিতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক হবে ।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

১. কোন পণ্যের ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

২. কোন পণ্যের ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৩. কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৪. স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী (এসপিএস) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

৫. টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (টিবিটি) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

৬. আমদানিকারক দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে আনফেয়ারভাবে রপ্তানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৭. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর উপর দেশের বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি;

৮. এন্টি-ডাম্পিং এর উপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

৯. Study on Melamine Industries of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১০. বাংলাদেশের পাট শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ একটি সমীক্ষা - সাব-সেক্টর স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১১. আমদানিকৃত এনার্জি সেভিং বাল্বের উপর এন্টি-ডাম্পিং/সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের জন্য প্রাথমিকভাবে তদন্ত পরিচালনা;

১২. আমদানিকৃত রেফ্রিজারেটর এন্ড ফ্রিজারের উপর এন্টি-ডাম্পিং/কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের জন্য প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা;

১৩. দেশীয় টুথপেস্ট শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন ;

১৪. Study on milk (liquid) and milk powder in Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৫. দেশীয় সিমেন্ট উৎপাদনকারী শিল্পের উপর সাব-সেক্টর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৬. A Study on Problems and Prospects of market expansion of domestic Cosmetic and toiletries products শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ।

৫.২ বাণিজ্য নীতি বিভাগ ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ । বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে । শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে । তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতগুলি অর্থনৈতিক নির্দেশক [যেমন ঃ ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেষ্টিক রির্সোস কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি] ব্যবহার করে থাকে । এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয় । প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে । এছাড়া, নিয়মিত ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের ‘মনিটরিং সেল’ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করছে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের ‘দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ’-এর কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act 1 of 1956) section-3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে । এ আদেশের আওতায় চিনি ও ভোজ্যতেল প্রাথমিকভাবে

অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই ২০১২খ্রিঃ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর একটি আদেশে পিঁয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, সকল ধরণের মশলা এবং খাবার লবন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে মোতাবেক সকল পণ্যেরও আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মূল্য পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০জুন, ২০১২খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পের বিভিন্ন খাত-উপখাত ভিত্তিক ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাজেট

সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মতামত এই কমিটির সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমে শুল্ক নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ হিসেবে বাজেট অধিবেশনের পূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হচ্ছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন থেকে নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়ঃ

৫.২.১ বিষয়ঃ এন্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরীর কাঁচামাল 'ইরোথ্রোমাইসিন ইথাইল সাকসিনেট ও ইরোথ্রোমাইসিন স্টিয়ারেট (এইচএসকোড ২৯৪১৫০১০)' এবং 'এজিথ্রোমাইসিন (এইচএসকোড ২৯৪১৯০১০)' আমদানিতে আরোপিত শুল্ক হার ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১০% নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

একটিভ ফাইন কেমিক্যালস লিঃ ইরোথ্রোমাইসিন ইথাইল সাকসিনেট, ইরোথ্রোমাইসিন স্টিয়ারেট এবং এজিথ্রোমাইসিন উৎপাদন করে। এ গুলো আমদানিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫% শুল্ক আরোপিত ছিল। একটিভ ফাইন কেমিক্যালস লিঃ উক্ত শুল্ক হার ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১০% আরোপের জন্য আবেদন করেছে।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইরোথ্রোমাইসিন ইথাইল সাকসিনেট ও ইরোথ্রোমাইসিন স্টিয়ারেট এর উৎপাদন ক্ষমতা ৪ টন। কিন্তু চাহিদা হচ্ছে ৮.৫৯ মেঃ টন। অপরদিকে, এজিথ্রোমাইসিন চার রকম গ্রেডের রয়েছে। কম্পেকটেড, মাইক্রোনাইজড, ইনজেকটেবল এবং টেষ্ট মাসকড পাউডার/গ্রেনুলস ফর সাসপেনসন। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র কমপেকটেড এবং মাইক্রোনাইজড গ্রেডের এজিথ্রোমাইসিন উৎপাদন করে থাকে। কমপেকটেড এর উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ মেঃ টন এবং মাইক্রোনাইজড এর উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ টন। এই দুটোর চাহিদা রয়েছে ৭৫ মেঃ টন। অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে উৎপাদন ক্ষমতা অধিক। তাদের দ্বারা উৎপাদিত বর্ণিত ০৩টি পণ্য মানসম্মত বলে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী মতামত দিয়েছে। এ গুলো এন্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি এন্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরীতে কাঁচামাল এজিথ্রোমাইসিন এর জন্য ব্যয় করা হয় ৩.৫০ টাকা। যদিও প্রতিটি ঔষধ ৩৫.০০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে। হিসেব করে দেখা যায় যে, কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও খুবই সামান্য পরিমান খরচ বৃদ্ধি পাবে। যা ঔষধের মূল্যের উপর তেমন প্রভাব ফেলবে না। এমতাবস্থায়, দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেয়ার নিমিত্ত শুল্ক হার বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

(১) Azithromycin, Erythromycin Ethyl Succinate ও Erythromycin Stearate এর আমদানি শুল্ক ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১০% আরোপ করা যেতে পারে;

(২) Azithromycin Dihydrate (Compacted) ও Azithromycin Dihydrate (Micronised) এর জন্য আলাদা এইচএসকোড সংযোজন করা যেতে পারে;

(৩) Azithromycin এবং Erythromycin Ethyl Succinate ও Erythromycin Stearate এর জন্য আলাদা এইচএসকোড সংযোজন করা যেতে পারে;

(৪) বর্ণিত পণ্যের শুল্কহার বৃদ্ধি করা হলে ঔষধের মূল্যের উপর কোন প্রভাব পড়বে না বলে প্রতীয়মান হয়। উৎপাদন খরচ বিবেচনায় এনে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বিদ্যমান মূল্যহ্রাসের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.২.২ বিষয়ঃ (ক) প্রচলিত বৈদ্যুতিক তারের বিকল্প 'সম্পূর্ণায়িত পণ্য Busbar Trunking System (এইচএসকোড ৮৬৩৭.১০.০০)' এর কাঁচামালঃ (১) Pre-painted Steel Sheet (এইচএসকোড ৭২১০.৭০.৩০), (২) Copper bars,rods &Profile (এইচএসকোড ৭৪০৭.১০.০০ এবং ৭৪০৭.১০.০০), (৩) Aluminium bar, rod & Profile (এইচএসকোড ৭৬০৪.২৯.০০) এর আমদানী শুল্ক ১০% থেকে ৫%-এ হ্রাস এবং আমদানিকৃত সম্পূর্ণায়িত Busbar Trunking System (BBT) এর উপর আরোপিত শুল্কহার ২% থেকে ১০%-এ উন্নীতকরণ;

(খ) সম্পূর্ণায়িত পণ্য Transformer (এইচএসকোড ৮৫০৪.২১.০০) এর কাঁচামালঃ (১) Super Enameled Aluminium Wire (এইচএসকোড ৮৫৪৪.১৯.৯০), (২) Paper Covered Copper Strips, Supper Enameled Copper Wire (এইচএসকোড ৮৫৪৪.১১.১০), (৩) Transformer Parts (Tap Changer) (এইচএসকোড ৮৫০৪.৯০.১০), (৪) Other Switch (Magnetic Contractor) (এইচএসকোড ৮৫৩৬.৫০.০০) এর উপর বর্তমানে আরোপিত ২০% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা প্রসঙ্গে।

এনার্জিপ্যাক বাংলাদেশের একমাত্র Busbar Trunking System (BBT) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যার প্রধান কাঁচামাল Copper Bar ও pre-painted Steel Sheet। প্রতিষ্ঠানটি এই পণ্য আমদানি করার পরিবর্তে উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। এই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ইলেকট্রিক কেবল এর বিকল্প হিসাবে BBT ব্যবহার করা হয়, যাহা বৈদ্যুতিক নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি কমায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে, পাশাপাশি আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়তা করবে। বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য তারের বিকল্প হিসেবে এখন BBT ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি কম থাকায় কমপ্লায়েন্সের এক অংশ হিসেবে পোষাক কারখানায় এটি ব্যবহারও হচ্ছে। এ BBT ফ্রান্স, মালয়েশিয়া, ইতালী, তুরস্ক থেকে আমদানি হচ্ছে। এনার্জি প্যাক এটি তৈরী শুরু করেছে। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি এর কাঁচামালের শুল্কহারহ্রাস ও সম্পূর্ণায়িত পণ্যের শুল্কহার বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেছে।

বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণায়িত পণ্য Busbar Trunking Ststem (BBT) এর শুল্কহার ২% শুল্কসহ মোট শুল্ক ২৭.৪৭% । অথচ এটি তৈরীতে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় তার শুল্কহার বেশী অর্থাৎ মোট ৪৮.৭৫% । BBT তৈরীতে ১.৫০ এমএম পুরুত্বের Prepainted Steel Sheet এর প্রয়োজন হয় যা দেশে উৎপাদন হয় না । এটি সম্পূর্ণ আমদানির উপর নির্ভরশীল । উল্লেখ্য, Busbar Trunking Ststem (BBT) তৈরীতে pre-painted Steel Sheet মোট উৎপাদন খরচের ৫%, Copper Bars, rods & Profile ২৫% ও Aluminium bar, rod & Profile মোট উৎপাদন খরচের ১৪.৬১% ব্যয় হয় । সম্পূর্ণায়িত Busbar Trunking Ststem (BBT) এর আমদানি শুল্ক কম হওয়াতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানটি আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না । বিজিএমইএ ও বিকেএমইএসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান BBT আমদানি করে থাকে । এনার্জি প্যাক এটি উৎপাদন ও সরবরাহ করতে সক্ষম । সুতরাং BBT এর উপর বর্তমান আরোপিত শুল্কহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে । এ ছাড়া দেশীয় প্রযুক্তি নির্ভর প্রকৌশল শিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামালের Pre-painted Steel Sheet, Copper bars, rods & Profile এবং Aluminium bar, rod & Profile এর শুল্কহ্রাস করা যেতে পারে ।

অপরদিকে, এনার্জি প্যাক বাংলাদেশের একমাত্র উচ্চমান ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার ট্রান্সফরমার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান । এই উচ্চমান ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার ট্রান্সফরমার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল পেপার কভার কপার স্ট্রিপ ও সুপার এনামেল এলুমিনিয়াম ওয়্যার । হাই ভোল্টেজ পাওয়ার ট্রান্সফরমার এর জন্য যে ধরণের সুপার এনামেলড এলুমিনিয়াম তারের প্রয়োজন তা দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত হয় না । দেশের অন্যতম কেবল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিআরবি কেবলস যে ধরণের ওয়্যার প্রস্তুত করে তা দিয়ে কেবল মাত্র লোয়ার ভোল্টেজসহ এর ডিস্টিবিউশন ট্রান্সফরমার প্রস্তুত করা সম্ভব । এ বিষয়ে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত সভায় ডেসা, ডেসকো, পল্লী বিদ্যুৎ এর কর্মকর্তাগণ একমত পোষণ করেন । এজন্যই এনার্জি প্যাক পেপার কভার কপারস্ট্রিপ (এইচএসকোড ৮৫৪৪.১১.১০) এবং সুপার এনামেল এলুমিনিয়াম ওয়্যার (এইচএসকোড ৮৫৪৪.১৯.৯০) এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের আবেদন করে ।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

(ক) আমদানিকৃত কাঁচামাল Pre-Painted Steel Sheet এর উপর আরোপিত রেগুলেটরী ডিউটি প্রত্যাহার করা যেতে পারে এবং Copper bars, rods & Profile এর শুল্ক ১০% থেকে ৫% ও Aluminium bar, rod & profile এর শুল্ক ১০% থেকে ৫% এ হ্রাস করা যেতে পারে । এ শুল্ক সুবিধা শুধুমাত্র দেশীয় Busbar Trunking System (BBT) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

(খ) আমদানিকৃত সম্পূর্ণায়িত Busbar Trunking System (BBT) এর উপর বর্তমান আরোপিত শুল্কহার ২% থেকে বৃদ্ধি করে ১০% করা যেতে পারে;

(গ) পেপার কভার কপারস্ট্রিপ (এইচএসকোড ৮৫৪৪.১১.১০) এর উপর বর্তমানে আরোপিত শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে;

(ঘ) সুপার এনামেল এলুমিনিয়াম ওয়্যার (এইচএসকোড ৮৫৪৪.১৯.৯০) এর উপর বর্তমানে আরোপিত ২০% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে, অথবা Transformer এর বর্ণিত কাঁচামালসমূহের উপর শুল্ক হার হ্রাস করা যেতে পারে। এ শুল্ক সুবিধা শুধুমাত্র দেশিয় Transformer Manufacturing Industry এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

বাস্তবায়নঃ

(ক) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

(খ) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

(গ) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

(ঘ) Transformer কাঁচামালসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র Tap Changer (এইচএসকোড ৮৫০৪.৯০.১০)-এর শুল্কহার ২৫% থেকে ১০%-এ হ্রাস করা হয়েছে।

৫.২.৩ **বিষয়ঃ লিকুইড গ্লুকোজ** (এইচএসকোড **১৭০২.৩০.২০, ১৭০২.৩০.৯০ এবং ১৭০২.৪০.০০) এবং ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট** (এইচএসকোড **১৭০২.৩০.১০) এর আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।**

বাংলাদেশ স্টার্চ এন্ড ডেরীভেটিভ ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড ট্রেডার্স এসোসিয়েশন লিকুইড গ্লুকোজ ও ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক যথাক্রমে ৩০% ও ০% থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫% আরোপের জন্য আবেদন করেছে। লিকুইড গ্লুকোজ তথা গ্লুকোজ সিরাপ দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য যথা ভুট্টা, কাসাভা, মিষ্টি আলু থেকে উৎপাদিত হয়। পণ্যটি কাসাভা দ্বারা উৎপাদন করা হলে খরচ কম হয়। কাঁসাভা বর্তমানে চট্রগ্রাম, সীতাকুন্ড, ফটিকছড়ি, ময়মনসিংহের মধুপুর ও কুমিল্লাতে উৎপাদন হয়ে থাকে। সুতরাং শিল্পটি সরকারের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার দাবী রাখে। তবে দেখা যায় যে, শিল্পটির প্রতিরক্ষণের পরিমান হচ্ছে ৩৪.১৭%। এ অবস্থায় সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত নয়। আরো উল্লেখ্য যে, এটি অতি উন্নতমানের বিস্কুট ও ক্যান্ডি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট ঔষধ শিল্পে স্যালাইনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট এনার্জি ড্রিংক হিসেবে ব্যবহার হয়। উল্লেখ্য, এ দুটোর এইচএসকোড একই অর্থাৎ ১৭০২.৩০.১০-এ রয়েছে। এ এইচএসকোডের বিপরীতে গত ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫৮৪৭ মেঃ টন এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬৬৯২ মেঃ টন আমদানি হয়েছে। ঔষধ শিল্পে যে ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে পাইরোজেন ফ্রি। কিন্তু দেশে উৎপাদিত ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট পাইরোজেন ফ্রি নয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্তমান অবস্থায় লিকুইড গ্লুকোজ ও ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেটের উপর প্রতিরক্ষণ বৃদ্ধি প্রয়োজন নেই বলে প্রতীয়মান হয়। তবে ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট (পাইরোজেন ফ্রি নয়) এর জন্য একটি এইচএসকোড সংযোজন করা যেতে পারে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

লিকুইড গ্লুকোজ ও ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.২.৪ বিষয়ঃ চশমার প্লাষ্টিক ফ্রেম (এইচএসকোড ৯০০৩.১১.০০), মেটাল ফ্রেম (এইচএসকোড ৯০০৩.১৯.০০), সানগ্লাস (এইচএসকোড ৯০০৪.১০.০০), অন্যান্য (এইচএসকোড ৯০০৪.৯০.০০) ট্যারিফ মূল্য হ্রাস ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ চশমা শিল্প বণিক সমিতি বিভিন্ন ধরনের চশমার ফ্রেমের ট্যারিফ মূল্য হ্রাস ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের আবেদন করেছে। তারা জানিয়েছে উচ্চ ট্যারিফ মূল্য নির্ধারিত হওয়ার কারণে বর্ণিত এইচএসকোডে বিভিন্ন রকমের ফ্রেম ও সানগদ্বাসের আমদানি হয় না এবং এতে সরকার প্রচুর রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিরাজিত ট্যারিফ মূল্য ও সম্পূরক শুল্কে অধিকাংশ পণ্যের আমদানি পূর্বপর্তি বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় বর্তমানে ট্যারিফ মূল্য কম রয়েছে। সুতরাং এ সকল পণ্য বর্তমান শুল্ক হার ও ট্যারিফ মূল্যে আমদানি হ্রাস পাবে বলে আবেদনে যে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে তা ঠিক নয়।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

প্লাষ্টিক ফ্রেম, মেটাল ফ্রেম, সানগ্লাস ও অন্যান্য (রিডিং ফ্রেম) এর বর্তমানে আরোপিত ট্যারিফ মূল্য হ্রাসের বা সম্পূরক শুল্কের প্রত্যাহারের প্রয়োজন নেই।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.২.৫ বিষয়ঃ টিউব লাইট (এইচএসকোড ৮৫৩৯.৩১.৯০) উৎপাদনের উপকরণসমূহের আমদানীর উপর সম্পুরক শুল্ক এবং রেগুলেটরী শুল্ক প্রত্যাহার প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ ল্যাম্পস লিঃ টিউব লাইট উৎপাদন করে। তারা টিউব লাইটের উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল ০% করার জন্য এবং আমদানিকৃত সম্পূর্ণায়িত টিউব লাইটের ট্যারিফ মূল্য ন্যনতম ০.৫০ US$ আরোপের প্রস্তাব করে। টিউব লাইটের আমদানি তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রতি কেজি ১৭৯ টাকা অর্থাৎ একটির মূল্য ৩৬ টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রতি কেজি ২২২ টাকা অর্থাৎ একটির দাম ৪৪ টাকা দরে আমদানি হয়েছে। বাজার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ভারত থেকে আমদানিকৃত ফিলিপস ও সুরাইয়া প্রতিটির মূল্য যথাক্রমে ১০০ টাকা ও ৭৫ টাকা। থাইল্যান্ড এর তোশিবা ৮৫ টাকা, চীনের জিওসি ৫৫ টাকা, চীনের সান ৫০ টাকা, চীনের চিকন টিউব ১০৫/- টাকা এবং দেশে তৈরী ইষ্টার্ণ টিউব ১১০/- টাকা। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চীন থেকে আমদানিকৃত সান ও জিওসি এর থেকে আমাদের দেশে উৎপাদিত টিউব লাইট অসম প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হয়েছে।

দেশে পূর্বে ৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল, যারা টিউবলাইট উৎপাদন করতো। কিন্তু ইতোমধ্যে ৬টি বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে ইষ্টার্ণ টিউব ও বাংলাদেশ ল্যাম্পস লিঃ টিউব লাইট উৎপাদন করছে। বাজার পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, চীন থেকে সান ও জিওসি এ ০২টি ব্র্যান্ডের টিউব লাইট কম মূল্যে আমদানি হচ্ছে। তাছাড়া দেখা যায় যে, আমদানিকৃত টিউব লাইটে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামালের সকল শুল্ক পরিশোধের পর মূল্য দাঁড়ায় ২৮ টাকা। কিন্তু চীন থেকে আমদানিকৃত টিউব লাইটের বাজার মূল্য থেকে CIF মূল্য বের করে দেখা যায় যে, প্রতি টিউব ১৯ টাকা থেকে ৩৫ টাকায় আমদানি হচ্ছে। বর্তমানে এসব আমদানিকৃত টিউব লাইটের স্থায়িত্ব খুব কম বলে জানা যায়। সাধারণত টিউব লাইটের ভিতরে মার্কারী ও ট্রাই-ফসফরাস থাকে। আমদানিকৃত টিউব লাইটের স্থায়িত্ব কম বলে নষ্ট হওয়া টিউব লাইটের পরিমাণ বেশী হয় এবং মার্কারী ও ট্রাই ফসফরাস পরিবেশকে দূষিত করতে পারে। বর্তমান অবস্থায় দেখা যায় টিউব লাইটের উপর যে শুল্কহার আরোপিত তাতে টিউব লাইটের উপর সংরক্ষণের মাত্রা ৫০০%। অন্যদিকে চীন থেকে আমদানিকৃত স্বল্প স্থায়িত্ব টিউব লাইট পরিবেশকে অধিক পরিমাণে দূষিত করছে। এমতাবস্থায়, চীন থেকে আমদানিকৃত জিওসি ও সান লাইটের উপর শুল্ক নির্ধারণের জন্য ট্যারিফ মূল্য ৪৪ টাকা অথবা প্রতি কেজি ২২০/- টাকা নির্ধারণ করা যায়। তাছাড়া তাদের উৎপাদন খরচ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৭০০২.৩৯.৯০ এর বিপরীতে কাঁচামাল Tubes of glass এর শুল্কহার ১০৬% রয়েছে। কিন্তু এ কাঁচামালটি টিউব লাইট উৎপাদনের মোট খরচের ১৮%। সুতরাং এ কাঁচামালটির রেগুলেটরী ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা যায় এবং শুল্কহার ২৫% থেকে ১০% এ হ্রাস করা যায়।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

চীন থেকে আমদানিকৃত টিউব লাইটের উপর শুল্ক নির্ধারণের জন্য ট্যারিফ মূল্য ৪৪ টাকা প্রতিটি অথবা প্রতি কেজি ২২০ টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এইচএসকোড ৭০০২.৩৯.৯০ এর বিপরীতে আমদানিকৃত কাঁচামালের শুল্ক ২৫% থেকে ১০%-এ হ্রাস এবং রেগুলেটরী ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে। তবে এ শুল্ক সুবিধা শুধুমাত্র দেশে টিউব লাইট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

বাস্তবায়নঃ

টিউব লাইটের কাঁচামাল Flange Tube-এর শুল্কহার হ্রাস ও সম্পুরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

৫.২.৬ বিষয়ঃ টেলিভিশন উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ 'প্লাস্টিক কেবিনেট এবং প্লাস্টিক কেবিনেট সংযুক্ত LED প্যানেল (এইচএসকোড ৮৫২৯.৯০.২১)' এবং 'লোডেড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (এইচএসকোড ৮৫২৯.৯০.৩১)' এর জন্য নতুন এইচএসকোড প্রনয়ণনহ আমদানীর উপর আরোপিত সম্পুরক শুল্কহার বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে।

মাই ওয়ান ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাষ্ট্রি লিঃ টেলিভিশন উৎপাদনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ প্লাষ্টিক কেবিনেট সংযুক্ত এলইডি প্যানেল এবং লোডেড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড উৎপাদন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি এ দু'টি পণ্যের উপর যথাক্রমে ০% থেকে ৬০% এবং ১০% থেকে ৬০% সম্পূরক শুল্ক আরোপের আবেদন করেছে।

বর্তমানে তারা Parts, Cabinet এবং Panel আমদানি করে টেলিভিশন তৈরী করে। উল্লেখ্য, প্লাস্টিক কেবিনেট ও প্লাস্টিক কেবিনেট সংযুক্ত প্যানেল এবং Parts একই এইচএসকোডভুক্ত। ফলে আমদানিকৃত প্লাষ্টিক কেবিনেট ও প্লাষ্টিক কেবিনেট সংযুক্ত Panel এর শুল্ক বৃদ্ধি করা হলে Parts একই এইচএসকোডভুক্ত থাকায় এর শুল্ক বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং প্লাষ্টিক কেবিনেট ও প্লাষ্টিক কেবিনেট সংযুক্ত এলইডি প্যানেল এর জন্য একটি আলাদা এইচএসকোড সংযোজন করা যেতে পারে। বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্লাষ্টিক কেবিনেট ও প্লাস্টিক কেবিনেট সংযুক্ত প্যানেলকে Picture Tube ঘোষণা দিয়ে ৮৫৪০.১১.১০ এইচএসকোডের বিপরীতে পণ্যটি আমদানি করা হচ্ছে। কারণ এ এইচএসকোড এর শুল্কহার কম। এতে একদিকে যেমন সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে অন্যদিকে এ সকল পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অপরদিকে লোডেড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড যেহেতু দেশে উৎপাদন করছে সেহেতু এর সম্পূরক শুল্ক হার ১০% থেকে বৃদ্ধি করা যায়। কেননা যেহেতু তারা এ পণ্যটি উৎপাদন করছে এবং তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা হলে LED TVএর মূল্য আরও হ্রাস পাবে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

প্লাষ্টিক কেবিনেট ও প্লাষ্টিক কেবিনেট সংযুক্ত Panel এর জন্য একটি নতুন এইচএসকোড সংযোজন করা যেতে পারে এবং এর বিপরীতে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে। তাছাড়া লোডেড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড এর উপর সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

৫.২.৭ **বিষয়ঃ বাস-লরিতে ব্যবহৃত টায়ার/টিউব সংক্রান্ত-**

(ক) বাস/লরিতে ব্যবহৃত টায়ার (এইচএসকোড ৪০১১.২০.১০) এর আমদানিতে শুল্কহার ১০% থেকে ২৫%-এ উন্নীতকরণ;

(খ) বাস/লরিতে ব্যবহৃত টিউব (এইচএসকোড ৪০১৩.১০.০০) এর আমদানিতে শুল্ক হার ২৫% এ উন্নীতকরণ এবং ট্যারিফ মূল্য আরোপ;

(গ) স্টিয়ারিক এসিড (এইচএসকোড ৩৮২৩.১১.০০) এর আমদানিতে শুল্কহারহ্রাসকরণ;

(ঘ) টায়ার টিউবের রীম সাইজ (এইচএসকোড ৪০১১.২০.০০ এবং ৪০১৩.১০.০০) সংশোধন প্রসঙ্গে।

(ক) বাংলাদেশ টায়ার টিউব ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন বাস/লরীতে ব্যবহৃত টায়ার আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫% করার জন্য আবেদন করে। গাজী টায়ার

এবং হোসেন টায়ার লিঃ গত জানুয়ারি ২০১৪ হতে বাস/লরীতে ব্যবহৃত টায়ার উৎপাদন শুরু করেছে। বর্তমানে টায়ার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল প্রাকৃতিক রাবার দেশে উৎপাদন হয়। শুল্ক হার কম থাকায় আমদানিকৃত টায়ার এর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না এবং আমদানির ক্ষেত্রে মিসডিক্লারেশন ও আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে দেশে টায়ার আমদানি হচ্ছে বলে এসোসিয়েশন আবেদনে উল্লেখ করে। তাছাড়া বর্তমানে টায়ার সংখ্যার ভিত্তিতে আমদানি হয় বলে বড় টায়ারকে ছোট টায়ার হিসেবে মিথ্যা ঘোষণা দেয়া হয়। এ কারণে বাসের টায়ার আমদানির ক্ষেত্রে Statistical Unit-কে কেজিতে পরিবর্তনের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত এসআরও নং-৩৫/আইন-২০১৩/৩৪৩ কাষ্টমস অনুযায়ী ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণের আবেদন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি ৭.৫০-১৬ সাইজের টায়ার ১,২০,০০০ পিস, ৮.২৫-২০ সাইজ ১২,০০০ পিস, ৯.০০-২০ সাইজের টায়ার ২৪,০০০ পিস এবং ১০-২০ সাইজের টায়ার ৬০,০০০ পিস উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু তারা শুধুমাত্র ৭.৫০-১৬ সাইজের টায়ার মাত্র ১০,০০০ পিস গত ৩ (তিন) মাসে উৎপাদন করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আমদানি উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন সাইজের মোট ৫,৭৮,০৮০টি টায়ার আমদানি হয়েছে। কিন্তু দেশীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা ২,১৬,০০০ পিস। আমদানি উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আরও দেখা যায় যে, ২০১১-১২ অর্থবছরে সকল প্রকার টায়ার আমদানি হয়েছে ৫,৮৭,৪৯২টি যার ওজন হবে ২৭,৩৬৩ মেঃ টন। তাহলে প্রতি কেজির গড় মূল্য হয় ২৫৪ টাকা। আবার ২০১২-১৩ অর্থবছরে টায়ার আমদানি হয়েছে ৫,৭৮,০৮০টি যার ওজন হবে ২৬,৯২৫ মেঃ টন। তাহলে প্রতি কেজির মূল্য হয় ২৮১ টাকা। অথচ প্রতি কেজি টায়ারের দেশীয় উৎপাদন খরচ ৩২৮ টাকা। বাস/লরীর টায়ারের আনুমানিক ওজন হয় ২৬-৬৫ কেজি। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেশে বিভিন্ন ধরণের টায়ারের চাহিদা রয়েছে যেমন- ৭.৫"-১৬" (ওজন ২৬.০১ কেজি), ৮.২৫-১৬" (ওজন ৪০ কেজি), ৯".০০-২০ (ওজন ৫২ কেজি)। বর্তমানে প্রতিষ্ঠান দু'টি ৭.৫০-১৬ সাইজের টায়ার উৎপাদন করছে এবং প্রতিষ্ঠান দু'টি সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায়, শুল্কহার ১০% থেকে ২৫%-এ বৃদ্ধি করলে পরিবহণ খাতে বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(খ) এসোসিয়েশন টিউবের উপর শুল্ক হার ২৫% এ বৃদ্ধি এবং ট্যারিফ মূল্য আরোপের জন্য আবেদন করেছে। বছরে টিউব উৎপাদন হয়েছে ২,২০,০০০ পিসেস। টিউবের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, দেশীয় উৎপাদিত টিউব দিয়ে দেশের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। তবে টিউব আমদানির তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, চীন, সিংগাপুর, তাইওয়ান থেকে স্বল্প মূল্যে টিউব আমদানি হচ্ছে। কেননা, প্রতি কেজি টিউব ৫২-১৬৯ টাকায় আমদানি হচ্ছে। অথচ দেশে ১ কেজি টিউবের উৎপাদন খরচ পড়ে ৩৭৩ টাকা।

(গ) বাস/লরীর টায়ার উৎপাদনে মোট ব্যবহার্য কাঁচামালের অতি নগণ্য পরিমাণে স্টিয়ারিক এসিড প্রয়োজন হয়। তাই এর শুল্ক হার হ্রাস করার যৌক্তিকতা নেই।

(ঘ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি স্মারকের পর্যালোচনায় দেখা যায়, মিথ্যা ঘোষণার অভিযোগ থাকায় বিগত ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে বাস/লরীসহ হালকা বাণিজ্যিক যানবাহনের শুল্ক হার ২৫% নির্ধারণ করা হয়। এতে পরিবহণ সেক্টর থেকে আপত্তি জানিয়ে বাস/লরীর টায়ারের শুল্ক হার পূর্বের ন্যায় ১২% আরোপের আবেদন জানায়। এরই প্রেক্ষিতে বাস/লরীর টায়ারের শুল্ক হার ২৫% থেকে হ্রাস করে ১২% করা হয়। ফলে থ্রী হুইলার মটর সাইকেল, হালকা যানবাহন এ সব ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘোষণার নিশ্চিত হওয়ার জন্য একমাত্র রীম সাইজ ১৫ ইঞ্চির অধিক হলে কেবল তা বাস/লরীর টায়ার হিসেবে গণ্য করা হয়। উল্লেখ্য, ১৫ ইঞ্চি রীম সাইজের নীচে যে টায়ারগুলো আমদানি হয় তার উপর মোট শুল্ক ৬১.০৯% আরোপিত আছে। ভারত গত ১৮ নভেম্বর, ২০১০ সালে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে রীম সাইজ ১৬ ইঞ্চির অধিক হলে বাস/লরীর টায়ার হিসেবে গণ্য করেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও একই সাইজের রীমের মাপ বিবেচিত হচ্ছে। তবে মটর পার্টস ব্যবসায়ী সমিতি ১৬ ইঞ্চির উপরে আমদানিকৃত টায়ারকে বাস/লরীর টায়ার হিসেবে গণ্য করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

(ক) বাস/লরীতে ব্যবহৃত টায়ার আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে।

(খ) বাস/লরীতে ব্যবহৃত টিউব আমদানিতে বর্তমান শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে।

(গ) স্টিয়ারিক এসিড এর বর্তমান শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে।

(ঘ) রীম সাইজ ১৬ ইঞ্চি সংশোধনের ব্যাপারে পরিবহণ খাতের সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে বিষয়টি সুরাহা করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

(ক) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

(খ) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

(গ) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

(ঘ) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.২.৮ বিষয়ঃ ডিটারজেন্ট প্রস্তুতের কাঁচামাল-

(ক) মধ্যবর্তী পণ্য Linear Alkyl Benzene Sulphuric Acid (LABSA) (এইচএসকোড ৩৪০২.১১.০০, ৩৪০২.১২.০০, ৩৪০২.১৩.০০ এবং ৩৪০২.১৯.০০) এর আমদানিতে শুল্কহার ২৫% ও ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ;

(খ) LABSA উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল Linear Alkyl Benzene (LAB) (এইচএসকোড ৩৮১৭.০০.০০) এর আমদানিতে শুল্ক হার ৫% থেকে ০% -এ হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

ডিটারজেন্ট প্রস্তুতের কাঁচামাল ল্যাবচা (LABSA)। দেশের ০৪টি প্রতিষ্ঠান ক্রিসেন্ট কেমিক্যাল লিঃ, রিফা কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, রাইমার কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ও ওয়াটা কেমিক্যাল লিঃ ডিটারজেন্ট প্রস্তুতের কাঁচামাল ল্যাবচা উৎপাদন করে থাকে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, তাদের উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে মাসিক প্রায় ৩০০০ মেঃ টন। অর্থাৎ বছরে উৎপাদন ক্ষমতা ৩৬,০০০ মে. টন। এর বিপরীতে দেশে LABSA এর চাহিদা ২৪,০০০ মে.টন। উক্ত ০৪ টি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ৪টি এইচএসকোডের বিপরীতে ২৫% আমদানি শুল্ক ও ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপের আবেদন করেছে। ল্যাবচা উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল হিসেবে ল্যাব (LAB) এর প্রয়োজন হয়। ল্যাব এর সঙ্গে সালফিউরিক এসিড বিক্রীয়া করে ল্যাবচা উৎপাদন করা হয়। সালফিউরিক এসিড উক্ত ০৪টি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে থাকে। তবে LABSA উৎপাদনের কাঁচামাল Linear Alkyl Benzene (LAB) আমদানি করা হয়ে থাকে।

আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত LABSA এর জন্য ১টি মাত্র এইচ এস কোড নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ২০১০-১১ অর্থবছরে নির্ধারিত এইচএস কোড এর পরিবর্তে নতুন ৪টি এইচএস কোড প্রতিস্থাপন করা হয়। পূর্বের নির্ধারিত এইচএস কোড না থাকার ফলে বর্ণিত ৪টি এইচএসকোডে কম মূল্যে LABSA আমদানি করছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আমদানি তথ্য মোতাবেক দেখা যায়, LABSA প্রতি টন ১,২৪,১৪১/- টাকা থেকে প্রতি টন ১,৫৪,৮৮৪ টাকায় আমদানি হয়েছে। আরও দেখা যাচ্ছে যে, মোট LABSA আমদানির প্রায় ৮৫%-ই ১,২৪,১৪১ টাকায় আমদানি হয়েছে। অপর পক্ষে ৪টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য মোতাবেক দেখা যাচ্ছে যে, তাদের উৎপাদন খরচ আমদানিকৃত LABSA থেকে বেশি। আরও দেখা যায় যে, LABSA উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল LAB এর জন্য মোট উৎপাদন খরচের ৮০% এর অধিক ব্যয় করতে হয়। এমতাবস্থায়, LAB এর উপর শুল্কহার হ্রাস করা হলে প্রতিষ্ঠানসমূহ আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা টিকে থাকতে পারবে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

LABSA এর জন্য পূর্বের ন্যায় একটি এইচএস কোড নির্ধারণ এবং LABSA উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল LAB আমদানিতে বর্তমান শুল্ক হার ৫% থেকে হ্রাস করে ০% করা যেতে পারে এবং ৫% অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার করা যেতে পারে। এ শুল্ক সুবিধা শুধুমাত্র LABSA উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

বাস্তবায়নঃ

দেশীয় শিল্পের সহায়তার জন্য LABSA আমদানিতে ১০% আমদানি শুল্কের সাথে ৫% রেগুলেটরী শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

৫.২.৯ বিষয়: সম্পূর্ণায়িত স্টেইনলেস স্টীল পাইপ (এইচএসকোড ৭৩০৬.৪০.০০) উৎপাদনের কাঁচামালসমূহের আমদানির উপর আরোপিত শুল্কহার ১০% থেকে ৫%-এ হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

গত ২০১১-১২ অর্থবছরে সিআর কয়েল আমদানি হয়েছে গড়ে প্রতি কেজি ১৪১.৫৪ টাকা হিসেবে ১৫,৪৯৪.৯০ মেঃ টন এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে গড়ে প্রতি কেজি ১৩১.৬০ টাকা হিসেবে ২০০০৬.৫৪ মেঃ টন। বাংলাদেশ স্টেইনলেন স্টীল পাইপ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন স্টেইনলেস স্টীল পাইপ উৎপাদনের কাঁচামাল কোল্ড রোল্ড স্টেইনলেস স্টীল ও হট রোল্ড স্টেইনলেস স্টীল কয়েলের উপর আরোপিত শুল্ক হার ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% আরোপ করার জন্য আবেদন করেছে। কিন্তু প্রতিরক্ষণের পরিমাণ নির্ণয় করে দেখা যায় যে, তাদের শিল্পের প্রতিরক্ষণ অনেক বেশি। শুধুমাত্র শুল্ক হার বিবেচনায় এসে প্রতিরক্ষণের পরিমাণ নির্ণয় করলে দেখা যায় যে, তাদের প্রতিরক্ষণ অর্থ্যাৎ ইআরপি ৭৭% থেকে ৯৮.৩১% রয়েছে। অন্যান্য অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, এআইটি এবং এটিভি বিবেচনায় আনা হলে সংরক্ষণের পরিমাণ ২০০% এর উপরে হবে। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমদানি গড়ে প্রতি কেজি যথাক্রমে ১৩৬.২০ টাকা হিসেবে ১১২৭.৭০ মেঃ টন এবং ১৯১.৪২ টাকা হিসেবে ৯৯৪.২৬ মেঃ টন। এ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আর্গন গ্যাস ব্যবহার করা হয় যা ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে গড়ে প্রতি কেজি যথাক্রমে ৪৯.৫২ টাকা হিসেবে ১১২৬.২৮ মেঃ টন এবং ৭৪.৭৭ টাকা হিসেবে ১৪১৯.৩৩ মেঃ আমদানি হয়েছে। স্টীল পাইপ উৎপাদনের জন্য এইচ আর কয়েল এবং সিআর কয়েল এর জন্য মোট উৎপাদন খরচের ৪৬% ব্যয় করতে হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্টেইনলেস স্টীল পাইপের বর্ণিত কাঁচামালসমূহ Semi-finished Product। সুতরাং এর শুল্ক হার হ্রাস করা যৌক্তিক হবে না।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

স্টেইনলেস স্টীল পাইপ উৎপাদনের কাঁচামাল হট রোল্ড স্টেইনলেস স্টীল কয়েলের উপর আরোপিত শুল্ক হার ১০% সহ অন্যান্য কাঁচামালের শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.২.১০ বিষয়: সিরামিক ও সিরামিকজাত পণ্য এবং তা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল সম্পর্কিত-

(ক) সম্পুর্ণায়িত পণ্য সিরামিক তৈজসপত্র (এইচএসকোড ৬৯১১.১০.০০, ৬৯১১.৯০.০০ এবং ৬৯১২.০০.০০), টাইলস (এইচএসকোড ৯৬০৭.১০.০০, ৯৬০৭.৯০.০০, ৯৬০৮.১০.০০ এবং

৯৬০৮.৯০.০০), স্যানিটারি ওয়্যার (এইচএসকোড ৬৯১০.১০.০০, এবং ৬৯১০.৯০.০০) এর উপর আরোপিত শুল্কহার হ্রাসকরণ;

(খ) এলুমিনা লাইনার (এইচএসকোড ৬৯০৩.২০.৯০) এর জন্য একটি নতুন এইচএস কোড সৃষ্টি করে এর আমদানি শুল্ক ২% নির্ধারণ;

(গ) ফিল্টার ক্লথ (Filter Cloth) [এইচএসকোড ৫৬০৮.১৯.০০ (Others) এবং ৫৯১১.৯০.০০ (Others)] এর শুল্কায়নের জন্য বিদ্যমান Others এর বিবরণের স্থলে Filter Cloth সংযোজন করে অথবা একটি নতুন এইচএসকোড তৈরী করে তার বিবরণে সুনির্দিষ্টভাবে Filter Cloth উল্লেখ করে শুধুমাত্র দেশীয় সিরামিক উৎপাদকদের জন্য ৫% হারে শুল্ক নির্ধারণ;

(ঘ) জিরকোনিয়াম সিলিকেট (এইচএসকোড ২৫৩০.৯০.০০) এর শুল্কহার ৫% আরোপ;

(ঙ) কভার কোট/ মিডিয়াম/ অ্যাপোক্সি পেইন্ট (এইচএসকোড ৩২০৮.২০.১০) এর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে হ্রাস করে ৫% হারে নির্ধারণ;

(চ) সিল্ক স্ক্রীন (এইচএসকোড ৫৫১২.১৯.০০) এর সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার;

(ছ) দেশে উৎপাদিত টাইলস (এইচএসকোড ৬৯০৭.১০.০০, ৬৯০৭.৯০.০০, ৬৯০৮.১০.০০ এবং ৬৯০৮.৯০.০০) উৎপাদনের উপর ১৫% সম্পূরক শুল্ক বহাল রাখা;

(জ) সিরামিক উৎপাদনের সহায়ক কাঁচামাল (এইচএসকোড ২৫২৬.২০.০০, ২৫২৫.২০.০০, ৩৮২৪.৯০.৯০, ২৫১৭.১০.১০, ৩৯২৬.৯০.৯১, ৬৮০২.২৯.১০, ৬৮০৪.১০.০০ এবং ৬৮০৪.৩০.০০) এর উপর আরোপিত শুল্ক হার ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করা।

(ক) বাংলাদেশ সিরামিক ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন সম্পূর্ণায়িত সিরামিক ওয়্যার পণ্যের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক হার ৬০% থেকে বৃদ্ধি করে ৮০%আরোপ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তারা জানিয়েছে সিরামিক ওয়্যার দেশে আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে আমদানি হচ্ছে। ফলে তারা আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেনা। তবে আমদানিকৃত পণ্যের তথ্য/উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সম্পূর্ণায়িত পণ্যের উপর আরোপিত বর্তমান শুল্ক হারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতামূলক দেশীয় বাজারে বিক্রয় করতে পারে।

(খ) এলুমিনা লাইনার ও এলুমিনা বল একইভাবে কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণ কাজে বল মিলে ব্যবহৃত হয় বলে জানা যায়। এলুমিনা বলের বর্তমান শুল্কহার ২%। অন্যদিকে এলুমিনা লাইনার এর শুল্ক হার ১০%। এলুমিনা বল ও এলুমিনা লাইনার সমজাতীয় পণ্য। কিন্তু এলুমিনা লাইনার এর জন্য আলাদা কোন এইচএস কোড নেই। ফলে এইচএস কোড ৬৯০৩.২০.৯০ এর অধীনে পণ্যের বর্ণনা Others এর বিপরীতে ১০% শুল্কায়ন হচ্ছে। এমতাবস্থায়, এলুমিনা লাইনার এর জন্য একটি নতুন এইচএস কোড সৃষ্টি করে এর আমদানি শুল্ক ২% করা যেতে পারে।

(গ) বর্তমানে শুল্কায়িত এইচএস কোড ৫৯১১.৯০.০০ এর শুল্কায়নের জন্য বিদ্যমান Others এর বিবরণের স্থলে Filter Cloth সংযোজন করে অথবা একটি নতুন এইচএসকোড তৈরী করে তার বিবরণে সুনির্দিষ্টভাবে Filter Cloth উল্লেখ করে শুধুমাত্র দেশীয় সিরামিক উৎপাদকদের জন্য ৫% হারে শুল্কারোপ করা যেতে পারে।

(ঘ) খনিজ উপাদান জিরকোনিয়াম সিলিকেট সিরামিক কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গেদ্বজের কাজে পণ্যের উজ্জ্বলতার জন্য কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন ভিন্ন ফর্মে আমদানি হলেও একই কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা দেশে উৎপাদিত হয় না এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রক্রিয়াজাত করে কোন বাণিজ্যিক বিক্রয় হয় না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এইচএস কোড ২৬১৫.১০.০০ এর বিপরীতে জিরকোনিয়াম ওরস কনসেনট্রেড এর বর্ণনা রয়েছে সুতরাং এই এইচএস কোডের বিপরীতে শুল্কহার নির্ধারণ করে ৫% শুল্কহার আরোপ করা যেতে পারে।

(ঙ) কভার কোডের আমদানি শুল্ক অর্থ বছর ২০০৬-০৭ এ ১২% এবং অর্থ বছর ২০০৭-০৮ এ ১৫% ছিল। পরবর্তিতে এই শুল্ক হ্রাস না করে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, First Schedule এর এইচএস কোড ৩২০৮.২০.১০ এ VAT Registered Manufacturer as Raw material উল্লেখ রয়েছে। কাজেই Raw material এর আমদানি শুল্ক সর্বনিম্ন পর্যায়ে বাঞ্ছনীয়। এমতাবস্থায়, কালারিং উপাদান কভার কোড বা মিডিয়ামের জন্য পৃথকভাবে নতুন একটি এইচএস কোড গঠন করে আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে হ্রাস করে ৫% হারে নির্ধারণ এবং রেগুলেটরী ডিউটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা যেতে পারে। এ শুল্ক সুবিধা শুধুমাত্র সিরামিক ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(চ) প্রিন্টিং উপাদান সিল্ক স্কীনের বর্তমান আমদানি শুল্ক ২৫% ও ৫% রেগুলেটরি ডিউটি বহাল রেখে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে। এ শুল্ক সুবিধা শুধুমাত্র ভ্যাট রেজিষ্ট্রার সিরামিক ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(ছ) যেহেতু আমদানিকৃত টাইলস উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে সেহেতু উৎপাদনের উপর ১৫% সম্পূরক শুল্ক বহাল রাখা যেতে পারে।

(জ) বর্ণিত পণ্যগুলি মৌলিক কাঁচামালের ন্যায় সহায়ক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়। এই সহযোগী কাঁচামাল দেশে উৎপাদিত হয় না এবং ভোক্তা কর্তৃক সরাসরি ব্যবহৃত না হয়ে শিল্পেই ব্যবহৃত হয়। পণ্যের উৎপাদন খরচ কম হওয়ার মাধ্যমে রপ্তানি মূল্য প্রতিযোগিতামূলক হলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় বাজারে আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা সম্ভব হবে। এর ফলে দেশে সিরামিক শিল্পের প্রসার ঘটার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। একই সাথে বিদ্যমান এইচএস কোডে পণ্যের বিবরণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে করে বিভ্রান্তকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না। এইচএস কোডে পণ্যের

বিবরণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ তাহা যাচাইয়ে রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না। অনেক সময় পরীক্ষার বিড়ম্বনার কারণে মাল খালাস করতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হওয়ায় আমদানিকারক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমতাবস্থায়, অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল সিরামিক ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% হারে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

(ক) এলুমিনা লাইনার এর বিপরীতে একটি নতুন এইচএস কোড সৃষ্টি করে এর শুল্ক হার ২% এ হ্রাস করা যেতে পারে;

(খ) Filter Cloth এর জন্য একটি নতুন এইচএসকোড সংযোজন করা যেতে পারে এবং এর বিপরীতে শুল্কহার ৫% আরোপ করা যেতে পারে। এ শুল্ক সুবিধা শুধুমাত্র সিরামিক ওয়্যার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

(গ) জিরকোনিয়াম সিলিকেট এইচএস কোড ২৬১৫.১০.০০ এর বিপরীতে ৫% শুল্ক হার আরোপ করা যেতে পারে;

(ঘ) কালারিং উপাদান কভার কোড বা মিডিয়ামের জন্য পৃথকভাবে নতুন একটি এইচএস কোড গঠন করে আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে হ্রাস করে ৫% হারে নির্ধারণ এবং রেগুলেটরী ডিউটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা যেতে পারে। এ শুল্ক সুবিধা শুধুমাত্র সিরামিক ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

(ঙ) প্রিন্টিং উপাদান সিল্ক স্কীনের বর্তমান আমদানি শুল্ক ২৫% ও ৫% রেগুলেটরি ডিউটি বহাল রেখে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে। এ শুল্ক সুবিধা শুধুমাত্র ভ্যাট রেজিষ্ট্রার সিরামিক ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ড্রাষ্ট্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

(চ) যেহেতু আমদানিকৃত টাইলস উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে সেহেতু উৎপাদনের উপর ১৫% সম্পূরক শুল্ক বহাল রাখা যেতে পারে;

(ছ) সিরামিক উৎপাদনের সহায়ক কাঁচামালসমূহের উপর আরোপিত শুল্ক হার ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সিরামিক পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল National Zirconium Silicate, Flint/grinding pebbles, Mica Powder ও Crushed or Powdered Talc-এর

শুল্কহার হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া এলুমিনা লাইনার ও Filter Cloth-এর শুল্কহার হ্রাস করা হয়েছে।

৫.২.১১ বিষয়ঃ সম্পুর্ণায়িত Vulcanised Rubber Thread (এইচএসকোড ৪০০৭.০০.০০) এর কাঁচামাল সম্পর্কিত-

(ক) লেটেক্স রাবার থ্রেড (Bare) Vulcanised Extruded (এইচএসকোড ৪০০৭.০০.০০) এর আমদানি শুল্ক ১০% থেকে ৫%-এ হ্রাসকরণ;

(খ) Poyester FDY Bright (এইচএসকোড ৫৪০২.৪৭.০০), Spandex/Lycra (এইচএসকোড ৫৪০২.৪৪.১০), Raw Silk (এইচএসকোড ৫০০২.০০.০০) এর আমদানি শুল্ক ১০% থেকে ৫%-এ হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

গাজী রাবার থ্রেড প্রসেসিং কোম্পানী রাবার থ্রেড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। দেশে অসংখ্য ছোট ছোট কারখানা এ রাবার থ্রেড তৈরী করে থাকে। এ থ্রেড দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংকোচন ও প্রসারন হয় এমন কাপড় (Narraw Fabric) লেস, টেপ, কর্ড, মেয়েদের জিন্সের প্যান্টের কাপড় (Stretch) প্রভৃতি তৈরী করা হয়। রাবার থ্রেড সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর। দেশীয় রাবারের DRC (Dry Rubber Contens) ৬০% এর কম, অর্থাৎ দেশীয় রাবারের আদ্রতা বেশী। তাই দেশে রাবার উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও হাইটেক প্রযুক্তি ও ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি এবং প্রচুর বিনিয়োগ করতে হয় বলে এ শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি এবং সহসা হওয়ার সম্ভাবনাও কম। উল্লিখিত রাবার চায়না, ভারত, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও তাইওয়ান থেকে আমদানি হয়। রাবার ট্রেড মধ্যবর্তী কাঁচামাল হিসেবে এর আমদানি শুল্ক ১০% রাখা হয়েছে। এটি মধ্যবর্তী কাঁচামাল হলেও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ইহা প্রাথমিক কাঁচামালের কাছাকাছি। কারণ আমদানিকৃত রাবারকে মেশিনের সাহায্যে সুক্ষ্মভাবে কেটে তাতে পলিয়েষ্টার, ভিসকস অন্যান্য সুতা মেশিনের সাহায্যে পেচিয়ে রাবার থ্রেড তৈরী করে কাপড় প্রভৃতি তৈরী করা হয। বর্তমানে বন্ডেড ওয়্যার হাউজের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যে বাজার সয়লাব বলে জানা যায়। শুল্ক ১০% সহ মোট শুল্ক ৩১.০৭% হওয়ার ফলে অবৈধভাবে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ এর মাধ্যমে আমদানি করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান (খ) Polyester FDY Bright (গ) Spandex/Lycra (ঘ) Raw Silkএর শুল্ক হ্রাস ও মুসক প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ বন্ডের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের সাথে উৎপাদন খরচের দিক দিয়ে দেশীয় প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারছে না। শুল্কহার হ্রাস ও মুসক প্রত্যাহার করা হলে উৎপাদন খরচ তাদেও অনুকুলে হবে এবং অবৈধভাবে বন্ডের মাধ্যমে আমদানি নিরুৎসাহিত হবে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

(ক) প্রাথমিক কাঁচামাল হিসাবে Vulcanised Extruded রাবারের আমদানি শুল্ক সর্বনিম্ন স্তর ৫% করা যেতে পারে।

(খ) Polyester FDY Bright (এইচএসকোড ৫৪০২.৪৭.০০), Spandex/Lycra (এইচএসকোড ৫৪০২.৪৪.১০), Raw Silk (এইচএসকোড ৫০০২.০০.০০) এ বর্ণিত কাঁচামাল সমূহে বর্তমান শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

৫.২.১২ বিষয়ঃ (ক) সম্পূর্ণায়িত পাদুকা (এইচএসকোড ৬৪০২.১৯.০০, ৬৪০৩.১৯.০০, ৬৪০৩.৯৯.০০, ৬৪০৪.১৯.০০, ৬৪০৫.১০.০০, ৬৪০৫.২০.০০ এবং ৬৪০৫.৯০.০০) এর সম্পূরক শুল্ক ৪৫% থেকে বৃদ্ধি করে ৬০%-এ উন্নীতকরণ;

(খ) সম্পূর্ণায়িত পাদুকার কাঁচামালঃ আপার পার্টস (এইচএসকোড ৬৪০৬.১০.১০), আওটার সোলস এন্ড হীলস (এইচএসকোড ৬৪০৬.২০.১০), আদার পার্টস অফ ফুটওয়্যার (এইচএসকোড ৬৪০৬.৯০.০০), আদার ফেব্রিকস ইমপ্রিজনেটেড কোটেড উইথ প্লাষ্টিক রেক্সিন (এইচএসকোড ৫৯০৩.১০.৯০), বেজ মেটাল (বুকেল) (এইচএসকোড ৮৩০৮.৯০.০০) এর আমদানি শুল্ক হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ চামড়া ও রেক্সিন জাতীয় পাদুকা প্রস্তুতকারক সমিতি পাদুকার আমদানিকৃত কাঁচামালের শুল্কহার হ্রাস ও সম্পূর্ণায়িত পাদুকার উপর সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানিয়েছে। দেশে প্রায় ২০,০০০ পাদুকা প্রস্তুতকারী ছোট/বড় কারখানা পাদুকা প্রস্তুত করে আসছে। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা এই শিল্পের সাথে জড়িত। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাদুকা একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক পণ্য। দেশীয় চাহিদা মেটাবার মত উৎপাদন ক্ষমতা দেশীয় কারখানাসমূহের আছে। কিন্তু গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ চায়না, থাইল্যান্ড, হংকং, কোরিয়া, তাইওয়ান, ভারত, ইতালী প্রভৃতি দেশ থেকে পাদুকা আমদানি হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় চায়না, হংকং, কোরিয়া, থাইল্যান্ড ও ভারত থেকে। আমদানিকৃত পাদুকা অতি নিম্নমানের যা টেকসই নয় এবং প্রায়ই স্বল্প সময়ের মধ্যে আঠা খুলে যায়। এইচএস হেডিং ৬৪০১ থেকে ৬৪০৬ পর্যন্ত কোডে সম্পূর্ণায়িত পাদুকা আমদানি হয়ে থাকে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বিভিন্ন দেশ থেকে মোট পাদুকা আমদানি হয়েছে ৩২০ কোটি টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট আমদানি হয়েছে ৫৭ কোটি টাকার উচ্চ শুল্ক হার আরোপের ফলে আমদানি হ্রাস পেয়েছে কিন্তু আরও হ্রাস পেলে দেশীয়

পাদুকা শিল্প নিজেদের অবস্থান আরও একটু মজবুত করতে পারবে বলে মনে হয়। কিন্তু আন্ডার ইনভয়েসিং করে অল্প দামে পাদুকা আমদানি হয় বলে দেশীয় পাদুকা মুল্যের দিক দিয়ে টিকে থাকতে পারছেনা।

অপরদিকে, পাদুকা শিল্পে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কাঁচামালসমুহের শুল্ক হ্রাস করার জন্যও বাংলাদেশ চামড়া ও রেক্সিন জাতীয় পাদুকা প্রস্তুতকারক সমিতি আবেদন জানিয়েছে। কাঁচামালসমুহ যেমন সোল, হীল, আপার সোল, বাকেল, ফেব্রিক্স। তাদের বক্তব্য জুতার কাঁচামালের শুল্ক হ্রাস হলে তুলনামলূক কম খরচে তারা পাদুকা তৈরি করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে। কিন্তু তথ্য সংগ্রহে জানা যায় পাদুকা শিল্পের অধিকাংশ কাঁচামালই দেশে তৈরী হয় এবং গুণাগুন ভাল। তবে চায়না, তাইওয়ান, থাইল্যান্ডের চেয়ে উৎপাদন খরচ তুলনামুলকভাবে বেশী।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

(ক) সম্পূর্ণায়িত পাদুকার সম্পূরক শুল্ক ৪৫% থেকে বৃদ্ধি করে ৬০% করা যেতে পারে।

(খ) বর্ণিত কাঁচামালসমূহের উপর বর্তমান শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

৫.২.১৩ বিষয়ঃ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন (এইচএসকোড ৩০০৪.৯০.২০) এর কাঁচামাল সম্পর্কিত-

(ক) রক্তচন্দন, দেবদারু চিতামূল ইত্যাদি (এইচএসকোড ১২১১.৯০.২৯), এসফল্ট (এইচএসকোড ২৭১৫.০০.০০), পলেন (এইচএসকোড ০৪১০.০০.৯০) এর আমদানি শুল্ক ১০% থেকে ৫%-এ হ্রাসকরণ;

(খ) পিপুল, গোলমরিচ ও কাবাবচিনি (এইচএসকোড ০৯০৪.১২.০০), শতমূল (এইচএসকোড ০৭০৯.২০.৯০), এসট্রাক্টস (এইচএসকোড ২১০১.১১.০০) এর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে ১০%-এ হ্রাসকরণ;

(গ) ছোট এলাচ, বড় এলাচ, জায়ফল ইত্যাদি (এইচএসকোড ০৯১০.১১.৯০), বংশলোচন (এইচএসকোড ১২১১.৯০.৯৯), কিসমিস (এইচএসকোড ৮০০৬.১০.৯০), মধু (এইচএসকোড ০৪০৯.০০.৯০), প্রোপলিশ (এইচএসকোড ৩৩০৪.৯৯.০০), পেপার এন্ড পেপার বোর্ড (এইচএসকোড ৪৮০২.৫৪.১০), গ্লাস, বোতল ও জার (এইচএসকোড ৭০১০.৯০.০০) এবং বী কীপিং মেশিনারী (এইচএসকোড ৮৪৩৬.১০.০০) এর শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা;

(ঘ) রক সল্ট (এইচএসকোড ২৫০১.০০.২০) এর এইচএসকোড পরিবর্তন;

(ঙ) মৌমাছি (এইচএসকোড ০১০৬.৪১.০০) এর উপর আরোপিত শুল্কহার প্রত্যাহার প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন আয়ুর্বেদিক ঔষধ শিল্পের প্রসারের জন্য ঔষধ তৈরীতে ব্যবহৃত সকল কাঁচামাল/মেশিনারীজ আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ

করেছে। লক্ষ্য করা যায় যে, হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক ও আয়ূর্বেদিক মেডিসিনের এইচ.এস.কোড একই। এ ঔষধ চীন, জার্মানী, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশ থেকে আমদানি হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বর্ণিত তিন ক্যাটাগরীর মেডিসিন ২৯৭ টন এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৯৬ টন আমদানি হয়েছে। এইচ.এস.কোড ১২১১৯০২৯ এর বিপরীতে ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২১৩৯ মেঃটন এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৩২৯ মেঃটন আমদানি হয়েছে। অর্থাৎ, ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমদানি হ্রাস পেয়েছে। প্রতিকেজি রক্তচন্দন, দেবদারু ও চিতামূল এর মূল্য ছিল ১১০.৩৯ টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৪৫ টাকা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, দাম বৃদ্ধির ফলে আমদানি হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং এর উপর বর্তমান শুল্ক হার ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করা যায়।

পিপুল গোলমরিচ ও কাবাবচিনি ২০১১-১২ অর্থ বছরে সামান্য আমদানি হলেও ২০১২-১৩ অর্থবছরে কোন আমদানি হয়নি। এমতাবস্থায়, এর উপর শুল্কহার ২৫% থেকে হ্রাস করে ১০% আরোপ করা যায়। ২০১১-১২ অর্থ বছরে এ এইচ.এস.কোডের বিপরীতে ৪৪১০ মেঃ টন এবং ২০১২-১৩ তে ৬৪৩২৫ মেঃ টন আমদানি হয়েছে। যেহেতু আমদানির পরিমান অধিক তাই শুল্কহার অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩ মেঃ টন এবং ২০১২-১৩ তে ২০ মেঃটন আমদানি হয়েছে। যেহেতু আমদানির পরিমান খুবই কম সেহেতু আমদানির উপর সম্পুরক শুল্ক প্রত্যাহার এবং আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে ১০% এ কমিয়ে আনা যেতে পারে।

রক সল্ট এইচ.এস.কোড ২৫০১০০২০ এর বিপরীতে গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২.১৯ লক্ষ মেঃ টন এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৯.৫৬ লক্ষ মেঃ টন আমদানি হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে দেশে লবণ উৎপাদন কম হওয়ার কারণে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে লবণের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের লবন চাষীদের সহায়তার নিমিত্ত লবন আমদানির উপর শুল্ক হার ধার্য করা হয়েছে। লবণ আমদানিতে উচ্চ শুল্কহার ও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে দেশীয় লবণ চাষীদের সহায়তা করা। তবে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এইচ.এস.কোড ২৫০১.০০.১০ এর বিপরীতে মোট শুল্কহার ৩৭.০৭% প্রদানপূর্বক লবণ আমদানি করা হয়ে থাকে। গত জুলাই ২০১৩ হতে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৭৮৪৪ মেঃ টন এবং কষ্টিক সোডা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৪০,০০০ মেঃ টন আমদানি হয়েছে। সুতরাং আয়ূর্বেদিক মেডিসিন তৈরীতে রক সল্ট আমদানিতে এইচ.এস.কোড ২৫০১.০০.১০ এর বিপরীতে রক সল্ট আমদানির সুযোগ রয়েছে।

বংশলোচন ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬৯৬ টন এবং ২০১২-১৩ তে ২৬৪৩ মে. টন আমদানি হয়েছে। ২০১১-১২ এর তুলনায় ২০১২-১৩ তে বংশলোচন আমদানির পরিমান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, এর বিকল্প ব্যবহার রয়েছে। এ জন্য এর শুল্ক হার অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

কিসমিস আমদানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৪৫৯৭ মেঃটন এবং ২০১২-১৩ এ ২৫০৬ মেঃ টন কিসমিস আমদানি হয়েছে। আমদানির পরিমান অধিক বিধায় শুধুমাত্র আয়ুর্বেদিক মেডিসিন বানানোর জন্য যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ২০% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

গত ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরের এসফল্ট আমদানি সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এইচ.এস.কোড ২৭১৫০০০০ এর বিপরীতে ২০১১-১২ তে ১৬ টন ও ২০১২-১৩ তে ৭০ টন এসফল্ট আমদানি হয়েছে। যেহেতু আমদানির পরিমান খুবই কম সেহেতু এর শুল্কহার ১০% থেকে ৫% করা যেতে পারে।

২০১১-১২ অর্থ বছরে এইচ.এস.কোড ২১০১১১০০ এর বিপরীতে এসট্রাক্টস আমদানী হয়েছে ২৭০ মেঃটন এবং ২০১২-১৩ তে আমদানী হয়েছে ২১০ মেঃটন। যেহেতু আমদানী কম সেহেতু এর শুল্ক হার ২৫% থেকে কমিয়ে ১০% করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন মধুর উপর শুল্কহার বৃদ্ধিসহ সম্পুরক শুল্ক আরোপ, মৌমাছি আমদানিতে বর্তমান শুল্কহার অপরিবর্তন, রয়্যাল জেলি ও প্রপলিশ এর উপর শুল্কহার বৃদ্ধি এবং পেপার ও পেপার বোর্ডের শুল্কহার বৃদ্ধির জন্য আবেদন করে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১১-১২ অর্থবছরে ২২০ টন মধু ১৪৪.৪৪ টাকা দরে এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২৫২ টন প্রতি কেজি ১৫১ টাকা দরে আমদানি হয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বড় আকৃতির অনধিক ২০০ টি মধুর খামার রয়েছে। এ খামারগুলোতে গড়ে ৩০ থেকে ৪০ টি বাক্স থাকলে এবং বাক্স প্রতি বছরে মধু উৎপাদন সর্বোচ্চ ৪০ কেজি হলে মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৩২০০ মেঃ টন। পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১৮০০ মেঃটন, ২০১০-১১ তে ২৩০০ মেঃটন, ২০১১-১২ তে ২২০০ মেঃটন ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২৬০০ মেঃটন মধু উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩-১৪ তে ৩৩০০ মে. টন মধু উৎপাদিত হতে পারে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশে উৎপাদনের পরিমান ও আমদানির পরিমান একত্রে ২৮৫২ মেঃটন হয়। এ ২৮৫২ মেঃটন মধু সম্পুর্ণ বিক্রয় করা হয়েছে বলে ধরা হলে ২৮৫২ মেঃ টনই হবে দেশের মধুর বার্ষিক চাহিদা। মধু উৎপাদনের তুলনায় দেশে মধু আমদানির পরিমাণ নগন্য হওয়ার কারণে আমদানিকৃত মধুর উপর বর্তমান শুল্কহার বহাল থাকতে পারে।

মৌমাছি একটি পতঙ্গ। যা বিভিন্ন ফুল হতে পুস্পরস ও ফুলের পরাগ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ ও বংশ বিস্তার করে থাকে। সাধারণত মৌমাছি পরাগায়ণের মাধ্যমে ফুল হতে মধু এবং পলেন উৎপাদন করে থাকে, যার সংরক্ষণের জন্য মৌমাছি শতভাগ মোম দ্বারা এক বা একাধিক চাক তৈরী করে থাকে। সারা বিশ্বে প্রকৃতিগতভাবে ৪ প্রকার মৌমাছি রয়েছে। যারা মধু আহরণ করতে সক্ষম এগুলো হলো (১) এপিস ডরসাটা (২)এপিস মেলিফেরা (৩) এপিস সোরনা এবং(৪) এপিস ফ্লোরিয়া। একটি মৌমাছি ডিম হতে শুরু করে পুর্ণাঙ্গ মৌমাছি হতে সময় লাগে সর্বমোট ২১ দিন। আমদানি তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দেশে কোন মৌমাছি আমদানি হয় না। সুতরাং এর উপর আরোপিত শুল্কহার প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

প্রোপলিশ যা কর্মী মৌমাছিরা বিভিন্ন ফুল থেকে সংগ্রহ করে এবং পরবর্তিতে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য চাকের ঘরে রেখে দেয়। এটি উৎস ভেদে বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে। পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০১১-২০১২ অর্থ

বছরে প্রোপলিশ ২৫৪৯ মে: টন, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৪,১৯৬ মে:টন আমদানি হয়েছে। যেহেতু প্রোপলিশ এর আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে সেহেতু বর্তমান শুল্ক হার অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।

পলেন যা কর্মী মৌমাছির পায়ের সাথে আসে এবং মধুর সংস্পর্শে এসে বাক্সের দরজার কাছে জমা হয় যা মৌমাছি পা থেকে পড়ে যায়। এর মধ্যে ভিটামিন,মিনারেল, কার্বহাইড্রেট লিপিড এবং প্রোটিন বিদ্যমান। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পলিন গত দু'অর্থ বছরে আমদানি হয়নি। এমতাবস্থায় শুল্ক হার অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

২০১১-১২ অর্থ বছরের আমদানি তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৫৭ কোটি টাকায় ৫৩৩৫ মে: টন এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২৯ কোটি টাকা ২৬৮৮ মে: টন পেপার এন্ড পেপার বোর্ড আমদানি হয়েছে। উল্লেখ্য, উভয় বছরে আমদানি মূল্য প্রতিকেজি ১০৬ টাকা ছিল। আমাদের দেশে পেপার এন্ড পেপার বোর্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সে কারণে এর শুল্ক হ্রাস করা যৌক্তিক হবে না।

আমদানি তথ্য পর্যালোচনা দেখা যায় যে, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৭৮ কোটি টাকায় ১১০০০ টন প্রতি কেজি ৬৯ টাকা মূল্যে এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৮৮ কোটি টাকায় ১২০৭৩। মন প্রতি কেজি ৭৩ টাকায় আমদানি হয়েছে। কিন্তু গদ্বাস, বোতল ও জার উৎপাদনকারী শিল্প দেশে বিদ্যমান। এজন্য এর শুল্ক হার হ্রাস করা যৌক্তিক হবে না।

পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৫২ কোটি টাকার এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১২২ কোটি টাকা মূল্যের বী কীপিং মেশিনারী আমদানি হয়েছে। যেহেতু বিগত দু'বছরে বী কীপিং মেশিনারী আমদানি হওয়ার কারণে প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল আমদানিকৃত মেশিনারী দিয়ে মৌমাছি লালন পালন করা যাবে এবং মধুর উৎপাদন বৃদ্ধি করবে সুতরাং এ সকল পণ্যের শুল্কহার অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

(ক) রক্তচন্দন, দেবদারু চিতামূল ইত্যাদি (এইচএসকোড ১২১১.৯০.২৯), এসফল্ট (এইচএসকোড ২৭১৫.০০.০০), পলেন (এইচএসকোড ০৪১০.০০.৯০) এর আমদানি শুল্ক ১০% থেকে ৫%-এ হ্রাস করা যেতে পারে;

(খ) পিপুল, গোলমরিচ ও কাবাবচিনি (এইচএসকোড ০৯০৪.১২.০০), শতমূল (এইচএসকোড ০৭০৯.২০.৯০), এসট্রাক্টস (এইচএসকোড ২১০১.১১.০০) এর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে ১০%-এ হ্রাস করা যেতে পারে;

(গ) ছোট এলাচ, বড় এলাচ, জায়ফল ইত্যাদি (এইচএসকোড ০৯১০.১১.৯০), বংশলোচন (এইচএসকোড ১২১১.৯০.৯৯), কিসমিস (এইচএসকোড ৮০০৬.১০.৯০), মধু (এইচএসকোড ০৪০৯.০০.৯০), প্রোপলিশ (এইচএসকোড ৩৩০৪.৯৯.০০), পেপার এন্ড পেপার বোর্ড (এইচএসকোড ৪৮০২.৫৪.১০), গ্লাস, বোতল ও জার (এইচএসকোড ৭০১০.৯০.০০) এবং বী কীপিং মেশিনারী (এইচএসকোড ৮৪৩৬.১০.০০) এর শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে;

(ঘ) আয়ূর্বেদিক মেডিসিন তৈরীতে রক সল্ট আমদানিতে এইচ.এস.কোড ২৫০১.০০.১০ এর বিপরীতে রক সল্ট আমদানির সুযোগ রয়েছে। তাই আয়ূর্বেদিক মেডিসিন তৈরীতে রক সল্ট এইচএসকোড ২৫০১.০০.২০ এর পরিবর্তে ২৫০১.০০.১০-এ আনা যেতে পারে;

(ঙ) মৌমাছি (এইচএসকোড ০১০৬.৪১.০০) এর উপর আরোপিত শুল্কহার প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

(ক) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি;

(খ) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি;

(গ) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে;

(ঘ) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি;

(ঙ) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.২.১৪ বিষয়ঃ সাইকেলের ইনার টিউব (এইচএসকোড ৪০১৩.২০.০০) এর কাঁচামাল Rubber Process Oil (এইচএসকোড ২৭১০.১৯.১৯) এর আমদানি শুল্ক হ্রাস এবং রেগুলেটরী ডিউটি আরোপ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ বাই সাইকেল এন্ড পার্টস ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে আমদানিকৃত ইনার টিউব এবং এর উপর আরোপিত শুল্ক হার ও মূল্য কম হওয়ায় তারা স্থানীয় ভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন ভাবেই টিকে থাকতে পারছে না বলে জানিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা ইনার টিউব আমদানিতে শুল্ক হার বৃদ্ধি করে ২৫% ও সম্পূরক শুল্ক ২০% আরোপের আবেদন করেছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেশে ১২টি টিউব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সম্পূর্ণায়িত ও কাঁচামালের উপর বর্তমানে আরোপিত শুল্ক হারে তাদের সহায়তার মাত্রা হচ্ছে ৩৮.৪৯%।

পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ইনার টিউব গড়ে প্রতি কেজি ১৬৯ টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রতিকেজি ১৫২ টাকা দরে আমদানি হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, ভারত থেকে ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রতিকেজি ১১৫ টাকা দরে এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রতিকেজি ১৩৫ টাকা দরে আমদানি হয়েছে। অন্যদিকে দেখা যায় যে, দেশে উৎপাদিত টিউবের উৎপাদন খরচ প্রতিকেজি ২৯৯ টাকা। এতে বুঝা যায় দেশে আন্ডার ইনভয়েসিং অথবা ডাম্পিং এর মাধ্যমে ইনার টিউব আমদানি হচ্ছে। উল্লেখ্য, ইনার টিউব উৎপাদনের বিভিন্ন কাঁচামাল এর মধ্যে একটি কাঁচামাল হচ্ছে রাবার প্রসেস অয়েল যার উপর মোট ৭৯.৪৭% শুল্ক আরোপিত রয়েছে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

Rubber Process Oil (এইচএসকোড ২৭১০.১৯.১৯)-এর উপর বর্তমান শুল্ক হার ২৫% থেকে হ্রাস করে ১০% করা যেতে পারে এবং রেগুলেটরী ডিউটি ১০% আরোপ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

৫.২.১৫ বিষয়ঃ সিমেন্ট ক্লিংকার (এইচএসকোড ২৫২৩.১০.২০) এর আমদানি শুল্ক প্রতি মে. টন টাকা ৫০০/- থেকে হ্রাস করে ২০০/- নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

দেশীয় সিমেন্ট উৎপাদনকারী শিল্পসমূহ দেশের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটিয়ে পণ্যটি বিদেশে রপ্তানি করছে। দেশে বর্তমানে সিমেন্টের চাহিদা প্রায় ২.০ কোটি মে. টন এবং উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২.৫ কোটি মে. টন বলে জানা যায়। দেশে উৎপাদিত সিমেন্টের গুণগত মানও ভাল। গত দুই বছরের আমদানি তথ্য অনুযায়ী দেশে সিমেন্ট খুবই কম অর্থাৎ ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২২,০৮৫ মে. টন এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩১,৬৫৮ মে. টন সিমেন্ট দেশে আমদানি হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের সিমেন্ট শিল্প সরকারের কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে অনুকূল অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন স্পেসিফিক শুল্ক ৫০০/- টাকা থেকে ২০০/-টাকা হ্রাসের আবেদন করেছে।

সিমেন্ট উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল সিমেন্ট ক্লিংকার। খনিজ পদার্থ লাইম থেকে ক্লিংকার তৈরি হয়। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩৫-৪০ টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী শিল্প সিমেন্ট উৎপাদন করে আসছে। লাফার্জ এবং ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ছাড়া অন্য কোন শিল্প ক্লিংকার তৈরি করে না। লাফার্জ সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ক্লিংকারের নিজস্ব চাহিদা মিটিয়ে দেশের চাহিদার ২৫% মেটাতে সক্ষম হলেও বর্তমানে লাফার্জ এবং হোলসিম সিমেন্ট ফ্যাক্টরি একীভূত হওয়ার ফলে দেশে ক্লিংকারের চাহিদা মেটানোর জন্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। অন্যদিকে, ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি শুধু নিজেদের প্রয়োজনীয় ক্লিংকার তেরি করে থাকে। সুতরাং দেখা যায় ক্লিংকার সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর কাঁচামাল এবং সিমেন্ট তৈরিতে মোট উৎপাদন খরচের ৫৫% এর অধিক ব্যয় করতে হয়। আমদানি তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩৬ লক্ষ মে. টন অর্থাৎ মোট আমদানির ৪৪% এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৬৪ লক্ষ মে. টন অর্থাৎ মোট আমদানির ৬২.৫% ক্লিংকার ভিয়েতনাম থেকে দেশে আমদানি হয়েছে। আমদানি তথ্য মোতাবেক প্রতি টনে ৫০০ টাকা শুল্ক আরোপিত থাকলে গণনা করে দেখা যায় যে, ক্লিংকার আমদানিতে মোট শুল্ক ৩১.৫৪% প্রদান করতে হয়। সম্পূর্ণায়িত পণ্য সিমেন্টের শুল্ক হার ও অন্যান্য কাঁচামালের শুল্ক হার বিবেচনায় নিয়ে দেখা যায় যে, শিল্পটির সহায়তার মাত্রা হবে ১২৫%। ক্লিংকারের মোট আমদানির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০১১-১২ অর্থ বছরে দেশে ৫৪.৪২ লক্ষ মে. টন এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৬৭.০১ লক্ষ মে. টন সিমেন্ট দেশে উৎপাদন হয়েছে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

সিমেন্ট ক্লিংকার এর উপর বিদ্যমান শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.২.১৬ বিষয়ঃ Nylon Foil (25 Micron) (এইচএসকোড ৩৯২০.৯২.৯০) এর আমদানি শুল্ক আরোপিত শুল্ক হার ২৫% থেকে ৫%-এ হ্রাসকরণ এবং PVC Film (এইচএসকোড ৩৯২০.৪৯.১০) উপর আরোপিত শুল্ক হার ১০% থেকে ৫%-এ হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ প্লাষ্টিক দ্রব্য প্রস্তুত কারক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন অমুদ্রিত Blister Foil তা আমদানি করে এবং কিছু প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর Printed Blister Foil হিসেবে মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদন করে। এ দুটো পণ্যের উপর শুল্ক হার ৫% আরোপিত রয়েছে। উল্লেখ্য, মুদ্রিত Blister Foil ফ্যার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীগুলো ৫% শুল্ক পরিশোধ করে আমদানি করে থাকে। অন্যদিকে যারা অমুদ্রিত পণ্য এনে মুদ্রিত করে তারাও ৫% শুল্ক হারে আমদানি করে। উল্লেখ্য, মূদ্রিত ও অমূদ্রিত Blister Foil এর এইচএসকোড একই।

ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Aluminium Foil (135-140 Micron) ৫% শুল্ক পরিশোধ করে আমদানি করে। এ পণ্যটি উৎপাদনের জন্য Aluminum Foil (50Micron), Nylon Foil (25 Micron) এবং PVC Film প্রয়োজন হয় যার উপর শুল্ক হার যথাক্রমে ৫%, ২৫% ও ১০% রয়েছে। এ ৩ টি পণ্য দিয়ে Aluminium Foil (135-140 Micron) তৈরী করা হয় যার উপরেও ৫% শুল্ক আরোপিত রয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Aluminum Foil (135-140 Micron) এবং মুদ্রিত Blister Foil-এ দুটো মধ্যবর্তী পণ্যের সমন্বয়ে Aluminium Blister Foil তৈরী হয়, যা দ্বারা বিভিন্ন ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত ঔষধ মোড়কজাত করা হয়। সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন মুদ্রিত Blister Foil এর উপর শুল্ক হার ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫%, Nylon Foil (25Micron) এর উপর আরোপিত শুল্কহার ২৫% থেকে ৫% এবং PVC Film (60Micron) এর উপর বর্তমান শুল্কহার ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% আরোপের আবেদন করেছে। উল্লেখ্য সম্পূর্ণায়িত পণ্য Aluminium Blister Foil এর কোন এইচএসকোড নেই। ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মুদ্রিত Blister Foil ও Aluminum Foil আমদানি করে-Tablet মোড়কজাতপূর্বক বাজারজাত করে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

Nylon Foil এর উপর বর্তমান আরোপিত শুল্ক হার ২৫% থেকে হ্রাস করে ৫% এবং PVC Film এর উপর বর্তমান আরোপিত শুল্ক হার ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

Nylon Foil এর উপর আরোপিত শুল্ক হার ২৫% থেকে ১০%-এ হ্রাস করা হয়েছে।

৫.২.১৭ বিষয়ঃ পার্টিক্যাল বোর্ড (এইচএসকোড ৪৪১০.১১.১০) উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহের আমদানি শুল্ক হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

পার্টেক্স স্টার পার্টিকেল বোর্ড জানিয়েছে যে, দেশে ৯টি পার্টিকেল বোর্ড উৎপাদনকারী শিল্প রয়েছে। তাদের উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল পাটখড়ি। উল্লেখ্য, পণ্যটি বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের জন্য মোট শুল্ক ৯২.৩০% প্রদান করতে হয়। কিন্তু VAT Registered Furniture Exporting Industries এর ক্ষেত্রে মোট শুল্ক হার ৩১.৫% দিতে হয়। এ সুযোগে রপ্তানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পার্টিকেল বোর্ড স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পার্টিকেল বোর্ড উৎপাদনে যে সকল কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় সেগুলোর উপর অধিক শুল্কহার আরোপিত রয়েছে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

VAT Registered Furniture Exporting Industries এর বিপরীতে বর্ণিত এইচএসকোড বিলুপ্ত করা যেতে পারে। পার্টিকেল বোর্ডের কাঁচামাল মেলামাইন ডেকোরেটিভ পেপার, Parafin Wax ও Sending Paper এর শুল্ক হার ২৫% থেকে হ্রাস করে ১০% করা যেতে পারে এবং আরডি আরোপ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

মেলামাইন ডেকোরেটিভ পেপার এর শুল্ক হার হ্রাস করা হয়েছে।

৫.২.১৮ বিষয়ঃ সেকেন্ডারী কোয়ালিটি কালার কয়েল/সিট EG, GA & Color কয়েল/সিট (এইচ এস কোড ৭২১০.৩০.০০, ৭২১০.৪৯.৯০, ৭২১০.৬৯.৯০ এবং ৭২১০.৭০.৯০) এর উপর বর্তমান আরোপিত শুল্ক হার ২৫% থেকে ১০% হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ আয়রণ এন্ড ষ্টীল ইমপোর্টার এসোসিয়েশন কৃষি কাজে ব্যবহৃত কোদাল, কাঁচি, বেলচা ইত্যাদি, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত আলমারী, কেবিনেট, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ষ্টীলের পণ্য উৎপাদন করে। দেশে এ জাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বর্তমানে বর্ণিত সকল সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে ২% থেকে ২৫% পর্যন্ত শুল্ক হার বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে ২% শুল্ক বিদ্যমান। বর্তমান অর্থ বছরে বাংলাদেশ আয়রণ এন্ড ষ্টীল ইমপোর্টার এসোসিয়েশন সেকেন্ডারী কোয়ালিটি কালার কয়েল/সিট যার এইচ এস কোড ৭২১০.৩০.০০, ৭২১০.৪৯.৯০, ৭২১০.৬৯.৯০ এবং ৭২১০.৭০.৯০ এর শুল্ক ২৫% থেকে হ্রাস করে ১০% করার অনুরোধ করে। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এসোসিয়েশন কমিশনে আবেদন করে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বর্ণিত এইচএসকোডের বিপরীতে ৫% রেগুলেটরী

ডিউটি প্রত্যাহার করে। বর্তমান অবস্থায় দেখা যায় যে, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক হার আমদানিকৃত কাঁচামালের শুল্ক হারের চেয়ে কম, যা যৌক্তিক নয়।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

সেকেন্ডারী কোয়ালিটি কালার কয়েল/সিট এইচ এস কোড ৭২১০.৩০.০০, ৭২১০.৪৯.৯০, ৭২১০.৬৯.৯০ এবং ৭২১০.৭০.৯০ এর উপর বর্তমান আরোপিত শুল্ক হার ২৫% থেকেহ্রাস করে ১০% করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

৫.২.১৯ বিষয়ঃ Mosquito Coil (এইচ এস কোড ৩৮০৮.৯১.২১) এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক হার ৪৫% থেকে ৭৫%-এ উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে।

Mosquito Coil এর উপর সম্পূরক শুল্ক হার ৪৫% থেকে ৭৫% এ বৃদ্ধির জন্য ACI Ltd আবেদন করেছে। গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১০৪৩.৪০ মে. টন ৭৬.৮২ টাকা কেজি দরে এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩২৫৭ মে. টন ৯২.১৩ টাকা কেজি দরে Mosquito Coil আমদানি হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Mosquito Coil উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে টাবু পাউডার, সুমিয়ন ৫ইসি, অংগক স্ট্রার্চ পাউডার, পারফিউম মী-হাসনাইয়ানা, রোডামিন বি এবং কালার ফর রেড কয়েল ব্যবহৃত হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, পারফিউম-মী হাসনাইয়ানা এর উপর শুল্ক আরেপিত শুল্ক হার সম্পূর্ণায়িত পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক হারের সমান।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

Mosquito Coil এর উপর বিদ্যমান আরোপিত শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

৫.২.২০ বিষয়ঃ Aerosol এবং Air Freshener এর কাঁচামাল TIN CONTAINER (এইচএসকোড ৪৮১৯.১০.০০) এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক হারহ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

ACI Ltd তাদের দ্বারা উৎপাদিত Air Freshener এবং Aerosol আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক ৪৫% আরোপের জন্য আবেদন করেছে। Aerosol গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২৭১ মেঃ টন ১১২২.৪২ টাকা কেজি দরে এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২৮২ মেঃ টন ৯৭২ টাকা কেজি দরে আমদানি হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এরোসোল ও এয়ার ফ্রেশনার উৎপাদনে একটিভ প্রিমিক্স, মলিকুলার সীভ, ভাল্ব বাটন এবং টিন কনটেইনার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, টিন কনটেইনারের উপর আরোপিত শুল্কহার সম্পূর্ণায়িত পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক হার অপেক্ষা বেশী।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

Aerosol ও Air Freshener এর কাঁচামাল TIN CONTAINER এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

TIN CONTAINER এর উপর আরোপিত শুল্কহার ২০% থেকে ১৫% করা হয়েছে।

৫.২.২১ বিষয়ঃ টেক্সটাইল শিল্পের কাঁচামাল পেট চীপস (এইচএসকোড ৩৯০৭.৬০.১০), সিনথেটিক ফিলামেন্ট টো (এইচএসকোড ৫৫০১.৩০.১০) এবং টেনসিল ফাইবার (এইচএসকোড ৫৫০৪.৯০.০০) এর উপর আরোপিত শুল্ক হার হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন Pet Chip এর উপর আরোপিত শুল্ক হার ৫% প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Pet Chip থেকে পলিয়েস্টার ফিলামেন্ট ইয়ার্ন ও পলিয়েস্টার ইয়ার্ন উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে সমিতির অন্তর্ভুক্ত ৮/১০ টি মিল পলিয়েস্টার ইয়ার্ন তৈরী করছে। পেট চীপস এর মাধ্যমে যে কাপড় উৎপাদন হয়, তার উৎপাদন খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়। অনেক সাশ্রয়ী মূল্যে তা বাজারজাত করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক বাজরে তুলার মূল্য বৃদ্ধি পেলে তা থেকে উৎপাদিত সূতার উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে আমদানিকৃত তুলার উপর আরোপিত শুল্ক হার ০% রয়েছে। তুলার উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য Pet Chip এর উপর আরোপিত শুল্ক হার কমানো যায় কিনা তা দেখা যেতে পারে। পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, Pet Chip দ্বারা উৎপাদিত পলিয়েস্টার ফিলামেন্ট বা পলিয়েস্টার ইয়ার্ন এর উপর মোট শুল্ক হার রয়েছে ৩৭.০৭%।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন সিনথেটিক ফিলামেন্ট টো এর শুল্ক হার প্রত্যাহারের আবেদন করেছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিনথেটিক টো থেকে এক্রেলিক ইয়ার্ন তৈরী হয়। তাছাড়া এক্রোলিক সুতা দিয়ে তৈরী সোয়েটারের চাহিদার কারণে ইতোমধ্যে ৫/৬টি সোয়েটার কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন BTMA-এর প্রত্যয়ন সাপেক্ষে টেনসিল ফাইবার এর উপর আরোপিত শুল্ক হার ৫% ও মূল্য সংযোজন কর ১৫% প্রত্যাহারের আবেদন করেছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় বর্তমানে স্পিনিং মিলসমূহ কাঁচাতুলা, ভিসকস ও পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার এর সাথে টেনসিল ফাইবারের মিশ্রণের মাধ্যমে উন্নত সুতা তৈরী করে। এতে সুতার স্ট্রেনথ বৃদ্ধি পায় ও ঔজ্জল্য বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে কাঁচা তুলার মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয় বিধায় বর্তমানে এ সুতার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

Pet Chip, সিনথেটিক ফিলামেন্ট টো ও টেনসিল ফাইবার এর উপর বিদ্যমান শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

Pet Chip ও সিনথেটিক ফিলামেন্ট টো এর শুল্কহার পরিবর্তিত হয়েছে এবং টেনসিল ফাইবার এর উপর বিদ্যমান শুল্ক হার বহাল রয়েছে।

৫.২.২২ বিষয়ঃ কাঁচা চামড়ার (এইচএসকোড হেডিং নং ৪১.০১, ৪১.০২ এবং ৪১.০৩ এর অধীন) উপর আরোপিত শুল্ক হারহ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ হাইড এন্ড স্কীন মার্চেন্টস এসোসিয়েশন কাঁচা চামড়া বিনা শুল্কে আমদানি করার আবেদন করেছে। এছাড়া এসোসিয়েশনের সদস্যদের কাঁচামাল আমদানি করার অনুমতি প্রদান এবং লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করেছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প জিটিজেড এর দেয়া তথ্য মোতাবেক ২০০৬ সালে ৯৬ টি ছিল যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২০৬টিতে দাঁড়িয়েছে। এ শিল্পটি কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করে প্রথমে Wet Blue, পরবর্তীতে Crust এবং পরে Finished চামড়া উৎপাদন করে। এ Finished চামড়া দেশে যে পরিমাণ উৎপাদন হয় তার ১৫% দেশে ব্যবহার হয়। অবশিষ্ট ৮৫% চামড়া রপ্তানি হয়। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ২০১১ সালে একটি চামড়া প্রক্রিয়াকরণ ও চামড়া থেকে উৎপাদিত পণ্যের উপর একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এতে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে বছরে ৩৪.৫৭ মিলিয়ন পিসেস গরু, ছাগল, ভেড়া ও ষাঁড়ের চামড়া সংগ্রহ করা হয়। এ সংগ্রহকৃত চামড়া থেকে ২০০ মিলিয়ন বর্গফুট কাঁচা চামড়া পাওয়া যায় যা দিয়ে বাংলাদেশে যে প্রক্রিয়াকরণ শিল্প রয়েছে তার উৎপাদন ক্ষমতার ৪০% ব্যবহার করা যায়। বাকী ৬০% অব্যবহৃত থাকে। উল্লেখ্য, সাভার চামড়া নগরীতে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থানান্তরিত হলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

কাঁচা চামড়ার উপর বর্তমান শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.২.২৩ বিষয়ঃ অ্যালুমিনিয়াম প্লেট, শীটস ও স্ট্রীপ (এইচএসকোড ৭৬০৬.১২.০০) উপর আরোপিত শুল্ক হার হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

বিলট্রেড ফয়েলস লিঃ ঢাকার ধামরাই এর কালামপুরে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল শিল্প স্থাপন করতে যাচ্ছে। এর উৎপাদন ১৫ই জুলাই ২০১৫ সালে আরম্ভ হবে। তারা জানিয়েছে যে, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসেবে ২০০ মাইক্রোনের অধিক পুরুত্বের অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটকে কোল্ড রোলিং প্রসেস এর মাধ্যমে ৬-১২০ মাইক্রোন পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল পেপারে রূপান্তর করা হবে। প্রতিষ্ঠানটি আরও জানিয়েছে যে, তারা যে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল উৎপাদন করবে তার শুল্কহার কাঁচামালের শুল্কহারের চেয়ে কম। সে কারণে তারা অ্যালুমিনিয়াম প্লেট, শীট ও স্ট্রীপ এর শুল্ক হার ১০% থেকেহ্রাস করে ০% করার আবেদন করেছে।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের মোট চাহিদার ৪৯% ফার্মাসিউটিক্যাল, ৩৯% সিগারেট শিল্প, ১১% খাদ্য ও কনটেইনারের জন্য ১% ব্যবহার করা হয়। আমদানির পরিমাণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ৩০৭২ মে. টন, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৩৪৩২ মে. টন, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৪০৭৫ মে. টন এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৮৮৮ মে. টন আমদানি হয়েছে। এ

আমদানি তথ্য থেকে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল এর চাহিদা ৩০০০ মে. টনের অধিক বলে ধারণা করা যায়। অন্যদিকে বিলট্রেড ফয়েল লিঃ জানিয়েছে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ১৩,০০০ মে. টন। এ উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিকভাবে উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ২১% ব্যবহার করতে পারবে বলে প্রতীয়মান। তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, অ্যালুমিনিয়ামের আমদানি মূল্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রতিকেজি ২৪২ টাকা যা ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৫ টাকা হয়েছে। অন্যদিকে দেখা যায় যে, Aluminium Plates, Sheet ও Strip এর আমদানি হয়েছে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ২১৪৩ মে. টন, ২০১০-১১ তে ২০১০ মে.টন, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৮৮৮ মে.টন এবং ২০১২-১৩ তে ১২১৬ মে. টন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, Aluminium Plates, Sheet ও Strip এর আমদানি প্রতিবছর হ্রাস পাচ্ছে। যেহেতু এগুলোর আমদানি হচ্ছে সেহেতু এর বিকল্প ব্যবহার আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

অ্যালুমিনিয়াম প্লেট, শীটস ও স্ট্রীপ এর উপর বর্তমান আরোপিত শুল্ক হার ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

৫.২.২৪ বিষয়ঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কাঁচামাল প্লাষ্টিক ক্যাপ এন্ড ড্রপার ওয়াসার (এইচএসকোড ৩৯২৩.৫০.০০) এবং সীলার লাইনার (এইচএসকোড ৭৬০৭.২০.১০) উপর আরোপিত সম্পুরক শুল্ক হার হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের আবেদনে জানা যায়, তাঁরা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স প্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। ঔষধের উন্নত মোড়ক সামগ্রির জন্য কাঁচের ও প্লাষ্টিকের বোতল, বোতলের ক্যাপ আমদানি করতে হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও. ১৬৭-আইন/২০০৫/২০৭৫/শুল্ক-Customs Act. 1969 (Act IV of 1969) এর Section 21(b)-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ক) TABLE-I এর কলাম (2) এ বর্ণিত H.S. Code এর বিপরীতে কলাম (3)-তে উল্লিখিত পণ্যের উপর আরোপনীয় আমদানি শুল্ক যে পরিমাণে ৭.৫% এবং TABLE-II এর কলাম (২) এ বর্ণিত এইচএস কোডের বিপরীত কলাম (৩)-তে উল্লিখিত পণ্যের উপর আরোপনীয় আমদানি শুল্ক যে পরিমাণে ১৫% প্রদান করার বিধান রয়েছে। কিন্তু, অন্যান্য

আমদানিকারকদের জন্য শুল্ক রয়েছে ৩৯.৪৭%, ১০৭.৯১% এবং ১৫৪.৭৪% । বর্ণিত এসআরও অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত শুল্ক সুবিধা পাওয়ার দাবীদার। কারণ ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচ কম রাখার উদ্দেশ্যেই টেবিল-১ এবং টেবিল-২ তে শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তথ্যে দেখা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে উন্নতমানের শত শত প্রকারের ক্লোজার/ক্যাপ তৈরি হচ্ছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমেরিকা, ভারতসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানিও করা হয়।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

প্লাষ্টিক ক্যাপ এন্ড ড্রপার ওয়াসার এবং সীলার লাইনার এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সীলার লাইনার এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ৩০% থেকে ২০% করা হয়েছে।

৫.২.২৫ বিষয়ঃ জরি পাউডারের কাঁচামাল পলি ইথাইলিন টেরিপিথেলেড ফিল (পেট ফ্লিম) (এইচএসকোড ৩৯২০.৬২.৯০) উপর আরোপিত আমদানি শুল্ক হার হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

মেসার্স এন.এস ইন্ডাষ্ট্রিজ জরি পাউডার তৈরিকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান। জরি পাউডারের একমাত্র কাঁচামাল পলি ইথাইলিন টেরিপিথেলেড ফিল্ম (পেট)। পেট-এর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে হ্রাস করে ৫% করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। পেট-ফিল্ম আমদানি করে মেশিনের সাহায্যে চূর্ণ করে জরী পাউডার তৈরি করা হয়। এই জরী জুতা, ব্যাগ, আর্ট ও ক্র্যাপ্ট, সিরামিক, চুড়ি, জুয়েলারী সামগ্রি, প্লাষ্টিক, থ্রী-পিস ও শাড়ীর উপর নকশা অলঙ্করণে ও মৃত্তিকা শিল্পে ব্যবহৃত হয়। দেশে এর অনেক চাহিদা রয়েছে। পূর্বে এই জরি পাউডার শতভাগ আমদানি হত। আবেদনকারীর তথ্য মতে এর বিকল্প ব্যবহার নাই। রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্পে এই পাউডার প্রচুর ব্যবহৃত হয়। আবেদনকারীর বক্তব্য জরি পাউডারের আমদানি শুল্ক ৫% অথচ এর কাঁচামালের শুল্ক ২৫%। অধিক হারে শুল্ক দিয়ে কাঁচামাল আমদানির পর প্রতিষ্ঠানটি আমদানিকৃত পাউডারের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। পেট ফিল্মের (৩৯২০.৬২.৯০) সাদৃশ্য পণ্য জরি সুতার কাঁচামাল দেখতে অনেকটা একই রকম, যদিও পুরুত্ব ভিন্ন এবং কোডও ভিন্ন। কাজেই সাদৃশ্য পণ্যের শুল্ক হার হ্রাস করা হলে অন্যান্য সমজাতীয় পণ্যও কম শুল্কে আমদানি হওয়ার সুযোগ থাকে। তারপরেও যেহেতু কাঁচামালটির কোন বিকল্প ব্যবহার নেই সেহেতু শুল্ক হার হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশঃ

পলি ইথাইলিন টেরিপিথেলেড ফিল (পেট ফ্লিম) এর উপর বিদ্যমান আরোপিত শুল্ক হার ২৫% থেকে হ্রাস করে ৫% করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

পেট ফ্লিম এর উপর বিদ্যমান আরোপিত শুল্ক হার ২৫% থেকে হ্রাস করে ১০% করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের 'মনিটরিং সেল' এর কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ,২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ মোতাবেক বাণিজ্য নীতি বিভাগের সদস্যের নেতৃত্বে একজন যুগ্ম-প্রধান, একজন উপ-প্রধান ও দুই জন গবেষণা কর্মকর্তার সমন্বয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল গঠন করা হয়, যা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে গঠিত অত্যাবশ্যকীয় পন্য বিপনন 'মনিটরিং সেল' নিম্নরূপ প্রতিবেদন ও তথ্য-উপাত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

১.চট্রগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণঃ

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে।

২.বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের এলসি খোলা ও এলসি মিমাংসিত এর তথ্য সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষণ এবং পণ্যের Supply-chain এর সঠিকতা যাচাইকরণঃ

পণ্যের অতিমূল্যায়ন (Over invoicing) ও অবমূল্যায়ন (Under invoicing) বিশ্লেষণ এবং পণ্যের Supply-chain সঠিক পর্যায়ে আছে কিনা তার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত পণ্যের কস্ট শীট বিশ্লেষণ পূর্বক পণ্যের যৌক্তিক মিলগেট মূল্য নির্ধারণ করে তা সুপারিশ আকারে প্রেরণঃ

পণ্যের কস্ট শীট বিশ্লেষণপূর্বক পণ্যের যৌক্তিক মিলগেট মূল্য নির্ধারণ করে পণ্যের বাজার মূল্য মনিটরিং সহ উক্ত বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.জাতীয় মনিটরিং কমিটিকে সকল প্রকার দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদানঃ

আদেশ অনুযায়ী গঠিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় মনিটরিং কমিটিকে সকল প্রকার দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছে।

৫. জাতীয় মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণঃ

ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে অর্পিত দায়িত্বের অনুবৃত্তিক্রমে জাতীয় মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে প্রতি মাসে জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে।

৬. সরকার কর্তৃক অর্পিত বিবিধ দায়িত্ব পালনঃ

সরকার বিশেষ প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সহ অন্যান্য পণ্যের মূল্য, সরবরাহ, চাহিদা সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে স্থাপিত অত্যাবশ্যকীয় পন্য বিপনন মনিটরিং সেল এর সহায়তা নিয়ে থাকে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতি রমজান, মাস, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা উদযাপন কালীন সময়ে সরকারের প্রয়োজনে পণ্যের সরবরাহ ও মূল্যের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। সে অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থ বছরেও সে সকল কার্যাদি সম্পাদন করেছে যা বাজারে পণ্য মূল্য স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়াও অত্যাবশ্যকীয় পন্য বিপণন 'মনিটরিং সেল' ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রেরণ করেঃ

১। ভোজ্য তেলের উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন সম্পাদন এবং প্রেরণ;

২। ভোজ্য তেলের বাজার পরিস্থিতির উপর মতামত সহ প্রতিবেদন প্রেরণ;

৩। শ্রীলংকায় ৫০,০০০০ মেঃ টন সিদ্ধ চাউল রপ্তানির বিষয়ে মতামত প্রেরণ;

৪। সাতক্ষীরা, ভোমরা স্থল বন্দর পরিদর্শন করে পিঁয়াজ এর বাজার পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রেরণ;

৫। জাতীয় সংসদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রেরণ;

৬। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য লবণ এর উপর একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন প্রেরণ;

৭। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

৮। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের চাহিদা, যোগান ও বাজার পরিস্থিতির উপর মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ;

৯। দেশের সকল জেলা, উপজেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্যগণ সহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক বাজার পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন কর্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

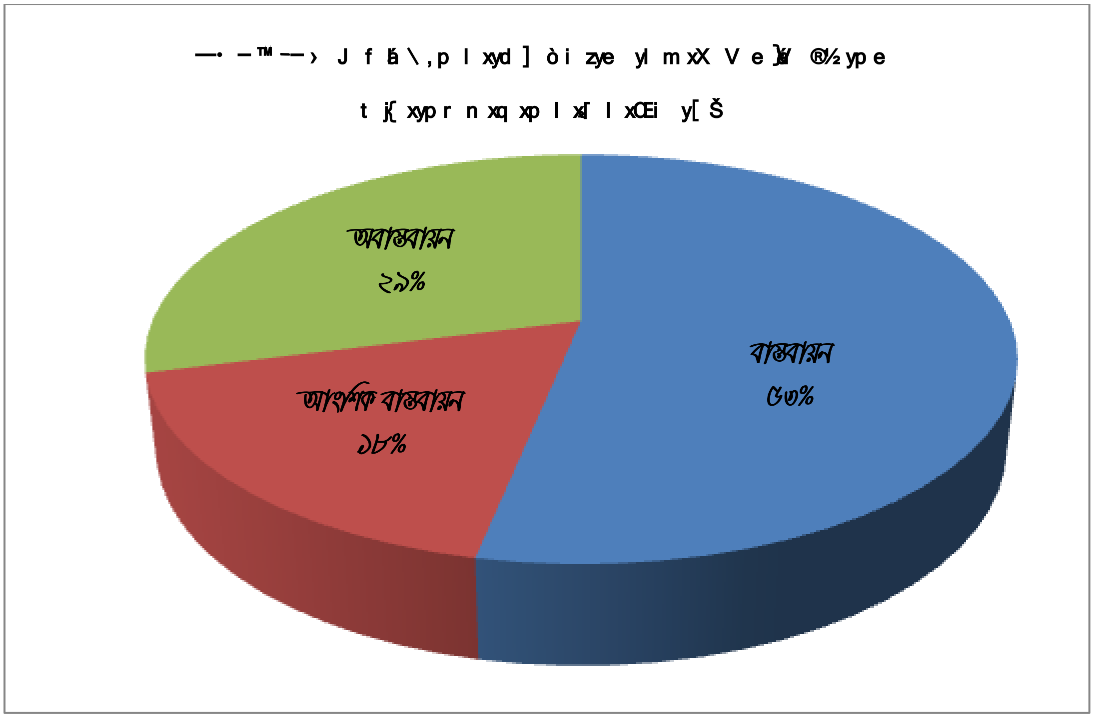

বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনাসমূহ

ক্র: নং	বিষয়
১.	চট্রগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজার মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা ।
২.	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের এলসি ওপেন ও এলসি সেটেল্ড এর তথ্য নিয়ে পণ্যের অতিমূল্যায়ন (over invoicing) ও অবমূল্যায়ন (under invoicing) বিশ্লেষণ করা এবং পণ্যের Supply-chain সঠিক পর্যায়ে আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা ।
৩.	অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপনন ও পরিবেশক নিয়োগ সংক্রান্ত জাতীয় মনিটরিং কমিটিকে সকল প্রকার দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান করা ।
৪.	কোন পণ্যের খুচরা মূল্য, পাইকারী মূল্য ও ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশন, জেলা/উপজেলা পরিদর্শন এবং জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করা ।
৫.	পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সরকারের নিকট উপস্থাপন করা ।
৬.	দেশে উৎপাদিত অপরিশোধিত লবনের গুণগত মান বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ কমানো বিষয়ে মতামত প্রনয়ণ ।
৭.	আন্তর্জাতিক বাজারে গুঁড়া দুধের মূল্য হ্রাস ও দেশীয় বাজারে এর প্রভাব সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রনয়ণ ।

৮. ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা নিরূপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রনয়ণ ।

৯. বস্ত্রনীতি-২০১৪ ও বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প আইন ২০১৪ এর উপর মতামত প্রনয়ণ ।

১০. ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৪-১৫ সালে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সম্পাদিত কার্যসমূহের সুপারিশ জাতীয় রাজস্ববোর্ডে প্রেরণ ।

১১. ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ।

১২. মিনারেল পানি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রনয়ণ ।

১৩. রাসায়নিক পণ্যাদি যেমন-কষ্টিক সোডা, সোডিয়াম কার্বোনেট, সোডিয়াম সালফেট ইত্যাদির উপর বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন প্রনয়ণ ।

১৪. বর্তমান শুল্ক ধাপসমূহকে আরও যুগোপযোগী করার উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রনয়ণ ।

১৫. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপনন ও পরিবেশক নিয়োগ স্মারকমূলে গঠিত জেলা ও উপজেলা মনিটরিং কমিটিকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ ।

১৬. কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সফটওয়্যার তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ ।

১৭. রাইস ব্রান অয়েল এর উপর সমীক্ষা পরিচালনা ।

১৮. আবেদনের প্রেক্ষিতে শুল্ক হার হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ।

১৯. সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদন ।

৫.৩ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ

২০১৩ - ২০১৪ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণঃ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার উৎপাদনশীলতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ, আমদানির বিকল্প উৎপাদন (Production of Import Substitutes), বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নতুন গতি সঞ্চার এবং জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সে প্রয়াসের অংশ হিসেবে বর্তমান ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উদারিকরণ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ নানাবিধ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং পিটিএ (Preferential Trade Agreement) ও এফটিএ (Free Trade Agreement) সম্পৃক্ত কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে ৪৫টি দেশের দ্বি-পাক্ষিক, ৬টি আঞ্চলিক ও ১টি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি আছে **(পরিশিষ্ট-১)**। অধিকন্তু, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও এ বিভাগ সরকারকে প্রয়োজনীয় নেগোসিয়েশন কৌশলপত্র, সুপারিশ, পজিশন পেপার, তথ্য-উপাত্ত ও ইনপুটস্ সরবরাহ করে থাকে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের শতকরা হার লেখ চিত্র-১ এ এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলোঃ

লেখ চিত্র-১ : **Performed Work Segment at International Coopartion Division in Fiscal Year 2013-14**

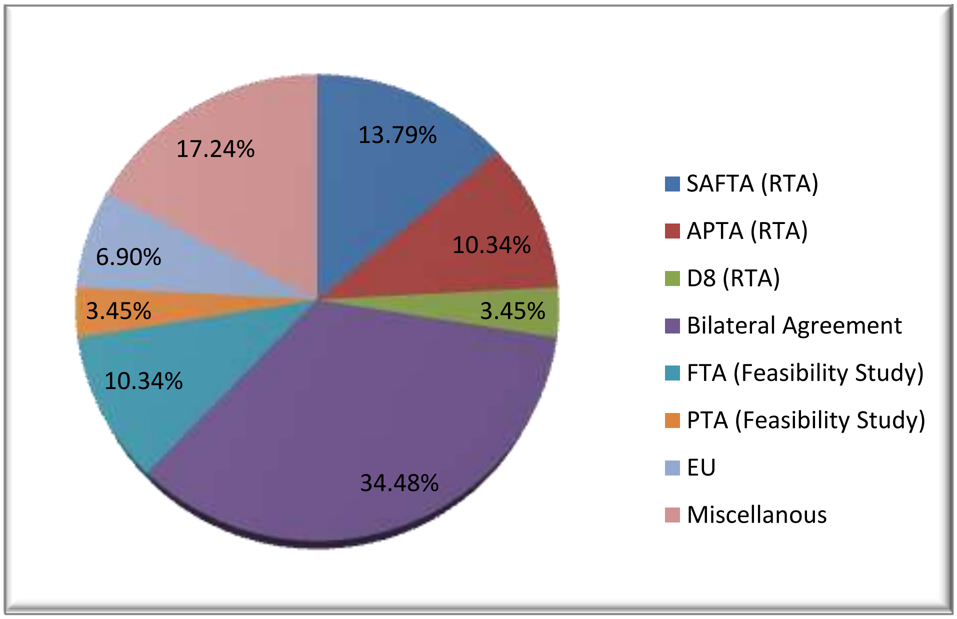

<u>**এক. আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি**</u>

৬.১ South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)

৬.১.১ Transposition of SAFTA Sensitive list from HS 2007 to HS 2012 ঃ

সাফটাভুক্ত সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৪-৬ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সাফটা স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেনসিটিভ লিস্ট, রুলস অব অরিজিন, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং শুল্ক হ্রাসের ফলশ্রুতিতে স্বল্পোন্নত দেশমূহের রাজস্ব ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা চূড়ান্তকরণের পর সদস্য দেশসমূহের অনুসমর্থনের মাধ্যমে চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে। চুক্তির ট্রেড লিবারালাইজেশন প্রোগ্রাম **(TLP)** প্রক্রিয়া ১লা জুলাই ২০০৬ থেকে কার্যকর হয়। ইতোমধ্যে ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ফেজ-২ এর আওতায় **সাফটা**ভুক্ত প্রত্যেক দেশ সেনসিটিভ তালিকার পণ্য সংখ্যা ২০% হ্রাস করেছে, যা ১ জানুয়ারী ২০১৪ থেকে কার্যকর হয়েছে। **সাফটা** দ্বিতীয় ফেজ-এর আওতায় বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিষ্টে উন্নয়নশীল দেশের জন্য এইচএসকোড ২০০৭ অনুযায়ী ৯৯৩টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ তালিকা এইচএসকোড ২০০৭ থেকে এইচএসকোড ২০১২-এ রূপান্তর এবং এতদ্বিষয়ে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ৬ (ছয়) ডিজিট অনুযায়ী ৯৯৩টি

পণ্যের তালিকা এইচএসকোড ২০০৭ হতে ২০১২-এ রূপান্তর করায় নতুন সেনসিটিভ লিষ্টে পণ্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,০৩১টি।

৬.১.২ SAFTA চুক্তির (TLP phase-III) আওতায় বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিষ্টে পণ্যের সংখ্যা হ্রাসকরণ ঃ

বর্তমানে সাফটা ট্রেড লিবারালাইজেশন প্রোগ্রামের ফেজ-৩ এর আওতায় উল্লেখযোগ্য হারে পণ্য সংখ্যা হ্রাস করার কার্যক্রম সদস্য দেশসমূহের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফেজ-৩ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের সেনসিটিভ তালিকা থেকে ন্যুনতম ৩০% পণ্য কমানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি সভা করে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিষ্টের মোট ট্যারিফ লাইনের ১৭% (১৫৭টি) পণ্য চিহ্নিতকরে রিডাকশন লিষ্ট তৈরি করা হয়। সাফটার আওতায় ট্রেড লিবারালাইজেশন প্রোগ্রামের ফেজ-২ এর পরবর্তীতে সাফটাভুক্ত দেশসমূহের বর্তমান সেনসিটিভ পণ্যের তালিকা নিম্নের **লেখচিত্র-২** এর মাধ্যম দেখানো হল। ১৫৭ টি পণ্য তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাফটাভূক্ত দেশসমূহের অনুরোধ তালিকা, স্থানীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা, রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব স্বল্প রাখা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা হয়। তাছাড়া, সাফটাভুক্ত বিভিন্ন দেশের জন্য পৃথক পৃথক অনুরোধ তালিকাও প্রণয়ন করা হয় এবং ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য সংখ্যা ১০০তে নামিয়ে আনার বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

লেখচিত্র ২: সাফটাভুক্ত দেশসমূহের সেনসিটিভ পণ্যের তালিকা

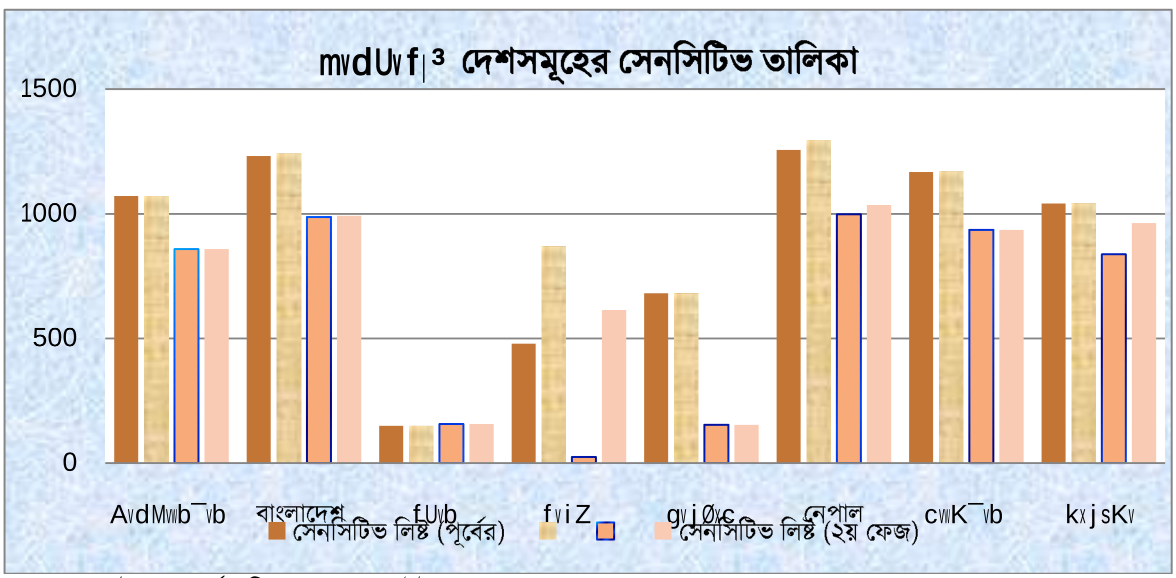

উৎস: সার্ক সচিবালয় ওয়েবসাইট

৬.১.৩ Draft Motor Vehicle Agreement of the Regulation of Passenger and Cargo Vehicular Traffic amongst SAARC Member States-এর উপর মতামত প্রদান ঃ

সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ট্রানজিট সুবিধা চালুর লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত একটি খসড়া চুক্তির উপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। কমিশন চুক্তিটির শিরোনাম, পরিধি, সংশ্লিষ্ট প্রটোকল না থাকা, মার্কেটিং ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)-এর ব্যবস্থাকরণ, দুর্ঘটনার দায়-দ্বায়িত্ব, নিরাপত্তা, পরিবেশ দূষণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাসহ মোট **১১**টি ধারার বিপরীতে মতামত প্রণয়ন করে।

৬.১.৪ প্রস্তাবিত রুলস অব অরিজিন সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশান মেকানিজম-এর বিষয়ে মতামত প্রণয়ন ঃ

সার্ক সেক্রেটারিয়েট নোট ভারবাল নং SAARC/ETF/193/SAFTA/2013 অনুসারে ভারত **সার্ক**ভুক্ত দেশসমূহে **সাফটা** এবং **সাপটা** সার্টিফিকেট অব অরিজিন বিষয়ে Institutional Machinery and Verification and Safeguard Mechanisms under SAPTA and SAFTA শীর্ষক একটি কনসেপ্ট পেপার তৈরি করে সার্কভূক্ত দেশসমূহের নিকট মতামত চাওয়া হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে কমিশনের মতামত চাওয়া হলে কনসেপ্ট পেপারটি পর্যালোচনাপূর্বক মতামত ও সুপারিশ প্রণয়ন করে তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় ।

৭.১ Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)

৭.১.৪ আপটা'র আওতায় বাংলাদেশের নিকট দক্ষিণ কোরিয়ার অনুরোধ ও অফার তালিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাদি ঃ

দক্ষিণ কোরিয়া **আপটার** আওতায় এইচএস ৬ ডিজিট লেভেলে ৮টি পণ্যে শুল্ক সুবিধা চেয়ে বাংলাদেশের নিকট অনুরোধ করে এবং এর বিনিময়ে বাংলাদেশকে ১০ ডিজিট অনুযায়ী **১৩**টি পণ্যে শুল্ক সুবিধা দিতে চায়। তালিকা দু'টির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিশন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি সভা করে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে **অনুরোধ তালিকা** ও **অফার তালিকা** প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে–তা **সারণি ১ ও ২** এ প্রর্দশিত হল।

সারণি ১: Bangladesh's Request List to South Korea

SL	HS 6	Description
1	030616	Frozen cold-water shrimps and prawns
2	030617	Other frozen shrimps and prawns
3	030627	Other shrimps and prawns not frozen

4	070190	Potatoes, fresh or chilled nes
5	100590	Maize (corn) nes
6	110520	Potato flakes
7	160521	Prepared or preserved Shrimps and prawns : Not in airtight container
8	160529	Prepared or preserved Shrimps and prawns : In airtight container

সারণি ২ : **Selected 5 Products from South Korea Request List: Offer List of Bangladesh**

SL	HS 6	HS 8	Description
1	720916	72091600	Cold rolled iron/steel, coils >600mm x 1-3mm
2	721049	72104910	Flat rolled prod,i/nas,plated or coated with zinc,>/=600mm wide, nes
3		72104920	
4	721070	72107010	Flat rolled prod,i/nas,painted,varnished or plast coated,>/=600mm wide
5	730900	73090000	Reservoirs,tanks,vats&sim ctnr,cap >300L,i o s (ex liq/compr gas type)

৭.১.৫ আপটা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির ৪০ ও ৪১তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ঃ

আপটা ৪১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আপটা রুলস অফ অরিজিন-এর মূল্য সংযোজন (Value addition)-এর ক্ষেত্রে শ্রীলংকাকে ৫% অতিরিক্ত সুবিধা দেয়ার প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদান এবং আপটা'র ৪০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশের অফার লিস্টকে এইচএসকোড ২০০৭ থেকে এইচএসকোড ২০১২তে রূপান্তর করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। বাংলাদেশ সাফটা রুলস অফ অরিজিন-এর আওতায় শ্রীলংকাকে মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে ৫% অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া হয়েছে বিধায় কমিশন থেকে আপটা'র আওতায় একই সুবিধা প্রদানের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া, আপটা'র ৪০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশের ৫৭৭টি পণ্যভুক্ত অফার লিস্টটি এইচএসকোড ২০০৭ থেকে এইচএসকোড ২০১২ ভার্সনে রূপান্তর করায় জাতীয় ট্যারিফ লাইন অনুযায়ী পণ্য সংখ্যা বেড়ে ৫৯১টি হয়। প্রণীত তালিকাটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.৭ চীন কর্তৃক প্রস্তাবিত APTA Preferential Scheme ও Zero Tariff-এর মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হবে তা পরীক্ষাকরণ ঃ

চীন সরকার **APTA** Mechanism-এর মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। **APTA**'র আওতায় শুল্ক সুবিধা পাওয়ার জন্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার ৩৫% পূরণ করতে হবে। উক্ত Mechanism-এর পরিবর্তে চীন বাংলাদেশকে Zero Tariff Scheme-এর আওতায় শুল্ক সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব করেছে, যেখানে চীনের মোট ট্যারিফ লাইনের ৯৫% পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন পূরণের শর্ত হলো ন্যূনতম ৪০%। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় APTA Preferential Scheme ও Zero Tariff Scheme এর মধ্যে কোন্টি গ্রহণ করা সমীচীন হবে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট মতামত আহবায়ন করে। কমিশন হতে বিষয় দুটি সযত্ন পর্যালোচনা করে Zero Tariff Scheme (যা মূলতঃ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদ্যোগপ্রসূত) এর আওতায় প্রদত্ত শুল্কমুক্ত সুবিধাভূক্ত পণ্যসমূহকে APTA Mechanism-এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য চীনকে অনুরোধ করার পক্ষে মত দেয়া হয় এবং এক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সভা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

- **Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (D-8)**

৭.১.৮ ডি-৮ চার্টার-এর বিষয়ে মতামত প্রদান ঃ

ডি-৮ সামিট-এ স্বাক্ষরিত ডি-৮ চার্টার-এর উপর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনের নিকট মতামত আহবান করে। কমিশন থেকে ডি-৮ চার্টারটি পুংখানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে সাধারন ও দফাওয়ারী মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

- **Preferential Trade Agreement (PTA)**

৭.১.৯ বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত Preferential Trade Agreement (PTA)-এর Article 20 অনুযায়ী Rules of Origin (RoO)-এর বিষয়ে মতামত প্রদান ঃ

বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত Preferential Trade Agreement (PTA)-এর Article-20 অনুযায়ী **RoO**-বিষয়ে ইরান কর্তৃক খসড়াকৃত টেক্সট-এর উপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনের নিকট মতামত চাওয়া হয়। ইরান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত **RoO**এর টেক্সটটি পুঙ্খাণুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে ধারাওয়ারি মতামত প্রণয়ন করে তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

- **Free Trade Area/Agreement (FTA)/Preferential Trade Agreement (PTA) সম্পর্কিত সমীক্ষা** বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত ২০১০ সালে Policy Guidelines on Free Trade Agreement **(পরিশিষ্ট-২)** এর আলোকে নিম্নের **PTA/FTA** সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

- বাংলাদেশের সাথে মরক্কো, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মালি ও সিয়েরা লিওনের **PTA/FTA;**
- বাংলাদেশের সাথে **Gulf Cooperation Council (GCC)**-এর **FTA**;
- বাংলাদেশ ও মেসিডোনিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক **FTA**;
- ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে **FTA** সম্পাদিত হলে এবং পাকিস্তানকে জিএসপি প্লাস সুবিধা দেয়াতে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক রপ্তানিতে কোন প্রভাব পড়বে কিনা;
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে **FTA** স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের উপর কি প্রভাব পড়বে সে বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন

৭.১.১০ মরক্কো, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মালি ও সিয়েরা লিওনের সঙ্গে PTA/FTA সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

মরক্কো, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মালি ও সিয়েরালিওনের সাথে **PTA/FTA** সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ে অর্থনৈতিক পরিবেশ, বাণিজের গতি-প্রকৃতি, শুল্ক কাঠামো, নন-ট্যারিফ মেজার্স, সেবাখাতে বিদ্যমান বাণিজ্যিক অবস্থা ও ভবিষৎ সম্ভাবনা, বিনিয়োগ, বাংলাদেশ ও এসব দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে বিদ্যমান বিভিন্ন চুক্তি এবং বাংলাদেশের আমদানি এবং রপ্তানি সম্ভাবনা, আমদানি বাবদ রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মরক্কো, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মালি ও সিয়েরালিওনের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা হার নিম্নের **লেখচিত্র-৩** এর মাধ্যমে দেখানো হল। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, সিআইএ ফ্যাক্ট বুক, আইটিসি ট্রেডম্যাপসহ বিভিন্ন উৎস হতে সংকলিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

লেখচিত্র ৩: মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা হার

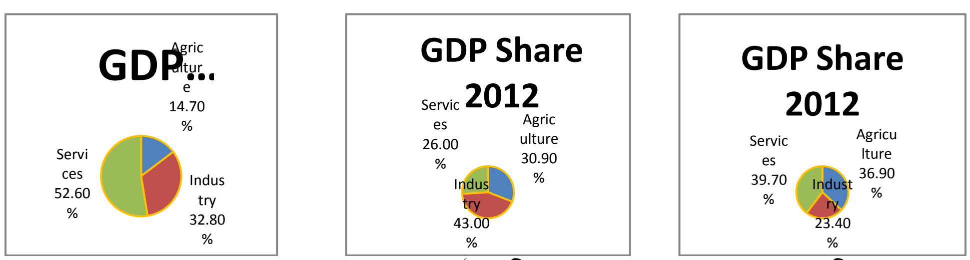

মরক্কো নাইজেরিয়া মালি

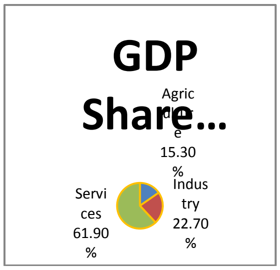

সেনেগাল

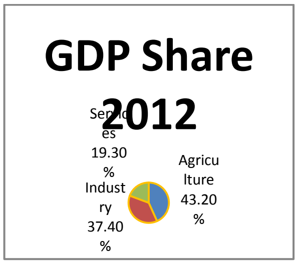

সিয়েরালিওন

কমিশন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষনপূর্বক নাইজেরিয়া ও মালির সঙ্গে FTA করা যায় বলে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.১১ Gulf Cooperation Council (GCC)-এর সাথে FTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ে কমিশন থেকে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি দেশ: বাহরাইন, কাতার, ওমান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কুয়েত সমন্বয়ে গঠিত **GCC**-এর সাথে বাংলাদেশের **এফটিএ** স্বাক্ষর করা লাভজনক হবে কি না সে বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। **GCC**-এর মধ্যে Customs Union বিদ্যমান থাকায় এককভাবে কোন দেশের সঙ্গে **এফটিএ** করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে **GCC**-র সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক **এফটিএ**'র সম্ভব্যতা যাচাই করার উদ্যেশ্যে বাংলাদেশ ও **GCC**-ভূক্ত দেশসমুহের অর্থনৈতিক পরিবেশ, বাণিজের গতি-প্রকৃতি, শুল্ক কাঠামো, নন-ট্যারিফ মেজার্স, সেবাখাতে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বাংলাদেশ ও **GCC**-ভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি, বিভিন্ন চুক্তি, আমদানি ও রপ্তানির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদনে **GCC**-ভূক্ত দেশসমূহে সম্ভাবনাময় তৈরি পোষাকের বাজার ও **GCC**-ভূক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'ট্রেড ইন সার্ভিস'কে অন্তর্ভুক্ত করে **এফটিএ** সম্পাদন করার পক্ষে মত দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ২০০২-০৩ অর্থবছরে **GCC**-ভুক্ত ৬ (ছয়) টি দেশ হতে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ২,২১১.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার–যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪ (চার) গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯,১১১.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিম্নের **লেখচিত্র -৪** এ বিগত ১০ (দশ) বছরে **GCC**-ভুক্ত দেশসমূহ হতে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ দেখানো হলো।

লেখচিত্র -৪ : GCC-ভুক্ত দেশসমূহ হতে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ

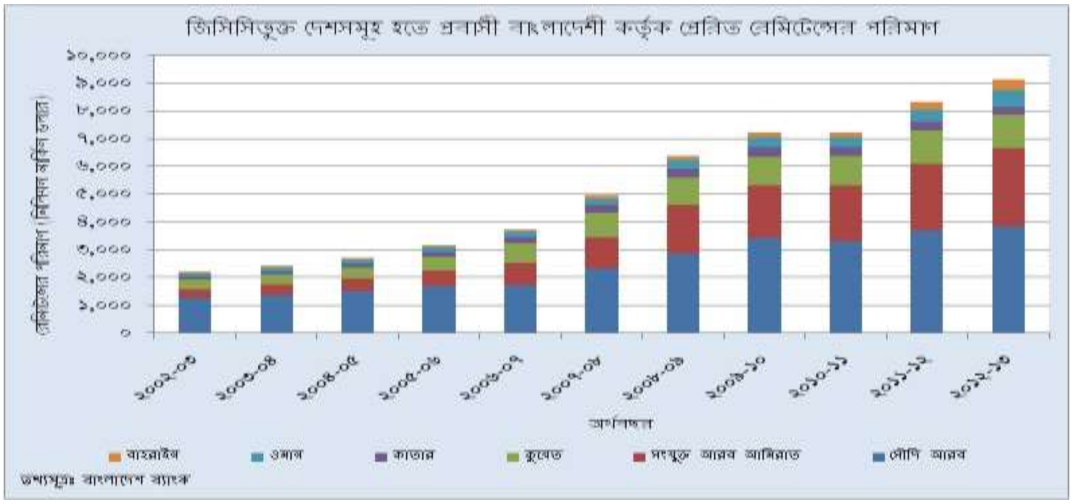

৭.১.১২ বাংলাদেশ ও মেসিডোনিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

মেসিডোনিয়ার পক্ষ হতে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক **এফটিএ** করার আগ্রহ প্রকাশ করার প্রেক্ষিতে দু'দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক **এফটিএ** গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার উদ্দ্যেশ্যে দু'দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বিশ্ব বাণিজ্যিক অবস্থা, আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি, শুল্ক কাঠামো, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য কাঠামো, অশুল্ক বাধা ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি বিবেচনায় মেসিডোনিয়ায় বাংলাদেশের মোট রপ্তানি উল্লেখযোগ্য না হলেও এ ক্ষেত্রে একটি ক্রমবর্ধমান ধারা পরিলক্ষিত হয়- যা নিম্নের **সারণি ৩** এ প্রতীয়মান।

সারণি ৩ : Bilateral Trade between Bangladesh and Macedonia

(Value in ml USD)

	2008	2009	2010	2011	2012
Export to Bangladesh	0	0	0.019	0	0.006
Import from Bangladesh	2.05	2.34	2.01	3.31	3.78

Source: WITS

একইসাথে দু'দেশের বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক Medicaments, Tobacco, Portland Cement, Leather, Men's/boys' Trousers, Footwear ইত্যাদি পণ্যে মেসিডোনিয়ায় বাংলাদেশের পণ্যভিত্তিক রপ্তানি-সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়-যার বিস্তারিত তালিকা নিম্নের সারণি-৪ এ বিধৃত।

সারণি-৪: Export Potentials of Bangladesh in Macedonia

(Values in ml USD)

Product Code	**Product Description**	**Global Import of Macedonia in 2012**	**Global Export of Bangladesh in 2012**	**Average Applied MFN Duty(2011) (in %)**
300490	Medicaments (excluding goods of hea	76.89	22.58	5%
240120	Tobacco, partly/wholly stemmed/stri	17.40	56.72	15%
252329	Portland cement (excl. white cement	16.48	15.74	15%
410712	Leather further prepared after tann	12.86	84.92	13%
854140	Photosensitive semiconductor device	12.33	7.60	0%
190590	Bread, pastry, cakes, biscuits & ot	11.94	5.08	Specific Duty Applied
410711	Leather further prepared after tann	8.14	5.92	13%
640399	Other footwear without outer soles	7.36	139.45	25%
850710	Electric accumulators, incl. separa	6.60	9.45	20%
240110	Tobacco, not stemmed/stripped	4.47	8.53	15%
640299	Other footwear with outer soles & u	3.92	15.73	24.44%
610910	T-shirts, singlets & other vests, k	3.72	3,656.01	17.50%
410799	Leather further prepared after tann	3.46	18.22	13%
620342	Men's/boys' trousers, bib & brace o	3.18	3,668.70	17.50%
640391	Other footwear without outer soles	3.16	104.02	25%

Source: Calculation of BTC based on data collected from WITS

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দু'দেশের বাণিজ্য ও শুল্ক কাঠামো, বিনিয়োগ পরিস্থিতি, অশুল্ক বাধা বিশ্লেষণপূর্বক মেসিডোনিয়ার সাথে **পিটিএ** করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.১৩ ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল চুক্তি সম্পাদিত হলে এবং পাকিস্তানকে জিএসপি প্লাস সুবিধা দেয়াতে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক রপ্তানিতে কোন প্রভাব পড়বে কিনা তা পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

০১ জানুয়ারী, ২০১৪ হতে কার্যকর হওয়া **জিএসপি** সুবিধা অনুযায়ী পাকিস্তান **জিএসপি** সুবিধার ক্ষেত্রে আরো সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। এতে পাকিস্তান আরও শুল্ক সুবিধা লাভ করবে। পাকিস্তানের এই অতিরিক্ত শুল্ক সুবিধা পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক খাতে কি প্রভাব পড়বে তা পরীক্ষা করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। এ বিষয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের আমদানি ও রপ্তানি, বাংলাদেশ, ভারত, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিপূরকতা, নির্ভরতাশীলতা, সাদৃশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক অর্থনৈতিক টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.১৪ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে এফটিএ স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের উপর কি প্রভাব পড়বে সে বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারত সরকার দীর্ঘদিন ধরে একটি **মুক্ত বাণিজ্য এলাকা** গঠনের জন্য নেগোসিয়েশন চালিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারত উভয়ই বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার। অন্যদিকে, ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী এবং আমদানির অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এমতাবস্থায়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি** স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশের বাণিজ্যে কেমন প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে মতামত প্রদানের অনুরোধ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়, যেমন- আমদানি, রপ্তানি, শুল্কহার, রুলস অফ অরিজিন, প্রিফারেন্স ইরোসন (Preference Erosion), রিভিল্ড কম্পারেটিভ এডভান্টেজ (RCA), সিমিলারিটি ইন্ডেক্স (FKI) ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সুপারিশসহ একটি বিশদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি** স্বাক্ষরিত হলে যে সকল পণ্যে বাংলাদেশের বাণিজ্যে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর তালিকা **পরিশিষ্ট-**

৩ ও ৪ এ দেখানো হল। প্রসঙ্গত: ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানির গতি-প্রকৃতি **লেখচিত্র -৫** এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র -৫ : Export of Bangladesh to EU and India

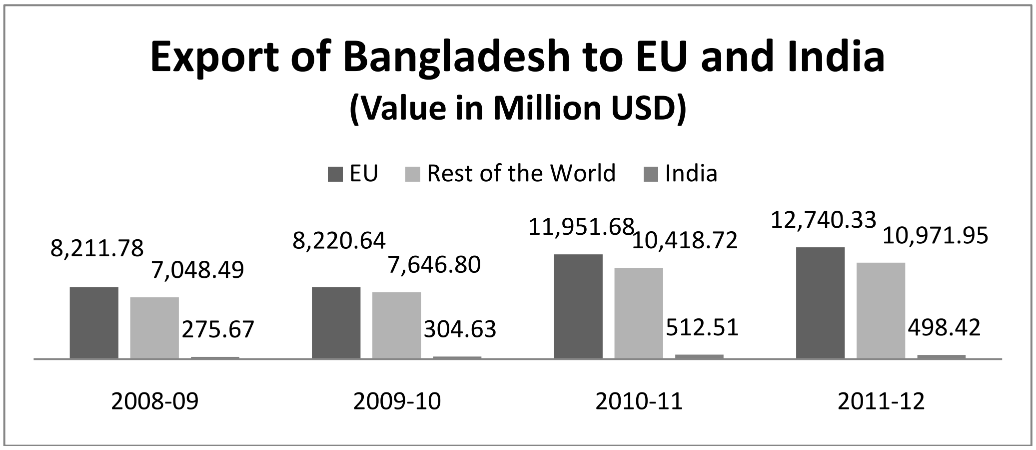

দুই. দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

৭.১.১৫ থাইল্যান্ডের নিকট শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে থাইল্যান্ডের নিকট শুল্ক সুবিধা চাওয়ার জন্য কমিশনে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ২২টি পণ্যের একটি **অনুরোধ তালিকা** প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের সুপারিশের আলোকে পাট ও পাটজাত পণ্য অন্তর্ভুক্ত করে কমিশন হতে উল্লিখিত তালিকা সংশোধক্রমে ২৫টি পণ্যের **অনুরোধ তালিকা** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় **(পরিশিষ্ট-৫)**। উল্লেখ্য, বিগত ১৪-১৫ মে ২০১৩ তারিখ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বাংলাদেশ-থাইল্যান্ডের ৩য় যৌথ বাণিজ্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় থাই কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানে সম্মত হয়।

৭.১.১৬ সৌদি আরবের নিকট শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত (DFQF) সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (GCC)এর মাধ্যমে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন

বাংলাদেশ-সৌদি আরব ৯ম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, কিছু পণ্যে **DFQF** সুবিধা চাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সৌদি আরবকে **GCC** এর মাধ্যমে আবেদন করবে। তদানুযায়ী বাণিজ্য

মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য পণ্যসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য এবং **GCC**-এর শুল্কহার ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়

৭.১.১৭ ভুটান কর্তৃক অনুরোধকৃত ১৫টি পণ্যের শুল্ক ও করমুক্ত সুবিধার উপর মতামত প্রদান

২০১২ সালের বাংলাদেশ-ভুটান সচিব পর্যায়ের সভায় ভূটান বাংলাদেশকে ১৭টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। ২০১৩ সনের সচিব পর্যায়ের সভায় বাংলাদেশ ভুটানকে জানায় যে, উল্লিখিত পণ্যসমূহের মধ্যে ২টি পণ্যে তারা শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে। অন্যান্য পণ্যসমূহে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের নিকট ভুটানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ট্যারিফ কমিশনকে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করে। বিগত অর্থবছরে বাংলাদেশের সাথে ভুটানের বাণিজ্য সর্ম্পকিত তথ্যাদি নিম্নের সারণি ৫ এ দেখানো হল।

সারণি ৫: বাংলাদেশের সাথে ভুটানের বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি

('০০০' মিলিয়ন ডলার)

দেশ	বিবরণ	অর্থবছর				
		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
ভূটান	রপ্তানী	০.৬১	২.২৪	৩.১২	৯.১৩	১.৮২
	আমদানি	১২.১৬	১১.৯৮	১৮.৬	২০.৭১	২৪.৬৭
	বাণিজ্য ভারসাম্য	১১.৫৫	৯.৭৪	১৫.৪৮	১১.৫৮	২২.৮৫

উৎস: রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ও জাতীয় রাজস্ব রোর্ড

কমিশন হতে ভুটানের অনুরোধকৃত **১৫টি পণ্যের** তালিকা পর্যালোচনাপূর্বক স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সভা করে মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.১৮ বাংলাদেশ-মিয়ানমার Joint Trade Commission (JTC) ৭ম সভার জন্য হালনাগাদ তথ্য প্রদান

গত ১৪-১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মিয়ানমারের নেপিটোতে **JTC**-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার প্রাক্কালে ১১-১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনসহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাকে তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে। কমিশন হতে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনান্তে JTC-এর কর্মপ্রকৃতি ও পরিধি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের সভার সিদ্ধান্ত

অনুসারে মিয়ানমার বাংলাদেশকে লবনের উপর আরোপিত কর কমানোর অনুরোধ করে। কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশে লবনের উৎপাদন, আমদনির প্রয়োজনীয়তা এবং বিভিন্ন চুক্তিতে এ খাতে বাংলাদেশের অবস্থান ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক লবনের উপর কর না কমানোর সুপারিশ করা হয়। প্রণীত সুপারিশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.১৯ ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক জিএসপি স্কিম সংশোধনের কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ

০১ জানুয়ারী, ২০১৪ হতে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন তাদের **জিএসপি** স্কিমে কিছু সংশোধনী আনে। সংশোধিত স্কিম পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কোন পরির্বতন আনা না হলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য সুবিধার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। উক্ত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যের উপর কিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.২০ বাংলাদেশ-সৌদি আরব Joint Economic Commission(JEC)-এর ১০ম সভার কার্যবিবরণীর আলোকে সৌদি আরবে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ

বাংলাদেশ-সৌদি আরব JEC-**এর** ১০ম সভা গত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে রিয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উভয় দেশই বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক বাধা অপসারনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সম্মত হয়। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সৌদি আরবে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বাংলাদেশের কোন্ কোন্ পণ্যের ক্ষেত্রে কি ধরনের অশুল্ক বাধা রয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দূতাবাসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করে। সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্তের ভিত্তিতে পণ্য ভিত্তিক তালিকা প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন গবেষণাপূর্বক এবং বিভিন্ন অংশীজন (Stakeholder)-দের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য ও মতামতের আলোকে পণ্যভিত্তিক বাধাসমূহ চিহ্নিত করে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অশুল্ক বাধার সম্মুখীন পণ্যসমূহ হল ঃ

- জীবিত প্রাণী
- হর্টিকালচার পণ্য/বীজ

- ফার্মাসিউটিকাল পণ্য
- মাছ এবং মাছজাত পণ্য

৭.১.২১ বাংলাদেশ-শ্রীলংকা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড-এর ১ম সভার জন্য তথ্য সরবরাহ

বাংলাদেশ-শ্রীলংকা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড-এর ১ম সভা গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার প্রস্তুতি হিসেবে শ্রীলংকার সাথে **পিটিএ** স্বাক্ষরিত হলে কোন্ কোন্ পণ্য **পিটিএ**তে অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন হবে এবং শ্রীলংকায় বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ কি ধরণের প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফের সম্মুখীন হতে হয় সে বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। তদানুযায়ী কমিশন হতে বাংলাদেশের রপ্তানির অবস্থা, শ্রীলংকার বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা, শ্রীলংকা কর্তৃক আরোপিত শুল্ক প্রভৃতি বিষয় বিবেচনাপূর্বক শ্রীলংকায় বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রণয়ন এবং শ্রীলংকা কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন অশুল্ক বাধা ও প্যারা-ট্যারিফ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.২২ বাংলাদেশ ও বারকিনা ফাসো সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়ার উপর মতামত প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও বারকিনা ফাসো সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়ার উপর শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার নিকট মতামত আহবান করে। কমিশন হতে খসড়া চুক্তির বিভিন্ন ধারা-উপধারার মধ্যে অসামঞ্জস্য বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরনান্তে মতামত প্রণয়ন করে তা শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.২৩ থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে বাংলাদেশের Joint Economic Commission(JEC)- এর সভা সংক্রান্ত কার্যাদি

বাংলাদেশের সাথে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার **JEC** এর সভায় আলোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশের ডেলিগেশনের জন্য উক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য, পণ্যভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি, বিদ্যমান অশুল্ক বাধা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.২৪ Brief on Bilateral Relation between Bangladesh and India

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগ বাংলাদেশ ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর একটি ব্রীফ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে হালনাগাদকৃত তথ্য সংকলনপূর্বক ইনপুটস প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে কমিশন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যক সম্পর্ক, দু'দেশের মধ্যকার আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত উপাত্ত/তথ্য, বিদ্যমান অশুল্ক বাধা, দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভাবনা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

তিন: অন্যান্য কার্যাদি

৭.১.২৫ বাংলাদেশ-ভারত শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে খসড়াকৃত Partnership Work Plan এর বিষয়ে মতামত প্রদান

বাংলাদেশ-ভারত শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে শুল্ক সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার জন্য SAARC Agreement on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত খসড়া Partnership Work Plan পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রণয়ন করে কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.২৬ বাংলাদেশ বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনার বিষয়ে UNCTAD কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদানঃ

বাংলাদেশ বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনার বিষয়ে **UNCTAD** কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট মতামত আহবান করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন থেকে খসড়া প্রতিবেদনটি পরীক্ষা করে মতামত প্রণয়ন করা হয়। মতামতে বাংলাদেশের শুল্ক সম্পর্কিত ইনফ্রাকট্রাকচার্স ডেভেলপমেন্ট সারচার্জ (আইডিসি), আঞ্চলিক চুক্তিসমূহের আওতায় **পিটিএ, এফটিএ,** ইকনোমিক কো-অপারেশন ইত্যাদি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যাদি সরবরাহ করা হয় এবং এসব তথ্যাদি প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

৭.১.২৭ The Basel Convention Ban Amendment Accession Ratify-এর উপর মতামত প্রদানঃ

Basel Convention Ban Amendment-এ অন্তর্ভক্তু হওয়া বা অনুসমর্থন করা বাংলাদেশের পক্ষে সমীচীন হবে কিনা– সে বিষয়ে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট মতামত চাইলে

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। কমিশন Basel Convention-এ Hazardousy waste পণ্যের তালিকা ও বাংলাদেশের আমদানি নীতিতে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা পর্যালোচনা করে অনুধাবন করে যে, শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ Basel Convention-এর Hazardous waste তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই Hazardous waste-এর রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না মর্মে কমিশন কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়।

৭.১.২৮ WTO-Gi Enhanced Integrated Framework (EIF)-এর আওতায় Tier-1 Project প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে গত ২৮ শে নভেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব প্রদান

WTO-এর আওতাধীন **EIF**-এর Tier 1-এর আওতায় প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনসহ এর অধীনস্থ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার নিকট প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে EIF-Tier 1-এর জন্য বরাদ্দ, এর বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানিতে কি কি অশুল্ক বাধার সম্মূখীন হচ্ছে তার উপর একটি ডেটাবেইজ প্রবর্তনের লক্ষ্যে কমিশন হতে একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.২৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন ও জাপান সফর উপলক্ষে দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে অলোচনার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০১৪ সনে চীন ও জাপান সফর উপলক্ষে ব্রীফ প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। দু'দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য কমিশন হতে চীন ও জাপানের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ, বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিদ্যমান বিভিন্ন চুক্তি, বিনিয়োগ সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক সম্ভাব্য টকিং পয়েন্টসহ পৃথক পৃথক দু'টি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ এর ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ঃ

- South Asian Free Trade Area (SAFTA) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
- SAARC Trade in Services (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাত সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন।
- Asia Pacific Trade Agreement (APTA) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
- Trade Preferential System among OIC Countries (TPS-OIC) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

- Preferential Trade Agreement among D-8 Member States চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
- Preferential Trade Agreement (PTA) among the Countries of Indian Ocean Rim - Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) চুক্তিতে অংশগ্রহণে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
- বিভিন্ন দেশের সাথে নিম্নে উল্লিখিত দ্বি-পাক্ষিক PTA/FTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন যথা:

  ক. **বাংলাদেশ ও জর্ডানের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক FTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;**
  খ. বাংলাদেশ ও মরিশাসের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক FTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;
  গ. বাংলাদেশ ও মিয়ানমার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক PTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;
  ঘ. বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক PTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;
  ঙ. সরকারের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন দেশের সাথে PTA/FTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন

  - দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক অন্যান্য কাজ।
  - General Agreement on Trade in Services (GATS) এর আওতায় সেবাখাত সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
  - World Trade Organisation (WTO) এর আওতায় Non-Agricultural Market Access (NAMA) বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
  - সময়ে সময়ে সরকারের চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য কাজ সম্পাদন।

৬. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সমাধানের সুপারিশসমূহঃ

১৯৯২ সনে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পর ১৯৯৫ সনে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তদুপরি দেশের শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ও বাণিজ্য উদারীকরণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রুল-বেজ্‌ড ট্রেডিং সিস্টেম নিবিড়ভাবে পরিপালনের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের ব্যাপ্তি ঘটেছে। দেশীয় শিল্পকে আন্তর্জাতিক অসাধু বাণিজ্যের হাত থেকে রক্ষাকল্পে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকার সম্প্রতি সেইফগার্ড বিধিমালা জারি করেছে, যা আমদানি বাণিজ্যের অস্বাভাবিক স্ফীতি হতে দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করবে।

সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর আলোকে কমিশনকে কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ট্যারিফ রেশনালাইজেশন সহ বাণিজ্য নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছেনা। সুতরাং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-কে যুগোপযোগী করার জন্য এর সংশোধন প্রয়োজন। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও এর প্রতিকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি- ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কমিশনে পর্যাপ্ত

তহবিলের অভাব রয়েছে। একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরো অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন। কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে / বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কমিশনে কর্মকর্তাদের জন্য অফিসের স্থান সংকুলানের সংকট ও প্রকট।

যৌক্তিক শুল্কহার নির্ধারণ ও স্থানীয় বাজারে সুষম প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণ কমিশনের কার্যপরিধির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকা দরকার। এ প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভান্ডার, সমন্বয়কারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ট্যারিফ কমিশনের আরো ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত এজেন্সিসমূহ যেমন- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর ও বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সাথে কমিশনের অন-লাইন সংযোগের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা আবশ্যক। নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তাদান, শিল্পজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ, শিল্প সম্প্রসারণ, আমদানি-রপ্তানি ও শুল্ক সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান, পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণ-এ জাতীয় কাজে ব্যবসায়ীদের একটি সিঙ্গেল সোর্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা দরকার। এ সকল কাজ বাস্তবায়নে দেশীয় ও বিদেশী সাহায্য-প্রাপ্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে একটি সক্রিয় ও অধিকতর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলান করা প্রয়োজন।

৬. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট- ১

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা	কার্যকাল	মন্তব্য
৩৭ ।	ড. মোঃ আজিজুর রহমান কনকচাঁপা-৬ এলেন বাড়ি সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ মোবাইল ঃ ০১৭১৭০১৫০৪২/৫৮১৫০৮১৮	২৮-০৯-২০১৪ হতে বর্তমান	
৩৬ ।	জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী প্লট নং-৩০১, বাড়ি নং-১১৭ অফিসার্স কোয়াটার গুলশান এভিনিউ, ঢাকা মোবাইল ঃ ০১৭১৬৯১১৯৫৬/৮৮৩৩৪৩২	০৪-০৩-২০১৪ হতে ২৮-০৯-২০১৪	পিআরএল ভোগরত
৩৫ ।	জনাব মোঃ সাহাব উল্লাহ অরুনিমা-৮, ৪র্থ তলা (পশ্চিম) ইস্কাটন গার্ডেন অফিসার্স কোয়াটার ইস্কাটন, ঢাকা মোবাইল ঃ ০১৭৫৫৫০০৬১১/৯৩৫৪৬৮৬	২২-০৭-২০১২ হতে ০৬-০৩-২০১৪	ভিয়েতনামে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত
৩৪ ।	ড. মোঃ মজিবুর রহমান বাড়ি নম্বর-৩৩, লেকড্রাইভ রোড সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা । মোবাইল: ০১৭১১৮১৭১৭৮/৮৯৬০৫২৫	২০-০৭-২০০৯ হতে ১৯-০৭-২০১২	অবসরপ্রাপ্ত
৩৩ ।	জনাব এ কে এম আজিজুল হক ফ্ল্যাট-২/৪০৪, হোল্ডিং নম্বর-১৫২/২/জি/২ প্রান্ত ছায়া, পান্থপথ, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৭২৪৬১৯১৯৮	১৮-০১-২০০৯ হতে ১৯-০৭-২০০৯	অবসরপ্রাপ্ত
৩২ ।	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম ২/৬, শামস টাওয়ার শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৫৫২৪৭২০০১	১২-০২-২০০৮ হতে ১৭-১২-২০০৮	অবসরপ্রাপ্ত
৩১ ।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম বাড়ি নং- ১৪, সড়ক নম্বর ১৯/এ বনানী, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৭৪২৩৮৮৮৪৯	০৯-০১-২০০৭ হতে ০৩-০২-২০০৮	অবসরপ্রাপ্ত
৩০ ।	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব এপার্টমেন্ট-ই/৩ টোটাল তমিজ ৪১, দিলু রোড, মগবাজার ঢাকা-১০০০	০৮-১০-২০০৬ হতে ২৬-১২-২০০৬	অবসরপ্রাপ্ত

	মোবাইল: ০১৭২০৩৩৩৫৫৫		
২৯।	জনাব এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	২০-০৮-২০০৬ হতে ১৯-০৯-২০০৬	বিদেশে অবস্থান করছেন
২৮।	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ফ্ল্যাট-৬ ডি, শেলটেক - পরমা-১ শান্তিবাগ, ঢাকা মোবাইল: ০১৯২৪৫৪২০২৮	০৩-০৫-২০০৬ হতে ০৩-০৭-২০০৬	অবসরপ্রাপ্ত
২৭।	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ নকসি্ টাওয়ার, ৬/জি, এপার্টমেন্ট-৯/জি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা মোবাইল: ০১৭১১৯৫৫৭৫১	১২-০৯-২০০৫ হতে ২৭-০৪-২০০৬	অবসরপ্রাপ্ত
২৬।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুইয়া বাড়ি নম্বর-৭৫, সড়ক নম্বর-১২/এ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা মোবাইল: ০১৭৪৮৭৬৪২৩৮	০৫-০১-২০০৫ হতে ১২-০৯-২০০৫	অবসরপ্রাপ্ত
২৫।	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম চেয়ারম্যান অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১২৬২৩৩৬৭	২৩-০৬-২০০২ হতে ২২-০৬-২০০৪	অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত
২৪।	জনাব দেলোয়ার হোসেন	১১-০৯-২০০১ হতে ১৪-১১-২০০১	ইন্তেকাল করেছেন
২৩।	জনাব এম আই চৌধুরী (মহিবুল ইসলাম)	০৭-০৫-২০০১ হতে ০৮-০৮-২০০১	তথ্য পাওয়া যায়নি
২২।	জনাব এ.ওয়াই,বি,আই সিদ্দিকী ফ্ল্যাট-৩ বি, বাড়ি নম্বর-৭, সড়ক নম্বর-৫১ কনকর্ড-আশা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ মোবাইল : ০১৭১১৫২৩১৬৭	০৭-০৬-২০০০ হতে ২২-০৪-২০০১	অবসরপ্রাপ্ত
২১।	জনাব মোঃ মোরশেদ হোসেন বাড়ি নম্বর-১০৫, সড়ক নম্বর-৭ সেক্টর- ৪, উত্তরা- ঢাকা মোবাইল : ০১৯১১৩৫৬০৫৩	১৫-১১-১৯৯৯ হতে ২৯-০৫-২০০০	অবসরপ্রাপ্ত

২০ ।	ড. মোঃ ওসমান আলী ফোন : ৮৯২৪১৪৬	১৫-০২-১৯৯৯ হতে ২৬-১০-১৯৯৯	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৯ ।	জনাব শামসুজ্জামান চৌধুরী এপার্টমেন্ট-এ/৯, প্রিয় নীড় ১৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড ঢাকা-১০০০ ফোন: ৮৩১৬১৫০	১৫-১০-১৯৯৭ হতে ০৯-১২-১৯৯৭	অবসরপ্রাপ্ত
১৮ ।	জনাব আজাদ রুহুল আমিন প্রান্ত নীড়, ডি/২, ৭/৩ আওরঙ্গজেব রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২১৭ মোবাইল: ০১৮১৯২১৯৪৩৩	০১-০৩-১৯৯৭ হতে ০৭-১০-১৯৯৭	অবসরপ্রাপ্ত
১৭ ।	জনাব এ, এ, এম, জিয়াউদ্দিন ফ্ল্যাট-৬, বি-১, নাভানা মুন গার্ডেন ১১৫, বড় মগবাজার কাজী অফিস লেন, ঢাকা-১২১৭ মোবাইল : ০১৭২৬৯০৬৫৬২	২২-০৮-১৯৯৬ হতে ২৩-০২-১৯৯৭	অবসরপ্রাপ্ত
১৬ ।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	২৬-০৫-১৯৯৬ হতে ২৩-০৭-১৯৯৬	ইন্তেকাল করেছেন
১৫ ।	জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী ফ্ল্যাট-১/এ, কনকর্ড টাওয়ার ব্লক-২১, রোড নং-৩২ গুলশান-১, ঢাকা মোবাইল: ০১৭১৭১০৬০৯২	০৫-১০-১৯৯৪ হতে ২২-০৪-১৯৯৬	অবসরপ্রাপ্ত
১৪ ।	ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর বাড়ী নম্বর-১৬, সড়ক নম্বর-২৫, ব্লক-এ বনানী, ঢাকা মোবাইল: ০১৭৪১১১৬৩২২/০১৭৪৫৪৮০৯৯৮	২৩-১০-১৯৯১ হতে ০৫-১০-১৯৯৪	জাতীয় সংসদের চাঁদপুর-১ আসনের সদস্য
১৩ ।	জনাব আমিনুল ইসলাম ফ্লাট-৮/এ, নাভানা কনডোমিনিয়াম ৭৬, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ফোনঃ ৮৩১২৬১৪	১৯-০৬-১৯৯১ হতে ২৩-১০-১৯৯১	অবসরপ্রাপ্ত
১২ ।	জনাব সৈয়দ হাসান আহমদ এপার্টমেন্ট-৪/বি বাড়ি নম্বর-১০ সি, সড়ক নম্বর-৮১ গুলশান-২, ঢাকা মোবাইল: ০১৭২০১১৮৪১৫/৯৮৮৬৬০০	১৫-১২-১৯৯০ হতে ১৯-০৬-১৯৯১	অবসরপ্রাপ্ত
১১ ।	জনাব এম. এ. মালিক	১০-০১-১৯৯০	অবসরপ্রাপ্ত

	বাড়ী নম্বর-৮, সড়ক নম্বর-৭৬, গুলশান আবাসিক এলাকা গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ মোবাইল: ০১৭৪১১২৪৩৪৯	হতে ১৫-১২-১৯৯০	
১০।	জনাব মুসলেহ উদ্দীন আহমদ	০৮-০৭-১৯৮৬ হতে ২৯-১১-১৯৮৯	ইন্তেকাল করেছেন
৯।	জনাব নাসিম উদ্দীন আহমেদ ৭৫ এইচ, ইন্দিরা রোড, ঢাকা মোবাইল : ০১৭৬৬০৭৩০৩৮	০২-১১-১৯৮৫ হতে ০৮-০৭-১৯৮৬	অবসরপ্রাপ্ত
৮।	জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ বাড়ি নম্বর-২, সড়ক নম্বর-৫০ গুলশান-২ (গুলশান ক্লাব রোড), ঢাকা-১২১২ মোবাইল: ০১৭১৩০১৪১৩৬	০৬-০৬-১৯৮৪ হতে ৩১-১০-১৯৮৫	অবসরপ্রাপ্ত
৭।	জনাব খন্দকার মোঃ নুরুল ইসলাম	৩০-০১-১৯৮৪ হতে ০৬-০৬-১৯৮৪	ইন্তেকাল করেছেন
৬।	কমোডর এম, এ, রহমান (অঃ প্রাঃ) ফ্ল্যাট- এ/৫/ই, বাড়ি নম্বর-৭৫ সড়ক নম্বর-৮/এ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৭১১৫৬৩২২৮	২৭-১০-১৯৮০ হতে ৩০-০১-১৯৮৪	অবসরপ্রাপ্ত
৫।	কাজী মোশারফ হোসেন	১৫-০২-১৯৮০ হতে ২৬-১০-১৯৮০	ইন্তেকাল করেছেন
৪।	জনাব এ, এম, হায়দার হোসেন	২০-০১-১৯৭৭ হতে ১৪-০২-১৯৮০	
৩।	জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান বাড়ি নম্বর-২,সড়ক নম্বর-৭৭ গুলশান, ঢাকা। ফোন ঃ ৯৮৮৮৩৯১	২৬-১০-১৯৭৬ হতে ১৯-০১-১৯৭৭	বিদেশে অবস্থান করছেন
২।	জনাব আবদুস সামাদ	১৯-০৭-১৯৭৬ হতে ২৫-১০-১৯৭৬	ইন্তেকাল করেছেন
১।	জনাব আনোয়ারুল হক খান	৩০-১২-১৯৭২	

		হতে ১৫-০৩-১৯৭৬	

পরিশিষ্ট- ২

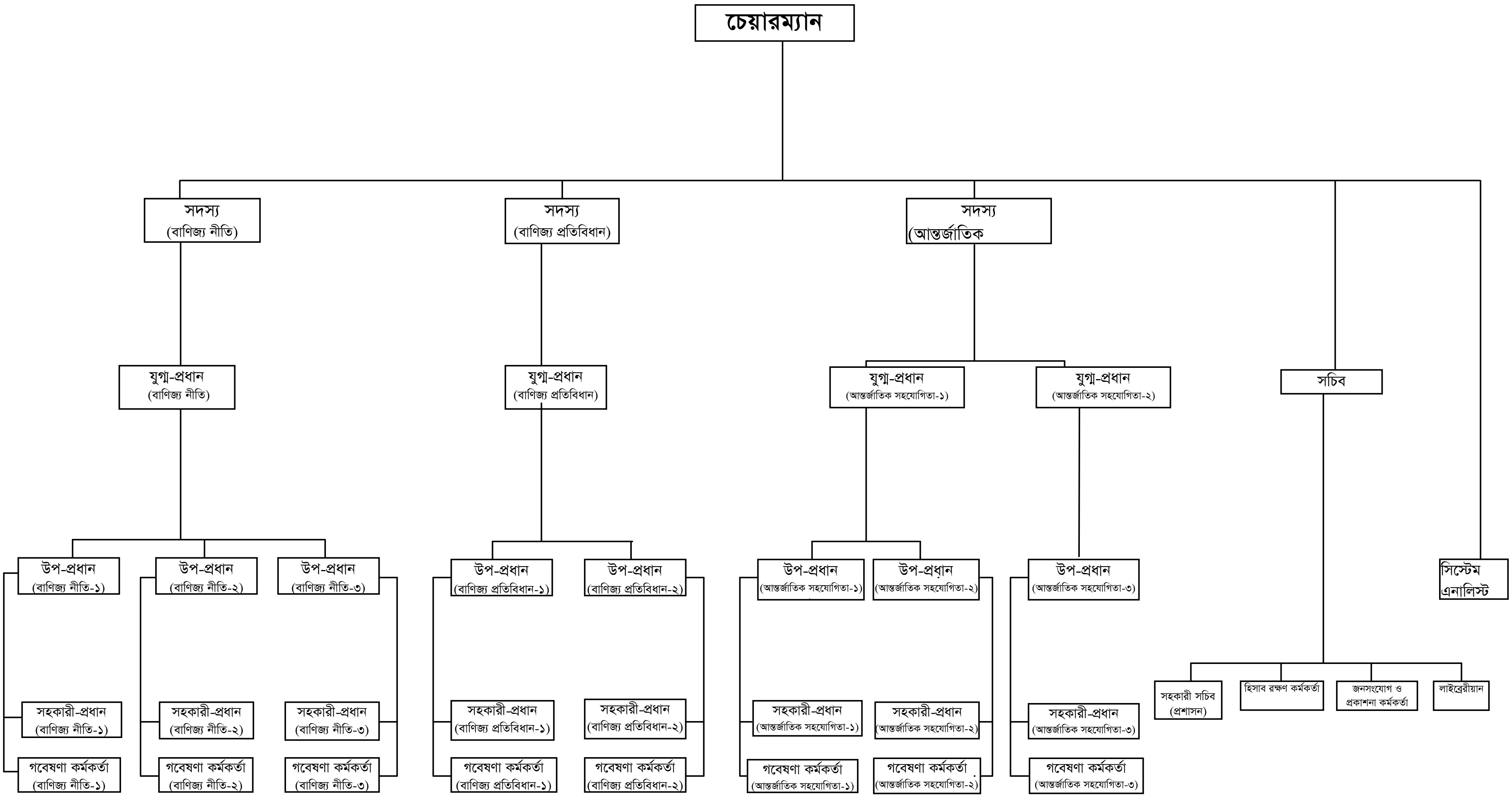

অনুমোদিত জনবল ঃ

কর্মকর্তা = ৩৯ জন
কর্মচারী = ৭৬ জন
সর্বমোট = ১১৫ জন

গাড়ীর সংখ্যা ঃ

কার ঃ ৯টি
মাইক্রোবাস ঃ ২টি
মটরসাইকেল ঃ ১টি

পরিশিষ্ট- ৩

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, নভেম্বর ৬, ১৯৯২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই নভেম্বর, ১৯৯২/ ২২শে কার্তিক, ১৩৯৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৬ই নভেম্বর, ১৯৯২ (২২শে কার্তিক, ১৩৯৯) তারিখে রাষ্টপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্দারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে:-

১৯৯২ সনের ৪০ নং আইন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামঃ– এই আইন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ নামে অবিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ– বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) ''কমিশন " অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(গ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঘ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঙ) "সদস্য" অর্থ কমিশনের সদস্য;

(চ) "সচিব" অর্থ কমিশনের সচিব।

৩। কমিশন প্রতিষ্ঠা :– (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিলে।

(২) কমিশন একটি স্থায়ী ধারাবাহিকতা সম্পন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার–

(ক) একটি সীলমোহর থাকিবে;

(খ) স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে;

(গ) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে এবং ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৪। কমিশনের প্রধান কার্যালয়:– কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনবোধে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। কমিশনের গঠন:– (১) একজন চেয়ারম্যান এবং অনুর্ধ তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা:– চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন করিবেন।

৭। কমিশনের কার্যাবলী, ইত্যাদি:– (১) কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে যথা:–

(ক) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা;

(খ) শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ;

(গ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) দেশী পণ্য রপ্তানীর উন্নয়ন;

(ঙ) দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন।

(চ) ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানী ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থায় প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ছ) দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয়।

(২) ধারা ১ এ উল্লিখিত কার্য সম্পাদনে কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে, যথা:–

(ক) বাজার অর্থনীতি

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ;

(গ) দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শূল্ক চুক্তি;

(ঘ) জনমত ।

(৩) এই ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয়, বক্তব্য ও সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে ।

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিয়ে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে ।

৮ । তদন্ত অনুষ্ঠান:– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন যে কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অনুষ্ঠান বা তদন্তের জন্য কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে ।

৯ । কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা:– কমিশন কর্তৃক এই আইনের অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যধারায় উহা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে যে সকল ক্ষমতা কোন দেওয়ানী আদালত Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন উক্ত বিষয়সমূহে প্রয়োগ করিতে পারে, যথা:–

(ক) আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য কোন ব্যাক্তির উপর সমন জারী এবং তাহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা এবং শপথ গ্রহণ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোন তথ্য সরবরাহ এবং কোন তদন্ত বা অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় কোন দলিল দাখিল;

১০ । সভা:– (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

(২) কমিশনের সভা , উহার চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সচিব কর্তৃক আহুত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে ।

(৩) কমিশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন উহার চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কমিশনের কোন সদস্য ।

(৪) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না ।

১১। সচিব:– (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিককৃত হইবে।

(৩) সচিব–

(ক) কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য উহা কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(খ) কমিশনের হিসাব সংরক্ষন, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন এবং হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন;

(গ) কমিশনের অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, হেফাজত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ ও হেফাজত করিবেন;

(ঘ) কমিশনের প্রশাসনিক কাজ তদারক করিবেন এবং যাহাতে তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবেন;

(ঙ) কমিশন বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত বা নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী:– (১) কমিশন উহার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় প্রয়োজনে অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিকেকে কমিশন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

১৩। কমিটি:– কমিশন উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তাদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। কমিশনের তহবিল:– (১) কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকারের অনুদান অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান এবং কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত ফি এবং অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।

(২) এই তহবিল কমিশনের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উঠানো যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে কমিশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

১৫। বাজেট:– কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাষিংক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৬। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা:– (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অত:পর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীকষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন ।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন ।

১৭ । নির্দেশ প্রদানে সরকারের ক্ষমতা:– এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার কমিশনকে যে কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবে ।

১৮ । প্রতিবেদন:– (১) প্রতি বৎসর ৩০ শে জুনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্পলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে ।

(২) সরকার প্রয়োজনমত কমিশনের নিকট হইতে উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে ।

১৯ । সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ:– এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ায় সম্ভবনা থাকিলে অন্যান্য কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না ।

২০ । জনসেবক:– কমিশনের চেয়ারম্যান সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ Penal Code (Act XLV of, 1860) এর section 21 এ ``Public servant” (জনসেবক) কথাটি সে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে “Public servant” (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন ।

২১ । ক্ষমতা অর্পণ:– কমিশন উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে উহার চেয়ারম্যান, কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে ।

২২ । বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা:– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন ধারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

২৩ । প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা:– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন ধারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

২৪ । ট্যারিফ কমিশন বিলোপ, ইত্যাদি:– (১) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৮ শে জুলাই,১৯৭০ জনের রিজিলিউশন নং এডমিন-১ই-২০/৭০/৬০৬, অত:পর উক্ত রিজিলিউশন বলিয়া উল্লিখিত, বাতিল হইয়া যাইবেঃ

(২) উক্ত রিজিলিউশন বাতিল হইবার সংগে সংগে:–

(ক) উক্ত রিজিলিউশনের অধীন গঠিত ট্যারিফ কমিশন, অত:পর বিলুপ্ত কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত কমিশনের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ কমিশনে হস্তান্তরিত হইবে এবং কমিশন উহার অধিকারী হইবে;

(গ) বিলুপ্ত কমিশন এবং উহার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রকল্প (IDTC Project) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কমিশনে বদলী হইবেন এবং তাহারা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ বদলীর পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, কমিশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে তাহারা কমিশনে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।

আব্দুল হাশেম
সচিব।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস। ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট- ৪

THE PROTECTIVE DUTIES ACT, 1950

(ACT NO. LXI OF 1950).

[*23rd October, 195*]

An Act to enable the immediate imposition of protective duties of customs on imported goods. [1]

WHEREAS it is expedient to enable the Government to impose with immediate effect protective duties of customs on goods produced or manufactured outside Bangladesh and imported into Bangladesh where such imposition is urgently necessary in the interest of industries established in Bangladesh;

It is hereby enacted as follows:-

Short title, extent and commencement

1. This Act may be called the Protective Duties Act, 1950.
(2) It extends to the whole of Bangladesh.
(3) It shall come into force at once.

Powers of Government to impose duties of Customs

2. (1) If the Government is of the opinion that it is urgently necessary to provide for the protection of the interests of any industry established in Bangladesh the Government may, by notification in the official Gazette-

(a) impose on any goods produced or manufactured in any country outside Bangladesh and imported into Bangladesh a duty of customs of such amount and for such period as it thinks fit; or

[2][* * *]

(2) Every duty imposed under sub-section (1) shall be deemed to be a duty leviable under the [3][Customs Act, 1969], and shall be in addition to any duties imposed under that Act or any other law for the time being in force.

Power to alter rates of protective duty and to extend the duration of the protection and the continuance of

3. (1) If, after such enquiry as it thinks necessary the Government is satisfied that the duty imposed on any goods under sub-section (1) of section 2 (altered, where necessary, in the manner hereinafter provided) has become unnecessary

certain protective duties

or excessive or that it is too low to provide adequate protection to the industry concerned in Bangladesh, it may, by notification in the official Gazette, reduce or raise the duty to such extent and for such period (which may be extended from time to time but by not more than three years at any one time) as it thinks fit.

(2) On the expiration of the period specified in any notification issued under sub-section (1) of section 2 or sub-section (1) of this section, whichever is the later, there shall be levied and collected on the goods referred to therein customs duty at the rates for the time being in force under the [4][Customs Act, 1969], and the provisions of the said Act and any other law for the time being in force relating to the levy and collection of the duty of customs shall apply accordingly.

(3) [Omitted by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980).]

Powers of the Tariff Commission

[5][3A. The Tariff Commission shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely: -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the supply of any information and production of any document which may be useful for the conduct of its enquiry.]

Power to make rules

4. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may prescribe the conditions subject to which any goods shall be deemed to be produced or manufactured in a particular country for the purposes of this

	Act.
5[Repealed]	5. [Repeal.- Repealed by section 2 and 1st Schedule of the Repealing and Amending Ordinance, 1965 (Ordinance No. X of 1965).]

পরিশিষ্ট- ৫

১। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২০১৩-২০১৪ অথবছরে কর্মকর্তাগণ যে সকল বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ ও তালিকাঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	স্থান/আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়ালকাল
১।	জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী চেয়ারম্যান	Study tour to Institute of Technical Education (ITE) And the Workforce Development Agency (WDA) in singapore.	সিঙ্গাপুর	১৮-১২-২০১৩ হতে ১৯-১২-২০১৩
২।	জনাব মোঃ আবু মুসা উপপ্রধান	Lao PDR এর রাজধানী Vientiane-এ অনুষ্ঠেয় আপটা স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪৩ তম সভায় অংশগ্রহণ।	Lao PDR-Vientiane	২৬-২৭ মে, ২০১৪
৩।	জনাব মোঃ আবু মুসা উপপ্রধান	Incheon-এ অনুষ্ঠেয় The Regional Forum on APTA Preferential Trade Data and Issue of Electronic APTA Certificate of Origin এবং আপটা স্ট্যান্ডিং কমিটির এর ৪২ তম সভায় অংশগ্রহণ।	দক্ষিণ কোরিয়ার Incheon-এ	২২-২৬ অক্টোবর, ২০১৩

২) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কর্মকর্তাগণ যে সকল স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

ক্রঃ নংঃ	**কর্মকর্তার নাম ও পদবী**	**প্রশিক্ষণের বিষয়**	**স্থান/আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম**	**প্রশিক্ষণের মেয়াদ**
১ ।	শেখ আব্দুল মান্নান সদস্য	Diagnostic Trade Integration Study (DTIS)	WTO, UNCTAD, ITC, UNDP, World Bank and IMkR,	২২-১০-২০১৩ হতে ২৩-১০-২০১৩

	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
২।	জনাব আব্দুল কাইয়ূম সদস্য	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
৩।	বেগম ফৌজিয়া খান উপপ্রধান	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
৪।	জনাব রমা দেওয়ান যুগ্মপ্রধান (চঃ দাঃ)	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
	-ঐ-	National Workshop on Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism (TTFMM) Workshop	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, এডিবি-৫ অধিশাখা	২১-০৪-২০১৪ হতে ২৪-০৪-২০১৪
৫।	জনাব মো আবু মুসা যুগ্মপ্রধান (চঃ দাঃ)	“computable General Equilibrium Modelling and Applications” Training Course	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	১৮-০৮-২০১৩ হতে ২২-০৮-২০১৩
	-ঐ-	Diagnostic Trade Integration Study (DTIST)	WTO, UNCTAD, ITC, UNDP, World Bank and IMFR	২২-১০-২০১৩ হতে ২৩-১০-২০১৩
	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
৬।	জনাব শেখ লিয়াকত আলী উপপ্রধান	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
৭।	সৈয়দা গুলশান নাহার উপপ্রধান (বাঃ প্রঃ)	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪

		Training		
৮।	জনাব মু. আকরাম হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট	Network Administration (Windows & Linux)	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	০৬-১০-২০১৩ হতে ৩১-০১-২০১৪
৯।	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান (চঃ দাঃ)	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
১০।	জনাব বেল্লাল হোসেন উপপ্রধান (চঃ দাঃ)	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
	-ঐ-	"Personal Computer Troubleshooting" Training	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	২০-০৪-২০১৪ হতে ২৫-০৫-২০১৪
১১।	মোহসিনা বেগম উপপ্রধান (চঃ দাঃ)	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
১৩।	জনাব ইউসুফ আলী মজুমদার সহকারী-প্রধান	Diagnostic Trade Integration Study (DTIST)	WTO, UNCTAD, ITC, UNDP, World Bank and IMkR,	২২-১০-২০১৩ হতে ২৩-১০-২০১৩
	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
১৪।	জনাব মোঃ মামুল-উর-রশীদ আসকারী, সহকারী-প্রধান	"computable General Equilibrium Modelling and Applications" Training Course	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	১৮-০৮-২০১৩ হতে ২২-১০-২০১৩
	-ঐ-	"Capacity Building Workshop for Research "Trade Flows and Trade Policy Analysis"	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	০৭-১০-২০১৩ হতে ১১-১০-২০১৩
	-ঐ-	"Rules and procedures for Import Export and Customs"	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	১১-০৫-২০১৪ হতে ১৩-০৫-২০১৪
	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪

		Training		
১৫।	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ সহকারী প্রধান	“Trade Policy Research Analytical Skills” Training	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই	১৩-০৫-২০১২ হতে ১৭-০৫-২০১২
	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
১৬।	বেগম উমা সাহা, সহকারী-প্রধান	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
১৭।	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)	Hardware Maintenance and troubleshooting	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	০২-১০-২০১৩ হতে ০৪-১২-২০১৩
	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
১৮।	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ গবেষণা অফিসার	Financial management Course	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৪-১১-২০১২ হতে ১৫-১১-২০১২
	-ঐ-	Modern Office management Course	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৫-০৫-২০১৩ হতে ১৬-০৫-২০১৩
	-ঐ-	“Rules and procedures for Import, Export and Customs”	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	১১-০৫-২০১৪ হতে ১৩-০৫-২০১৪
	-ঐ-	Advanced computer Skills	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	২২-০৫-২০১৪ হতে ১০-০৬-২০১৪
	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
১৯।	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা অফিসার	Oracle based Database Application Design Course	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	০৮-০১-২০১২ হতে ২২-০২-২০১২

	-ঐ-	"computable General Equilibrium Modelling and Applications" Training Course	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	১৮-০৮-২০১৩ হতে ২২-০৮-২০১৩
	-ঐ-	"Web page Development and Deployment" Training	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	২৭-০৪-২০১৪ হতে ২৪-০৬-২০১৪
	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
২০।	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান গবেষণা অফিসার	"Policy Formulation" Training	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	০২-০৯-২০১২ হতে ১৩-০৯-২০১২
	-ঐ-	"General Agreement on Trade in Services (GATS) and opportunities for Bangladesh to export under LDC Waiver" Training Course	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	২৫-০৮-২০১৩ হতে ২৭-০৮-২০১৩
	-ঐ-	Database Application Development Using Oracle	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	০৪-০৯-২০১৩ হতে ১৮-০৯-২০১৩
	-ঐ-	Diagnostic Trade Integration Study (DTIST)	WTO, UNCTAD, ITC, UNDP, World Bank and IMkR,	২২-১০-২০১৩ হতে ২৩-১০-২০১৩
	-ঐ-	Advanced Computer Skills	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	২২-০৫-২০১৪ হতে ১০-০৬-২০১৪
	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
২১।	এস,এম, সুমাইয়া জাবীন গবেষণা অফিসার	Modern Office management Corse	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২৭-০৫-২০১২ হতে ৩১-০৫-২০১২
	-ঐ-	"General Agreement on	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড	২৫-০৮-২০১৩

		Trade in Services (GATS) and opportunities for Bangladesh to export under LDC Waiver" Training Course	ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই	হতে ২৭-০৮-২০১৩
	-ঐ-	Advanced Computer Skills	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	২২-০৫-২০১৪ হতে ১০-০৬-২০১৪
	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
২২।	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা অফিসার	আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৯-০১-২০১২ হতে ১৮-০১-২০১২
	-ঐ-	"Policy Formulation" Training	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	০২-০৯-২০১৩ হতে ১৩-০৯-২০১২
	-ঐ-	"computable General Equilibrium Modelling and Applications" Training Course	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	১৮-০৮-২০১৩ হতে ২২-০৮-২০১৩
	-ঐ-	"Capacity Building Workshop for Research "Trade Flows and Trade Policy Analysis"	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই)	০৭-১০-২০১৩ হতে ১১-১০-২০১৩
	-ঐ-	"Personal Computer Troubleshooting" Training	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	২০-০৪-২০১৪ হতে ২৫-০৫-২০১৪
	-ঐ-	Advanced Computer Skills	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	২২-০৫-২০১৪ হতে ১০-০৬-২০১৪
	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪
২৩।	জনাব এইচ, এম, শরিফুল ইসলাম পি,আর এন্ড পি, ও	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪

		Training		
২৪ ।	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা অফিসার	অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০২-০৯-২০১২ হতে ১৩-০৯-২০১২
	-ঐ-	"Training in Budgeting and Accounting System (TIBAS)"	মিরপুর ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি	০৭-০৭-২০১৩ হতে ১৮-০৭-২০১৩
	-ঐ-	Computer Basics	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	১০-০৯-২০১৩ হতে ১২-১১-২০১৩
	-ঐ-	"Personal Computer Troubleshooting" Training	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	২০-০৪-২০১৪ হতে ২৫-০৫-২০১৪
	-ঐ-	Five day long Tariff Trade-related training for Bangladesh Tariff Commission Official Training	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২২-০৬-২০১৪ হতে ২৬-০৬-২০১৪

পরিশিষ্ট- ৬

Customs Act, 1969 (IV of 1969)

Customs Act, 1969 (IV of 1969)

18A. Imposition of countervailing duty – (1) Where any country or territory pays, bestows, directly or indirectly, any subsidy upon the manufacture or production therein or the exportation therefrom of any goods including any subsidy on transportation of such goods, then, upon the importation of any such goods into Bangladesh, whether the same is imported directly from the country of manufacture, production or otherwise, and whether it is imported in the same condition as when exported from the country of manufacture or production or has been changed in condition by manufacture, production or otherwise, the Government may, by notification in the official Gazette, impose a countervailing duty not exceeding the amount of such subsidy.

Explanation. – For the purposes of this section, subsidy shall be deemed to exist, if –

(a) there is financial contribution by a Government, or any public body within the territory of the exporting or producing country, that is, where –

(i) a Government practice involves a direct transfer of funds including grants, loans and equity infusion) or potential direct transfer of funds or liabilities or both;

(ii) Government revenue that is otherwise due is forgone or not collected (including fiscal incentives);

(iii) a Government provides goods or services other than general infrastructure or purchases goods;

(iv) a Government makes payments to funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions specified in clauses (i), (ii) and (iii) which would normally be vested in the Government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by Governments; or

(b) a Government grants or maintains any form of income or price support, which operates directly or indirectly to increase export of any goods from, or to reduce import of any goods to its territory, and a benefit is thereby conferred.

(2) The Government may, pending the determination of the amount of subsidy, in accordance with the provisions of this section and the rules made thereunder impose a countervailing duty under this sub-section not exceeding the amount of such subsidy as provisionally estimated by it and if such countervailing duty exceeds the subsidy as so determined, -

(a) the Government shall, having regard to such determination and as soon as may be after such determination reduce such countervailing duty; and

(b) refund shall be made of so much of such countervailing duty which has been collected as is in excess of the countervailing duty as so reduced.

(3) Subject to any rules made by the Government, by notification in the official Gazette, the countervailing duty under sub-section (1) or sub-section (2) shall not be levied unless it is determined that –

(a) the subsidy relates to export performance;

(b) the subsidy relates to the use of domestic raw materials over imported raw materials in the exported goods; or

(c) the subsidy has been conferred on a limited number of persons engaged in manufacturing, producing or exporting the goods unless such a subsidy is for –

(i) research activities conduced by or on behalf of persons engaged in the manufacture, production or export; or

(ii) assistance to disadvantaged regions within the territory of the exporting country; or

(iii) assistance to promote adaptation of existing facilities to new environmental requirements.

(4) If the Government, is of the opinion that the injury to the domestic industry which is difficult to repair, is caused by massive imports in a relatively short period, of the goods benefiting from subsidies paid or bestowed and where in order to preclude the recurrence of such injury, it is necessary to levy countervailing duty retrospectively, the Government may, by notification in the official Gazette, impose countervailing duty from a date prior to the date of imposition of countervailing duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of notification under that notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, such duty shall be payable from the date as specified in the notification issued under this sub-section.

(5) The countervailing duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty imposed under this Act or any other law for the time being in force.

(6) The countervailing duty imposed under this section shall unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the countervailing duty may continue to remain in force pending outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

(7) The amount of any subsidy referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall, from time to time, be ascertained and determined by the Government, after such inquiry as it may consider necessary and the Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the identification of such goods and for the assessment and collection of any countervailing duty imposed upon the importation thereof under this section.

(8) No proceeding for imposition of countervailing duty under this section shall commence unless the Bangladesh Tariff Commission, on receipt of a written application by or on behalf of a domestic industry, informs the Government that there is *prima-facie* evidence of injury which is caused by direct or indirect subsidy on any particular imported goods.

18B. Imposition of anti-dumping duty. – (1) Where any goods are exported from any country or territory (hereinafter in this section referred to as the exporting country or territory) to Bangladesh at less than the normal value, then, upon the importation of such goods into Bangladesh, the Government may, by notification in the official Gazette, impose an anti-dumping duty not exceeding the margin of dumping in relation to such goods.

Explanation. – For the purposes of this section, -

(a) "margin of dumping", in relation to any goods, means the difference between its export price and its normal value;

(b) "export price", in relation to any goods, means the price of the goods exported from the exporting country or territory and in cases where there is no export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported goods are first resold to independent buyer, or if the goods are not resold to an independent buyer or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(c) "normal value", in relation to any goods, means –

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like goods when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like goods in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or, when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison the normal value shall be either –

(a) comparable representative price of the like goods when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said goods in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the goods from a country other than the country of origin and where the goods have been merely transhipped through the country of export or such goods are not produced in the country of export, or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to the price in country of origin.

(2) The Government may, pending the determination of the normal value and the margin of dumping in relation to any goods, in accordance with the provisions of this section and the rules made thereunder, impose on the importation of such goods into Bangladesh an anti-dumping duty on the basis of a provisional estimate of such value and margin and if such anti-dumping duty exceeds the margin as so determined –

(a) the Government shall, having regard to such determination and as soon as may be after such determination, reduce such anti-dumping duty; and
(b) refund shall be made of so much of the anti-dumping duty which has been collected as is in excess of anti-dumping duty as so reduced.

(3) If the Government, in respect of the dumped goods under inquiry, is of the opinion that –

(i) there is a history of dumping which caused injury or that the importer was, or should have been, aware that the exporter practices dumping and that such dumping cause injury; and
(ii) the injury is caused by massive dumping of goods imported in a relatively short time which in light of the timing and the volume of imported goods dumped and other circumstances, is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping duty liable to be levied, the Government may, by notification in the official Gazette, levy anti-dumping duty retrospectively from a date prior to the date of imposition of anti-dumping duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of notification under that sub-section and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, such duty shall be payable at such rate and from such date as may be specified in the notification.

(4) The anti-dumping duty chargeable under this section shall bin addition to any other duty imposed under this Act or any other law for the time being in force.

(5) The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

(6) The margin of dumping as referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall, from time to time, be ascertained and determined by the Government after such inquiry as it may consider necessary and the Government may, by notification in the official Gazette, make rules

for the purposes of this section and without prejudice to the generality of the forgoing, such rules may provide for the manner in which goods liable for any anti-dumping duty under this section may be identified and for the manner in which the export price and the normal value of and the margin of dumping in relation to such goods may be determined and for the assessment and collection of such anti-dumping duty.

(7) No proceeding for imposition of anti-dumping duty under this section shall commence unless the Bangladesh Tariff Commission, on receipt of a written application by or on behalf of a domestic industry, informs the Government that there is *prima facie* evidence of injury which is caused by dumping on any particular imported goods.

18C. No imposition under section 18A or 18B in certain cases – (1) Notwithstanding

any thing contained in section 18A or section 18B –

(a) no goods shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization;

(b) the Government shall not levy any countervailing duty or anti-dumping duty

(i) under section 18A or section 18B by reasons of exemption of such goods from duties or taxes borne by the like goods when meant for consumption in the country of origin or exportation or by reasons of refund of such duties or taxes;

(ii) under sub-section (1) of each of these sections, on the import into Bangladesh of any goods from a member country of the World Trade Organization or from a country with which the Government of the People's Republic of Bangladesh has a most favoured nation agreement (hereinafter referred as a specified country), unless in accordance with the rules made under sub-section (2) of this section, a determination has been made that import of such goods into Bangladesh causes or threatens to cause material injury to any established industry in Bangladesh or materiality retards the establishment of any industry in Bangladesh; and

(iii)under sub-section (2) of each of these sections on import into Bangladesh of any goods from the specified countries unless in accordance with the rules made under sub-section (2) of this section, preliminary findings have been made of subsidy or dumping and consequent injury to domestic industry; and a further determination has also been made that a duty is necessary to prevent injury being caused during the investigation:

Provided that nothing contained in sub-clauses (ii) and (iii) of clause (b) shall apply if a countervailing duty or an anti-dumping duty has been imposed on any goods to prevent injury or threat of an injury to the domestic industry of a third country exporting the like goods to Bangladesh;

(c) the Government may not levy –

(i) any countervailing duty under section 18A, at any time, upon receipt of satisfactory voluntary undertaking from the Government of the exporting country or territory agreeing to eliminate or limit the subsidy or take other measures concerning its effect, or the exporter agreeing to revise the price of the goods and if the Government is satisfied that injurious effect of the sunsidy is eliminated thereby;

(ii) any anti-dumping duty under section 18B, at any time upon receipt of satisfactory voluntary undertaking from any exporter to revise its prices or to cease exports to the area in question at dumped price and if the Government is satisfied that the injurious effect of dumping is eliminated by such action.

(2) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purposes of this section, and without prejudice to the generality of the forgoing, such rules may provide for the manner in which any investigation may be made for the purposes of this section, the factors to which regard shall be paid in any such investigation and for all matters connected with such investigation.

18D. Appeal against imposition of countervailing or anti-dumping duty. – (1) An appeal against the order of determination or review thereof regarding the existence, degree and effect of any subsidy or dumping in relation to import of any goods shall lie to the Customs, Excise and Value Added Tax Appellate Tribunal constituted under section 196.

(2) Every appeal under this section shall be filed within ninety days of the date of order under appeal:

Provided that the Appellate Tribunal may entertain any appeal after the expiry of the said period of ninety days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(3) The Appellate Tribunal may, after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against.

(4) Every appeal under sub-section (1) shall be heard by a special Bench constituted by the President of the Appellate Tribunal for hearing such appeals and such Bench shall consist of the President and not less than two members and shall include one technical member and one judicial member.

18E. Imposition of safeguard duty.-(1) If the Government after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is being imported into Bangladesh in such

increased quantities and under such conditions that such importation may cause or threaten to cause serious injury to domestic industry, it may, by notification in the official Gazette, impose a safeguard duty on that article:

Provided that the Government, may, by notification in the official Gazette, exempt any goods from the whole or any part of safeguard duty leviable thereon, subject to such conditions, limitations or restrictions as it thinks fit to impose.

(2) The Government may, pending the determination under sub-section (1) of the injury or threat thereof, impose a provisional safeguard duty on the basis of a preliminary determination in the prescribed manner that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry:

Provided that where, on final determination, the Government is of the opinion that increased imports have not caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry, it shall refund the duty so collected:

Provided further that the provisional safeguard duty shall not remain in force for more than two hundred days from the date on which it was imposed.

(3) The duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty imposed under this Act or under any other law for the time begin in force.

(4) The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition:

Provided that if the Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition:

Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed.

(5) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purposes of this section, and without prejudice to the generality of the foregoing, such rules may provide for the manner in which articles liable for safeguard duty may be identified and for the manner in which the causes of serious injury or causes of threat of serious injury in relation to such articles may be determined and for the assessment and collection of such safeguard duty.

(6) For the purposes of this section, -

(a) “domestic industry” means the producers-

i) as a whole of the like article or a directly competitive article in Bangladesh; or

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in Bangladesh constitutes a major share of the total production of the said article in Bangladesh;

(b) “serious injury” means an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry;

© “threat of serious injury” means a clear and imminent danger of serious injury.}

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন , সেগুনবাগিচা, ঢাকা - ১০০০ ।

ফোন ঃ ৮৮-০২- ৯৩৪০২৪৩ , ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৩৪০২৪৫

ইমেইল : bdtariff@intechworld.net

ওয়েবসাইট ঃ www.btc.gov.bd